বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী Bangladesh 50

ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

প্রকাশকাল

০৯ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৩ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
www.ptd.gov.bd

যোগাযোগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯, ই-মেইল: info@ptd.gov.bd

সূচি

I. বাণী

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৯
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ১১
- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও বিভাগের মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৩
- সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ১৫

II. সম্পাদকীয় ১৬

১. বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ১৭

২. দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম ৩৫

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ৩৭
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৬১
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ৭৩
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ৮১
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ৮৯
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ৯৫
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ১০১
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) ১০৭
- ডাক অধিদপ্তর ১১৩
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ১২৩

৩. ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় ১২৭

৪. একনজরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত বার বছরে (২০০৯-২০২০) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৩১

৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৪৩

৬. সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম ১৪৯

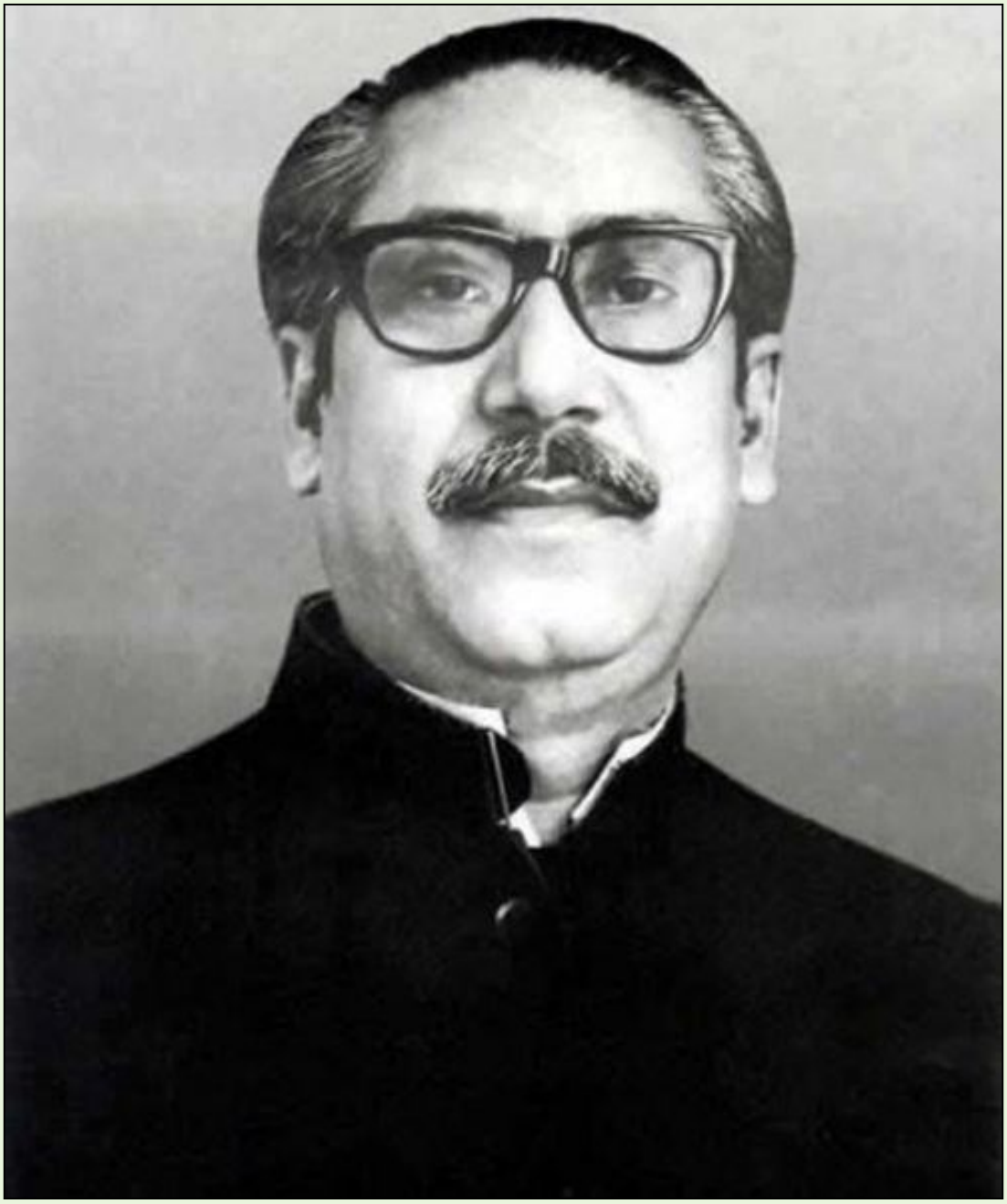

‘সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

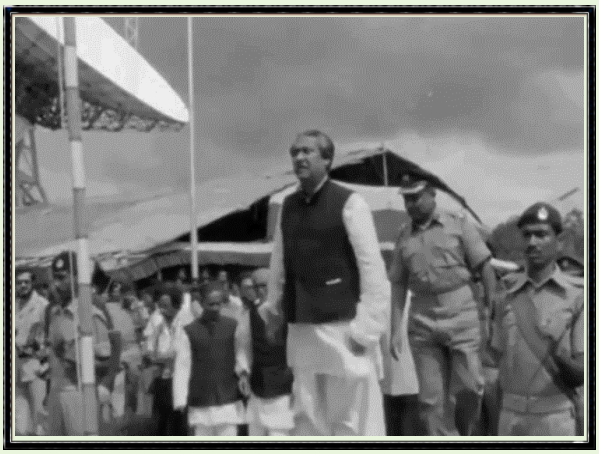

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ জুন ১৯৭৫ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বেতবুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দেশের দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি আধুনিক দর্শন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারে।

- সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিভাগের কার্যক্রমকে জনগণের সমক্ষে প্রকাশের এ প্রয়াস স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে।

স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'রূপকল্প ২০২১'-এর ঘোষণা দেন। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বৈষম্যমুক্ত ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের হাতিয়ার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর সঠিক দিকনির্দেশনায় তা এখন পর্যন্ত শতভাগের প্রায় কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গত এক যুগে টেলিযোগাযোগ খাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের টেলিডেনসিটি ১০০.১% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৬৬%। দেশে বর্তমানে টেলিফোন সাবসক্রিপশনের সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি এবং ইন্টারনেট সাবসক্রিপশনের সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি। একটিমাত্র আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবলের উপর নির্ভরতা থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি সাবমেরিন এবং ৭টি টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত। চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশে প্রায় ২,১৭০ জিবিপিএস আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহৃত হচ্ছে যা ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস। বিশ্বের ৫৭ তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ আজ মহাশূন্যে নিজস্ব যোগাযোগ স্যাটেলাইটের গর্বিত অধিকারী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে আছে ৩জি ও ৪জি প্রযুক্তির প্রচলন, বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন, দেশব্যাপী ৮,৫০০টি ডিজিটাল ডাকঘর স্থাপন, ডট বাংলা ডোমেইন চালু, ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড প্রবর্তন, ডিজিটাল কমার্স ডেলিভারি এবং মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি চালু। জনগণকে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং অনলাইন সুরক্ষায়ও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন সেট, টেলিফোন সেট, এনার্জি মিটার, অপটিক্যাল ফাইবার, এইচডিপিই ডাক্টের মত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এখন দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে।

এতদিন দেশের ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগসমূহের মূল লক্ষ্য টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে মূল্য সংযোজন হলেও এখন প্রয়োজন কর্মসংস্কৃতি ও মানবসম্পদসহ প্রতিটি সেক্টরের সমস্ত মৌলিক উপাদানের ডিজিটাল রূপান্তর। ৫জি এর বৈশিষ্ট্যগুলো ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটিং এবং কানেক্টিভিটি ব্যবহারের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে পাল্টে দিয়েছে যা উদ্ভাবনী জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনের পথকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডাটা, রোবটিক্স, ব্লকচেইন, থ্রিডি-প্রিন্টিং, Internet of Things বা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি-এর মত উদ্ভাবনী ডিজিটাল ডিজরাপশনগুলোর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং দেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত করতে শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি খাতে সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর প্রয়োজন। Covid-19 অতিমারীর কারণে সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আজ ডিজিটাল জগতে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে ডিজিটাল সংযোগ এবং পরিষেবাগুলি অতিমারী পরবর্তী বিশ্বে আর্থ-সামাজিক বিকাশের প্রধান নিয়ামক হতে যাচ্ছে।

'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার রূপরেখা প্রকাশ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ইশতেহারের আলোক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আওতায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে ৫জি সেবা প্রচলন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ এবং দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6 এর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্য কাজ করে যাচ্ছে।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা জব্বার

মোঃ আফজাল হোসেন
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে জনসাধারণের কাছে দৃশ্যমান করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

গত এক যুগে বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বছরে গড়ে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে বাংলাদেশ আজ নমিনাল জিডিপির মাপকাঠিতে বিশ্বের ৪২তম অর্থনীতি। এ অগ্রগতি কেবল সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা, ভৌত অবকাঠামো, সড়ক ও নৌ পরিবহন নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষা, পল্লী উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ প্রতিটি খাতে যুগব্যাপী অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র টেকসই ও উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ, গণমুখী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও নিত্যনতুন ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়াসহ ডাক সেবাসমূহ আধুনিকায়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের টেলিঘনত্ব বর্তমানে ১০০.১%-এ উন্নীত হবার পাশাপাশি ইন্টারনেট ঘনত্ব ৬৬%-এ উন্নীত হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা গত জুন ২০১৯ এর ৯.৬২ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ ১০.৩৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের শতভাগ ভৌগলিক এলাকায় ২জি/৩জি/৪জি সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তারের পাশাপাশি দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 সহ আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলে দেশকে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্বনির্ভরতা অর্জনের উন্নয়ন পরিক্রমায় বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর গর্বিত অধিকারী। সাবমেরিন ক্যাবল এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সেবার ক্ষেত্র বিস্তার করেছে।

ডাক সেবার আধুনিকীকরণে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ডিজিটাল কমার্স ডেলিভারি ইত্যাদি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ডাক পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পোস্টাল ভ্যান ক্রয়সহ ডাক সেবার জরাজীর্ণ অবকাঠামোসমূহের অধিকাংশ পুন:নির্মাণ করা হয়েছে এবং নতুন অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।

COVID-19 অতিমারীতে সরকারি সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি তথ্য, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রেখে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ডিজিটাল অবকাঠামোর উপর নির্ভরতা আমাদেরকে দেশের প্রয়োজনে আরও অধিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যে ধারা বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে তাতে সম্পৃক্ত হতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসাবে দেশে ৫জি প্রযুক্তি প্রচলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তার ছাড়াও কম্পিউটিং ক্লাউড, Internet of Things, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা ইত্যাদি বিষয়েও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সংযোগ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, পরিকল্পনা, আইন, পদ্ধতি, পরিচালনার মানদণ্ড, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আফজাল হোসেন

সম্পাদকীয়

বর্তমান ডিজিটাল প্রবৃদ্ধিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এজন্য সামগ্রিক সেবাখাতের ডিজিটাল রূপান্তর প্রয়োজন। প্রত্যেক বছর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম, সফলতা ও অর্জন নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ মূলত: জনসাধারণের জরুরী সেবা কাজে নিয়োজিত রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই বিভাগের বার্ষিক কার্যসম্পাদন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি জনসাধারণকে অবহিত করা প্রয়োজন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি দিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সম্পাদিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রেরণপূর্বক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি তথ্যসমৃদ্ধ ও বিস্তৃত আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞ। বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য সচিব মহোদয় সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন, তার প্রতিও সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ যথাক্রমে বিভাগ পরিচিতি, দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরসহ গত ১২ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনদের নিকট সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মো: মোখলেছুর রহমান

উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার
মাননীয় মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

মোঃ আফজাল হোসেন
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর আওতাধীন অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠারসংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

- মো: মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম সচিব
- বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, উপসচিব
- মো: আব্দুর রব , উপসচিব
- মোঃ আমিনুল হক, উপসচিব
- ফাতিমা-তুজ-জোহরা ঠাকুর, উপসচিব
- মো: শরিফুর রহমান, উপপরিচালক

প্রথম অধ্যায়

বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য

১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ:

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে 'ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠনপূর্বক তার আওতায় 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' নামে দুইটি বিভাগ গঠন করা হয়;

১.১ লক্ষ্য:

জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং সমসাময়িক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ;

১.২ উদ্দেশ্য:

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা; দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান;

১.৩ কার্যাবলি:

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তাদের ব্যবহারিক/প্রায়োগিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন বাস্তবায়ন এবং সংশোধন; ডাক সুবিধা ও সেবাসমূহ; পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম; ডাক জীবনবীমা; ডাক প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কুরিয়ার সেবাসমূহ;
- ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন এজেন্সি সেবা; দেশে ও বিদেশে দূর-আলাপন, ন্যারোব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট/ইন্ট্রানেট, তথ্য যোগাযোগ এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবাসহ সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা; প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও পরিষেবা প্রদানকারীসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ শিল্প;
- নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার তথ্য ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ উপগ্রহ এবং উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র ইত্যাদিসহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রদত্ত তৃতীয়পক্ষীয় অ্যাপ্লিকেশন (over the top Application) সেবাসমূহ;
- বেতার তরঙ্গ, Telephone Numbering, IP Address, Country Code Top Level Domains এবং টেলিযোগাযোগ/ তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সনাক্তকারী নম্বরসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সম্পদসমূহ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও উপাদানসমূহের পাশাপাশি তাদের ব্যবহার/ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সাইবার নিরাপত্তা; টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ;
- টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট মান (standards), প্রটোকল (protocol), প্রক্রিয়া (procedure) এবং নিয়মাবলী (codes); ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি), মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তার বিকাশ; বিভাগের অধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহ;
- বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার সার্ভিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম; আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম;

- বিভাগের অধীন নিম্নোক্ত অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ-
  - (ক) ডাক অধিদপ্তর;
  - (খ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি);
  - (গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি);
  - (ঘ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল);
  - (ঙ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল);
  - (চ) বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিসিএসএল);
  - (ছ) টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড;
  - (জ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড;
  - (ঝ) বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল);
  - (ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

- ডাক ও ও টেলিযোগাযোগ খাতে লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণ (Regulation); বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সত্ত্বার সাথে প্রোটোকল এবং চুক্তি স্বাক্ষর; এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয় সকল আইন; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত/অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফি ও চার্জ (আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত);

১.৪ বিভাগের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও নীতিমালা:

(ক) আইন (টেলিযোগাযোগ):

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০); বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯; বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৯; দ্যা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি এ্যাক্ট, ১৯৩৩; দ্যা টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৮৮৫;

(খ) নীতিমালা (টেলিযোগাযোগ):

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮; আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯;

(গ) আইন (ডাক):

পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০); সরকারি সেভিংস ব্যাংক আইন, ১৮৭৩; পোস্ট অফিস ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট অধ্যাদেশ, ১৯৪৪;

(ঘ) বিধিমালা (ডাক):

বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বিধিমালা, ১৯৬১; প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৬৬; সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩; বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর মাধ্যমে বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের বাণিজ্যিক সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১.৫ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান:

ডাক অধিদপ্তর	
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	DOT DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	BTRC
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড	BTCL
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	teletalk
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড	BSCCL
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড	BSCL
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	

১.৬ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা:

	International Telecommunication Union (ITU)
	Universal Postal Union (UPU)
	Asia Pacific Telecommunity (APT)
	Commonwealth Telecommunication Organization (CTO)
	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
	Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
	GSM Association (GSMA)

১.৭ বিভাগের জনবল:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদ	মোট পদ	সর্বমোট
১	সচিব	১	--	১	৩৪
২	অতিরিক্ত সচিব	১	--	১	
৩	যুগ্মসচিব	১	--	১	
৪	যুগ্মপ্রধান	১	--	১	
৫	উপসচিব	৩	২	৫	
৬	পরিচালক	২	--	২	
৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১১	৩	১৪	
৮	সিস্টেম এনালিস্ট	-	১	১	
৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	--	২	
১০	সহকারী প্রধান	২	--	২	
১১	প্রোগ্রামার	১	--	১	
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	১	--	১	
১৩	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	--	১	
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	--	১	
	উপমোট	**২৮**	**৬**	**৩৪**	
১৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩	৩	১৬	২৮
১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯	২	১১	
১৭	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	--	১	
	উপমোট	**২৩**	**৫**	**২৮**	
১৮	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৯	--	৯	৩৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর	১	৩	৪	
২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৪	১৮	
২১	হিসাবরক্ষক	১	--	১	
২২	ক্যাশিয়ার	১	--	১	
	উপমোট	**২৬**	**৭**	**৩৩**	
২৩	ক্যাশ সরকার	১	--	১	৩৪
২৪	ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর	১	--	১	
২৫	অফিস সহায়ক	২৭	৫	৩২	
	উপমোট	**২৯**	**৫**	**৩৪**	
	সর্বমোট	**১০৬**	**২৩**	**১২৯**	**১২৯**

১.৮ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বসমূহ:

(ক) প্রশাসন-১:

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো,কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা; রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর, বিলুপ্তি ও জনবল উদ্বৃত্তকরণ বা আত্তীকরণ ও নিয়োগ; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, বিভাগীয় মামলা, আপীল ও রিভিশন; বিভাগ, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন; বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল মঞ্জুরি; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর ও অনুমোদন; বিভাগের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিআরএল ও পেনশন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মী প্রশাসন ব্যবস্থাপনা; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ, স্টাডি ট্যুর, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মিটিং; অর্থনৈতিক সমীক্ষা;

- **সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলি:** অন্যান্য প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার যাচিত বিষয়াদি প্রেরণ ও সমন্বয়; বিভিন্ন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ;

- **সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির কার্যাবলি:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন; বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জবাব প্রেরণ; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী ও সাব-কমিটির কার্য সম্পাদন; মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব কমিটির কার্যক্রম;

- **অন্যান্য:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রটোকল; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ; বিভাগ এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খন্ডকালীন কাজ বা পরামর্শক কাজ, লেখা, বইপত্র ছাপানো, রেডিও, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদেশী মিশন ও সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগদান অনুমতি প্রদান; বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাস হালনাগাদকরণ; নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম; বিভাগের মাসিক সমন্বয় ও অনিষ্পন্ন বিষয়ক সভার কার্য সম্পাদন;

(খ) বাজেট ১ ও ২:

- বিভাগ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলি; অনুন্নয়ন কর্মসূচী; বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভার যাবতীয় কার্যাবলি; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ, কম্পিউটার, মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ইত্যাদি খাতে বিভাজন ও অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি এবং চূড়ান্ত উত্তোলন; উপযোজন হিসাবের ব্যাখ্যা প্রদান; বিটিআরসি'র বাজেট অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ, শুল্ক কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

সাথে যোগাযোগ স্থাপন, বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের আয় ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংক্রান্ত পর্যাবৃত্ত (periodic) প্রতিবেদন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) প্রশাসন-২:

- **সাধারণ সেবাসমূহ:** বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চিঠিপত্র, সার্কুলার ও ইস্তেহার গ্রহণ ও বিতরণ; বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি; মাননীয় মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টার ব্যবহারের বিল পরিশোধ; আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অকেজো ঘোষণা, চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ;
- **অন্যান্য সেবাসমূহ:** বিভাগের অফিস কক্ষসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা; লাইব্রেরি ও ডকুমেন্ট কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রদত্ত কল্যাণমূলক কার্যাবলি; অফিস স্থান ও বাসা বরাদ্দ; সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) নিরীক্ষা-১:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার নিরীক্ষা এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি, অনুমিত হিসাব ও অন্যান্য কমিটি বিষয়ক কার্যাবলি; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা; নিরীক্ষা আপত্তির পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের নিরীক্ষা বিষয়ে সিএজি ও মহাপরিচালক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ; বিদ্যমান হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বিচ্যুতি নিরূপণ করে উন্নয়নের সুপারিশ; সিএও কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের হিসাব পেয়ারিং ও কনকারেন্ট অডিট; পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপন সংশ্লিষ্ট বিষয়; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; নিরীক্ষা সংক্রান্ত মনিটরিং; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) নিরীক্ষা-২:

- সিএজি কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম; সিএজি-এর অতিরিক্ত কোম্পানিসমূহ ও সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা; নিরীক্ষা আপত্তি বিষয়ে সিএজি, অডিট অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ; নিরীক্ষা সংক্রান্তে সরকারি হিসাব কমিটি, অনুমতি হিসাব কমিটির কার্যক্রম; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা ও টাস্কফোর্স বিষয়ক কার্যাবলি; সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়াসহ সকল নিরীক্ষা আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- নিরীক্ষা আপত্তির কারণ অনুসন্ধান, নিরীক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও আপত্তি নিরসনে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন; দপ্তর ও সংস্থার হিসাব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুপারিশ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপনের ব্যবস্থাপনাকরণ; পেনশন গমনেচ্ছুদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; বিভাগের নিরীক্ষা শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন; আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং; নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) ডাক-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর ও বিলুপ্তি এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়নের জন্য রাজস্ব খাতে পদ সৃজন;

- **নিয়োগ ও বদলি:** বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলী প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ; ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিএমজি, জেনারেল ম্যানেজার (পিএলআই), প্রিন্সিপাল একাডেমি এবং সমপর্যায়ের পদে নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন; কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সম্মানী ভাতা অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষাছুটি, প্রেষণ, বহি: বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন; পোস্টাল এটাচে লন্ডন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপীল ও রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের বিসিএস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিআরএল এবং পেনশন মঞ্জুরি; ডাক অধিদপ্তরের এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলি; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকরি ও বেতন, ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ, রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; শাখা পরিদর্শন ও অধীনস্থদের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশিক্ষণদান; বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশমূলে কার্য সম্পাদন;

(ছ) ডাক-২:

- **ডাক ব্যবস্থাপনা:** সাধারণ ও স্মারক ডাকটিকেটের অনুমোদন ও মুদ্রণ; বিভিন্ন প্রকার স্ট্যাম্পস্ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদন; ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়ী হিসাব, পেন্ডিং মানি অর্ডার, ডাক জীবন বীমা, ডাক মাশুল নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন; এজেন্সি সার্ভিসের কমিশন এবং নতুন এজেন্সি সার্ভিস; ডাক অধিদপ্তরের সেবার মান উন্নয়ন, বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়ন (পদসৃষ্টি ব্যতীত), নতুন ডাকঘর স্থাপন ; আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার ও জাইরো রেমিট্যান্স; বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিস ; বিশ্ব ডাক সংস্থা (ইউপিইউ), আঞ্চলিক ডাক সংস্থা এবং বৈদেশিক ডাক প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং কনফারেন্স ও বৈঠক; ডাক বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা পরিশোধ; অভ্যন্তরীণ ডাক সার্ভিস সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পদ্ধতি;
- **প্রচার, প্রকাশনা ও অভিযোগ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানাদির প্রচার ও তার বিল অনুমোদন ও পরিশোধ; মানি অর্ডার ও রেজিস্টার্ড পার্সেল সম্পর্কিত অভিযোগ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ ও রিভিশন ইত্যাদি; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ক কার্য সম্পাদন; বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বয়স প্রমার্জন;

- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; লাইসেন্সিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস; বিভাগ এবং তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের অননুমোদিত ক্রয় বা ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের আদায় বা নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের অবলোপন; ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি (মহাপরিচালকের ক্ষমতা বহির্ভূত); যানবাহন অকেজো ঘোষণা, ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ নিলামে বিক্রয়; ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার চালুকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) টেলিকম:

- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল, শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং; টেলিযোগাযোগ সেবার বেসরকারিকরণ; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ; টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি; তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালায় নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- বিটিআরসি'র সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা, বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা; ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি), কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা ও সমন্বয়সহ অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ; টেলিযোগাযোগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সভা ও মতামত প্রদান; টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরি, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঝ) আইসিটি সেল:

- বিভাগের সকল সার্ভার ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ই-মেইল সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ; বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমুহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিস্টেমের উন্নয়ন; মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল ও হালনাগাদকরণ, ম্যালওয়্যার থেকে কম্পিউটারসমূহের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটারসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'সিকিউরিটি পলিসি' প্রস্তুতপূর্বক তা প্রয়োগকরণ; বিভাগের ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ; ওয়েবসাইট, মেইল সার্ভিস এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির নিয়মিত ব্যাকআপ সংরক্ষণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা ও চিঠিপত্রের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা; বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ

প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার চালনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, তথ্য ও সিস্টেমের নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয়সহ আইসিটির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; আইসিটি সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঞ) কোম্পানি-১:

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদ সৃজন, সংরক্ষণ, বিলুপ্তিকরণ এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্বখাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলী প্রণয়ন; ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (ইঞ্জি.) ও তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন এবং পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরি;

- **চাকরির শৃংখলা, বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আপীল:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপিল রিভিউ ও রিভিশন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএলসহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) ক্যাডার বিষয়ক যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তার চাকরি, পদোন্নতি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯ অনুসারে বিলুপ্ত বিটিটিবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপশন, পাওনা পরিশোধ, চাকরি স্থানান্তর ও চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যক্রম; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব বিবরণী;

- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণদান; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএল'র যাবতীয় মামলা যেমন-দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৈদেশিক চাকরি বা লিয়েনের আবেদন মঞ্জুর;

(ট) কোম্পানি-২:

- বিটিসিএল, বিএসসিসিএল, বিসিএসসিএল, টেশিস, বাকেশি এবং টেলিটক কোম্পানির যাবতীয় কার্যাবলি; কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোড; ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, অভিযোগ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ; জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদির বকেয়া ও চলতি বিল বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন; টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; গ্রাহকদের টেলিফোন বিলের অভিযোগ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বিভিন্ন পৌর কর ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিস বকেয়া বিল পরিশোধ ও মনিটরিং; কোম্পানিসমূহের দপ্তর ও সংস্থার ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কমিটিতে উপস্থাপন;

কোম্পানিসমূহের একীভূতকরণ; কোম্পানিসমূহের অনুমোদিত ক্রয় ও ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি; কোম্পানিসমূহের আদায় ও নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের মূল্য অবলোপন; কোম্পানিসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণা, যানবাহন ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; কোম্পানিসমূহের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ অকেজো ঘোষণা ও নিলামে বিক্রয়; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঠ) পরিকল্পনা-১:

- ডাক অধিদপ্তরের জন্য সেক্টর পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী; ডাক অধিদপ্তরের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; ডাক অধিদপ্তরের জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং চুক্তি; প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ (একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহিত ডাক বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ;

- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনুসরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ডাক অধিদপ্তরের যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তি; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ড) পরিকল্পনা-২:

- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য; জেলাওয়ারী ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তকরণ; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঢ) পরিকল্পনা-৩:

- বিটিসিএল'র সেক্টর পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী; বিটিসিএল'র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; বিটিসিএল'র জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং চুক্তিসমূহ; বিটিসিএল'র চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয়

অর্থনৈতিক কাউন্সিল(এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ(একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহিত বিটিসিএল এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন অনুসরণ এবং এ সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিটিসিএল'র যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ণ) পরিকল্পনা-৪:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, বিসিএসসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লি:, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লি:, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লি: এবং সংস্থা ও বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তিসমূহ; প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ; প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন; দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ; প্রকল্পের বিবিধ বিষয়াবলি নিষ্পত্তিকরণ;

(ত) হিসাব সেল:

- আয়ন ও ব্যয়ন কার্যাবলি; চেকের মাধ্যমে বেতন ভাতা, অন্যান্য অর্থ প্রদান, ব্যাংকের একাউন্ট পরিচালনা ও সিএও অফিসের সাথে হিসাবের সঙ্গতিসাধন; হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রণয়ন; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বাজেট প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি; বেতন নির্ধারণ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টারসমূহ হালনাগাদকরণ; নন-ট্যাক্স রেভিনিউ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব কার্য সম্পাদন;

(থ) আইন সেল

- বিভাগ ও অধীন দপ্তর ও সংস্থার মামলা বিষয়ক কার্যাবলি সমন্বয়;

১.৯ টেলিযোগাযোগ খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র:

বিষয়	২০০৮	জুন ২০১৯	জুন ২০২০
টেলিডেনসিটি	৩৪.৫০%	৯৯.৫৬%	৯৮.২৪%
সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা (2G/ 3G/4G)	৪.৬০ কোটি	১৬.১৮ কোটি	১৬.১৩ কোটি
ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা	০.৪০ কোটি	৯.৬২ কোটি	১০.৩৫ কোটি
ইন্টারনেট ঘনত্ব	২.৫০%	৫৮.৯১%	৬২.৭১%
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ প্রতি Mbps (সর্বনিম্ন)	২৭,০০০ টাকা	৩০০ টাকা	২৮৫ টাকা
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার	৭.৫ Gbps	১,০৫০ Gbps	১,২৯৫ Gbps
3G সংযোগ সংখ্যা	--	৬.১৭ কোটি	৫.০৭ কোটি
4G সংযোগ সংখ্যা	--	১.৯১ কোটি	৩.৫৩ কোটি

(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাসভিত্তিক সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা:

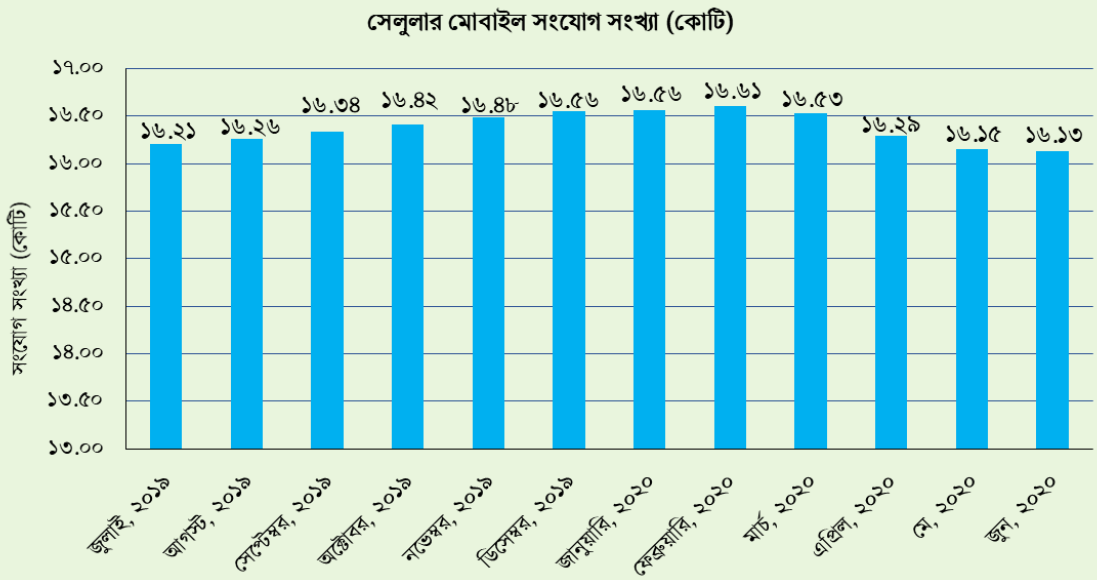

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগের হার:

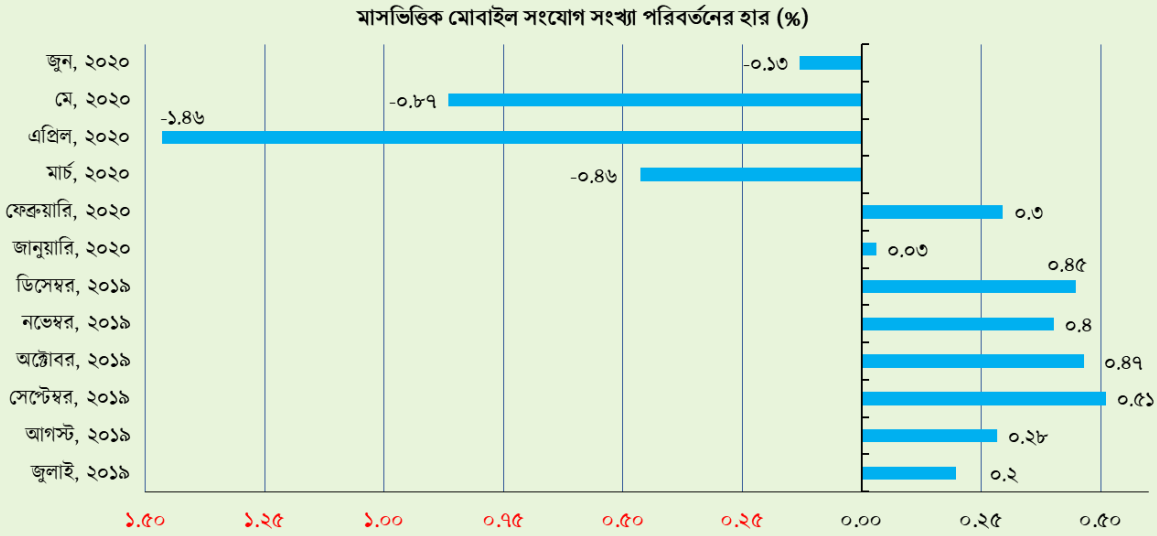

(গ) সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগের অপারেটরভিত্তিক বিন্যাস (জুন ২০২০):

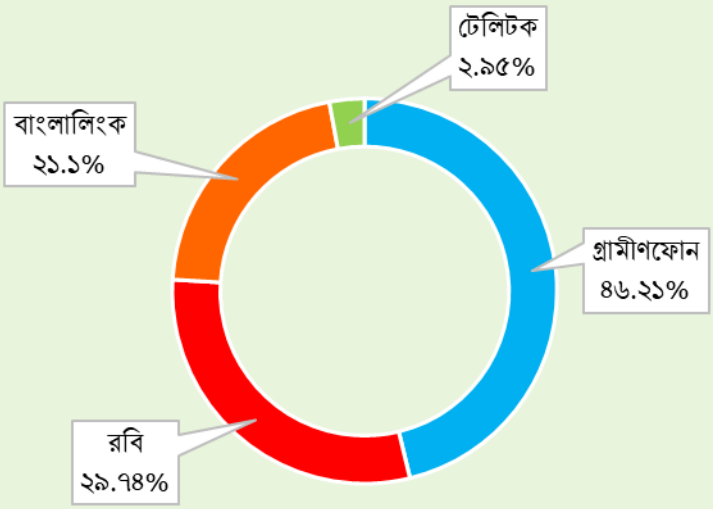

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(ঘ) ইন্টারনেট সংযোগের বিন্যাস (জুন ২০২০):

সংযোগের প্রকৃতি	সংযোগ সংখ্যা	মার্কেট শেয়ার
সেলুলার মোবাইল (2G/ 3G/4G)	৯.৪৯ কোটি	৯১.৭২%
ISP ও PSTN	৮৫.৭১ লক্ষ	৮.২৮%
Wimax (BWA)	০	০%
মোট	১০.৩৫ কোটি (প্রায়)	

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাসভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা:

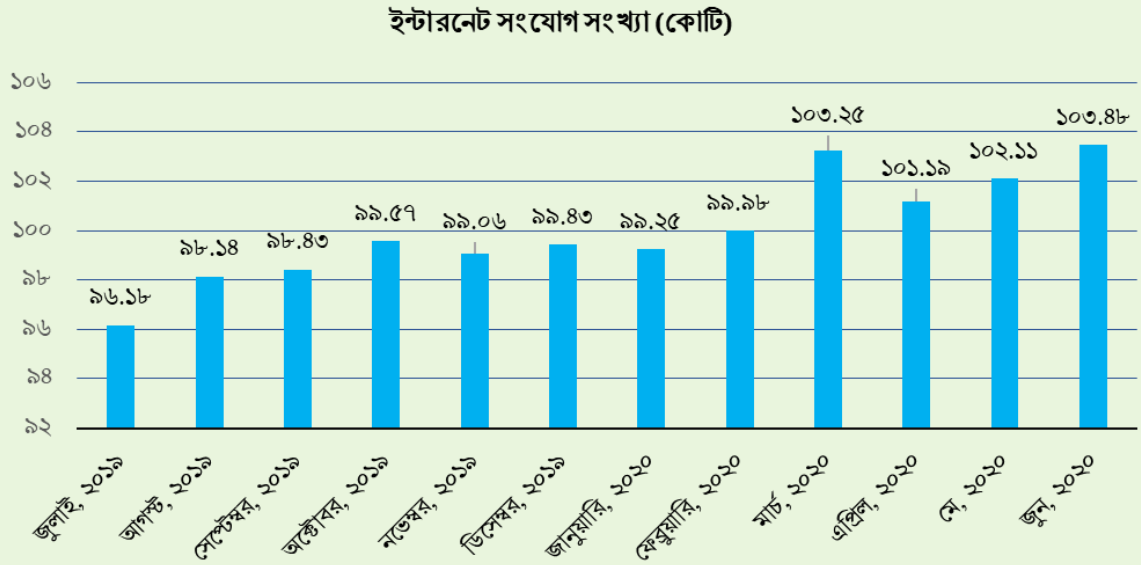

(চ) ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা পরিবর্তনের হার:

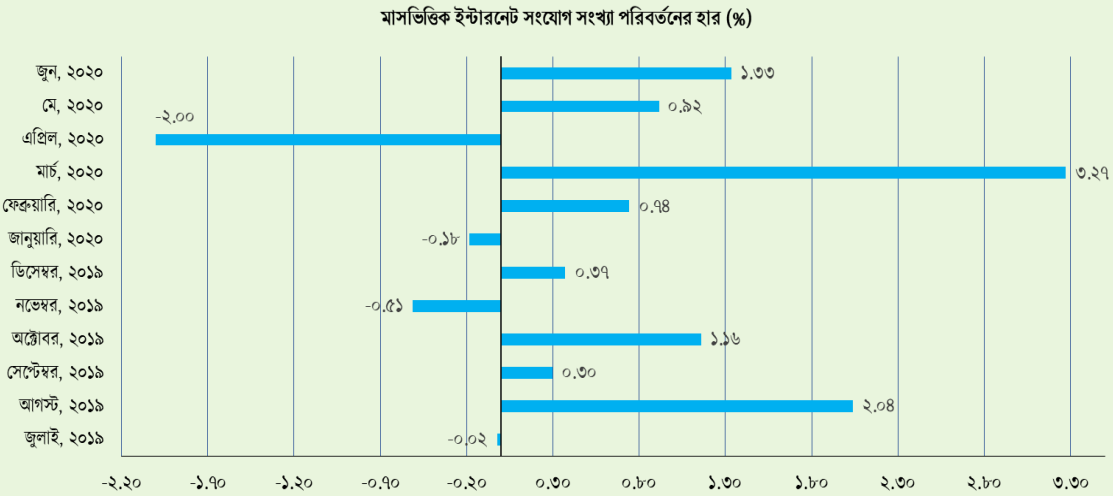

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

দ্বিতীয় অধ্যায়

দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ পরিদর্শন করেন

কভিড-১৯ অতিমারীর কারণে লকডাউন চলাকালীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনলাইন সভা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

টেলিযোগাযোগ পরিচালনকারীদের প্রতিনিধিগণের সাথে বিটিআরসি'র সম্মেলনে কক্ষে চলমান সভা

আগারগাঁও-এ বিটিআরসি'র নির্মীয়মান ভবনের মডেল

২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি):

- বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর অধীনে ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১.১ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

(ক) দেশে 5G সেবা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তরঙ্গের সংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় '২০২১-২৩ সালের মধ্যে 5G চালু করা হবে' মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশের ধারাবাহিকতায় সরকার শীঘ্রই 5G সেবা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ডের সর্বশেষ সংস্করণ 5G প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে 4G প্রযুক্তি অপেক্ষা নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটি বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রযুক্তিতে গ্রাহক প্রতি ডাটা রেট, Spectral efficiency, Mobility এবং Network dimension এর ন্যায় Network Dimension সমূহ অনেক গুণে উন্নত হবে। বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল গ্রাহক হিসেবে শুধু মাত্র মানুষকে বিবেচনা করা হলেও 5G প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান সার্ভিস Internet of Things (IoT), যেখানে Machine to Machine কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস সমূহকেও গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

- সরকারের 5G সেবা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৮ গিগাহার্জ ব্যান্ডে 5G সার্ভিসের উপর ভেন্ডর কর্তৃক একটি প্রদর্শনী করা হয়েছে। বর্তমানে ২.৬ গিগাহার্জ, ৩.৫ গিগাহার্জ ইত্যাদি ব্যান্ডসমূহ 5G সার্ভিসের জন্য জনপ্রিয় ব্যান্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। 5G সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে ২.৬ গিগাহার্জ, ৩.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ডের সাথে অন্যান্য ব্যান্ডের বিষয়ে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত World Radio Conference 2019 (WRC-19)-এ সিদ্ধান্তের আলোকে International Telecommunication Union (ITU) কর্তৃক ২৫০০-২৬৯০ মেগাহার্জ, ৩৩০০-৪২০০ মেগাহার্জ, ২৬-২৮ গিগাহার্জ, ৩২ গিগাহার্জ, ৩৮ গিগাহার্জ, ৪০ গিগাহার্জ এবং ৪৩ গিগাহার্জ ব্যান্ড সমূহে 5G প্রযুক্তির জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে;

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন - দক্ষিণ কোরিয়া, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে 5G প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি দেশেই অপারেটরকে ৩৩০০-৪২০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে প্রায় ১০০ মেগাহার্জ এবং মিলিমিটার ওয়েভের জন্য ২৬-২৮ গিগাহার্জ বা তদূর্ধ্ব ব্যান্ডে ৮০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু দেশ ২.৫ গিগাহার্জ (২৫০০-২৬৯০ মেগাহার্জ) ব্যান্ডে 5G এর জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা করছে। 5G প্রযুক্তির জন্য শুধুমাত্র তরঙ্গের প্রাপ্যতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 5G-এর জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে 5G প্রবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে সরকারের নিকট যথাযথ প্রস্তাবনা উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত 'জাতীয় 5G কমিটি' তরঙ্গ নির্ধারণসহ মূল্য নির্ধারণ এবং যথাযথ নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার ও গাইডলাইন প্রণয়নে কাজ করছে;

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশে 5G প্রযুক্তির প্রচলন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার

(খ) 3G ও 4G প্রযুক্তির প্রসার:

- দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিটকসহ দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরকে 4G লাইসেন্স প্রদান করে। লাইসেন্স পাওয়ার পরপরই গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংক দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় 4G সেবা চালু করে। বিটিআরসি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নিলামের মাধ্যমে 4G তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়। সরকার তরঙ্গ নিরপেক্ষতা সুবিধা প্রদান করায় মোবাইল অপারেটরগণ 4G নেটওয়ার্ক বিস্তারে উক্ত সুবিধা ব্যবহার করছে। 4G লাইসেন্সের Rollout Obligation সংক্রান্ত শর্তপূরণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুত গতিতে সারা দেশে 4G নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও অধিকাংশ উপজেলায় 4G সেবা চালু রয়েছে। এলক্ষ্যে অপারেটরসমূহ জুন'২০২০ পর্যন্ত মোট ৩০,৯০৭টি 4G e-NodeB স্থাপন করেছে। দেশে 4G গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২০ শেষে 4G গ্রাহক সংখ্যা ৩৫.২৯৩ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে;

- ইতঃপূর্বে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটরকে 3G লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড অক্টোবর, ২০১২ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। 3G লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের নেটওয়ার্ক সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও অধিকাংশ উপজেলা শহরে বিস্তৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০২০ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ৫০.৭০২ মিলিয়ন 3G গ্রাহক রয়েছে;

দেশে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত 2G, 3G ও 4G মোবাইল সংযোগের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

মাস	2G সংযোগ (মিলিয়ন)	3G সংযোগ (মিলিয়ন)	4G সংযোগ (মিলিয়ন)
জুলাই, ২০১৯	৮৪.৬৫	৫৭.৫৫	১৯.৯২
আগস্ট, ২০১৯	৭৯.৫৭	৬০.৯৭	২২.০৪
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৮৪.২১	৫৬.৩৭	২২.৮৩
অক্টোবর, ২০১৯	৭৯.৪১	৫৯.৮১	২৪.৯৬
নভেম্বর, ২০১৯	৮৪.২৭	৫৪.৫	২৬.০৭
ডিসেম্বর, ২০১৯	৭৯.৫১	৫৮.০৯	২৭.৯৮
জানুয়ারি, ২০২০	৭৯.১২	৫৬.৮	২৯.৭
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৭৮.৬	৫৬.০৬	৩১.৪৫
মার্চ, ২০২০	৭৭.৮২	৫৪.৫৭	৩২.৯৫
এপ্রিল, ২০২০	৭৬.৫৫	৫৩.১৬	৩৩.২২
মে, ২০২০	৭৫.৬২	৫১.৯৭	৩৩.৯২
জুন, ২০২০	৭৫.৩	৫০.৭	৩৫.২৯

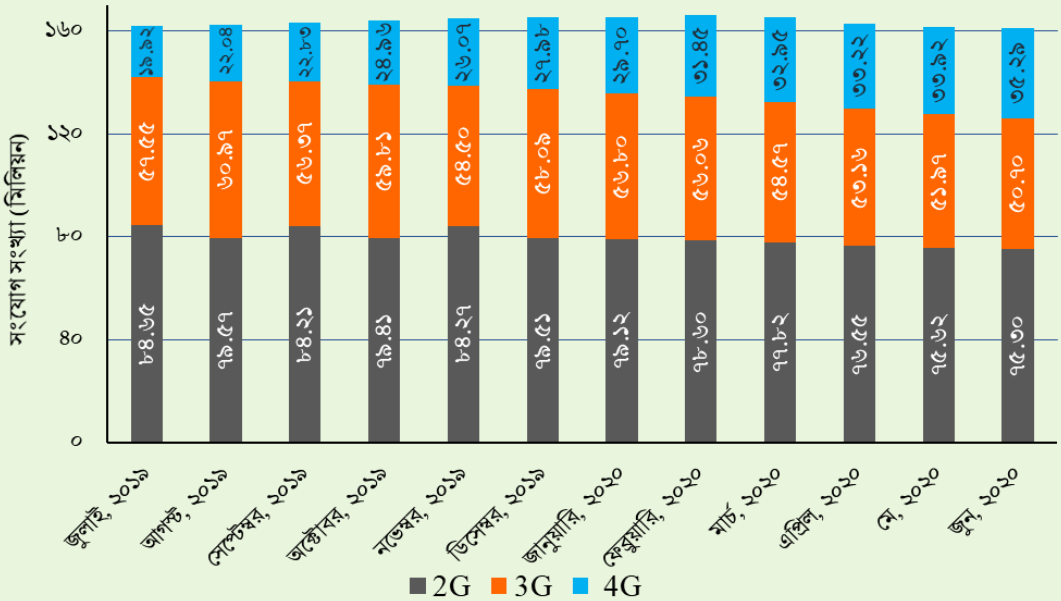

জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত 2G, 3G ও 4G সংযোগের মাস-ভিত্তিক পরিসংখ্যান।

- 4G নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকরা ফুল এইচডি ভিডিও স্ট্রিমিং, নিখুঁত ভিডিও কলিং, সুপার ফাস্ট ডাউনলোডিং, মিউজিক স্ট্রিমিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। 3G এর পাশাপাশি 4G কানেকটিভিটি সারা দেশে দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তির বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি কৃষি এবং স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি হচ্ছে। মোবাইল অপারেটরসমূহকে প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং সুবিধা প্রদানসহ সরকারের বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রুততম সময়ে 4G নেটওয়ার্ক সারাদেশে বিস্তৃত হবে;

(গ) ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান:

- ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ITU Recommendation-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১৭ সালে বিটিআরসি নতুন নাম্বারিং প্ল্যান প্রকাশ করে। উক্ত নাম্বারিং প্ল্যান এ ডায়ালিং প্রণালীর ক্ষেত্রে ITU-T এর Recommendation E.164 অনুসরণ করা হয়েছে। কোন বিশেষ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ১১ ডিজিটের টেলিফোন নাম্বারের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে কম ডিজিট সম্পন্ন নাম্বারকে শর্ট কোড বলা হয়। শর্ট কোডসমূহ মোবাইল ফোন বা ল্যান্ড ফোন হতে ডায়াল আপ, এসএমএস বা এমএমএস সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিসে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার জন্যই প্রধানত শর্ট কোডগুলো চালু আছে। নাম্বারিং প্ল্যান অনুযায়ী কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট সার্ভিস অথবা ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস যেমন জরুরী সার্ভিস, অনুসন্ধান কিংবা অপারেটর সহায়ক সার্ভিস ইত্যাদি সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে লেভেল '১' ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও ইন্ট্রা-অপারেটর নেটওয়ার্কের কাজে কিছু কোড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে;

- **বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত উল্লেখযোগ্য শর্ট কোডসমূহ নিম্নরূপ:**

Organization Name	Short Code	Service Name
BTRC	১০০	Complain Service
Digital Security Agency	১০৪	Information Service
Bangladesh Election Commission	১০৫	Information Service
Anti-Corruption Commission	১০৬	Complain and Info service
Ministry of Women & Children Affairs	১০৯	Help Line Service
Access to Information (a2i) Programme	৩৩৩	Government Service Information
Bangladesh Police	৯৯৯	National Help Desk Service
Disaster Management Bureau (DMB)	১০৯০	Information Service
Ministry of Social Welfare	১০৯৮	Child help line
Asghar Ali Hospital	১০৬০২	Emergency Medical Service
Enam Medical Collage	১০৬০৩	Emergency Medical Service
LAB AID Ltd.	১০৬০৬	Emergency Medical Service
Al Haramain Hospital Pvt Ltd	১০৬০৭	Emergency Medical Service
Ad-din Hospitall	১০৬১০	Emergency Medical Service
Ibrahim memorial Diabetes Center	১০৬১৪	Emergency Medical Service
The IBN SINA Trust	১০৬১৫	Emergency Medical Service
Square Hospital Ltd.	১০৬১৬	Emergency Medical Service
Bangladesh Eye Hospital and Institute	১০৬২০	Emergency Medical Service
BRB Hospitals Limited	১০৬৪৭	Customer Care Medical Service
Praava Health Bangladesh Limited	১০৬৪৮	Information Service
DFMR Molecular Lab	১০৬৪৯	Customer Care Medical Service
Anwer Khan Modern Hospital	১০৬৫২	Information Service
Green Life Hospital	১০৬৫৩	Information Service
Institute of Epidemiology Disease Control & Research (IEDCR)	১০৬৫৫	Information Service
United Hospital	১০৬৬৬	Emergency Medical Service
Ever Care Hospital	১০৬৭৮	Emergency Medical Service
AMZ Hospital Ltd	১০৬৯৯	Information Service
Pathao BD Ltd	১৩৩০১	Customer Care Service
UBER Bangladesh Ltd	১৩৩০২	Customer Care Service
Bangladesh Road Transport Authority	১৬১০৭	Help line service
Bangladesh Human Rights Commission	১৬১০৮	Help line service
Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC)	১৬১১৬	Customer Care Service
West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDC)	১৬১১৭	Help line service

Organization Name	Short Code	Service Name
Bangladesh Standards & Testing Institute (BSTI)	১৬১১৯	Help line service
Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO)	১৬১২০	Customer Care Service
Directorate of National Consumers' Right Protection	১৬১২১	Information Services
Dhaka Water Supply & Sewerage Authority (DWASA)	১৬১৬২	Help Line Service
BRAC Bank Ltd.	১৬২২১	Customer Care Service
Teletalk Bangladesh Ltd.	১৬২২২	e-governance/e-registration/e-health
Mercantile Bank Limited	১৬২২৫	Customer Care Service
Life Chord Limited	১৬২২৭	Health Information Service
Directorate General of Health Services (DGHS)	১৬২৬৩	e-Health Information Service
Walton Hi-Tech Industries Ltd.	১৬২৬৭	Customer Care Service
Bangladesh Commerce Bank Ltd.	১৬২৭০	Banking Service, call center service
Microcredit Regulatory Authority	১৬৩৯৪	Customer Care Service
Legal AID	১৬৪৩০	Legal Services
National Board of Revenue	১৬৫৫৫	Customer Care Service
Chittagong Port Authority	১৬৫৬৩	Help Line Service
United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)	১৬৬৭০	PoCs to UNHCR
Directorate General of Family Planning (DGFP)	১৬৭৬৭	Help Line Service

বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান অনুযায়ী Toll Free সার্ভিসের জন্য আলাদা Prefix নির্ধারণ করা হয়েছে এবং Toll Free সার্ভিসের জন্য Prefix, Signalling Control Point এবং Intelligent Network কোড এর সমন্বয়ে Number Structure তৈরি হয়। Inter-Network Service এ Short Code ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিটিআরসি হতে ইতোমধ্যে পৃথক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে;

(ঘ) রেডিয়েশন সংক্রান্ত গাইডলাইন এবং EMF Radiation পরিবীক্ষণ:

- মানবদেহে ও পরিবেশের উপর মোবাইল টাওয়ার হতে নি:সৃত Electro Magnetic Field Radiation (EMF-Radiation) এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে জনমনে সংশয় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। EMF-Radiation এর প্রভাব বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিটিআরসির অন্যতম অগ্রাধিকার বিষয়। ইত:পূর্বে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ হতে মানবদেহ এবং পরিবেশের উপর BTS/NodeB/eNodeB হতে নি:সৃত EMF এর ক্ষতিকর Exposure বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তারের ক্ষেত্রে রেডিয়েশন ঝুঁকি কমাতে বিটিআরসি কর্তৃক "Limiting Exposure to Radiation of Electromagnetic Fields (9kHz to 300GHz)" সংক্রান্ত একটি গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া বিকিরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) এবং World Health Organization (WHO) কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করার জন্য বিটিআরসি সকল মোবাইল অপারেটরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

বিটিআরসি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

- সম্প্রতি বিটিআরসি কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও রংপুর বিভাগে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ার হতে নি:সৃত EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ করা হয়। ICNIRP এর মানদণ্ডের সাথে পরীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উক্ত স্থান সমূহে EMF Radiation এর মান গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে অনেক কম রয়েছে। ফলে WHO এবং ICNIRP এর মানদণ্ড অনুযায়ী তা জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়;

(ঙ) Interactive GIS Map:

- ১৯৯৭ সাল হতেই দেশব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্কের সহায়তায় ট্রান্সমিশন অবকাঠামো বিস্তৃত হয়ে আসছে। ২০০৮-এর পূর্বে ট্রান্সমিশনের জন্য পৃথক কোন লাইসেন্স না থাকায় অপারেটরসমূহ দেশব্যাপী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করেছে। বিভিন্ন অপারেটরের দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের কোন সমন্বিত চিত্র নীতি-নির্ধারকদের নিকট না থাকায় সঠিক Resource Utilization-এ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। Domestic Network Co-ordination এর সভায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের Network Planning এর ক্ষেত্রে এসকল Optical Network এর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। যার প্রেক্ষিতে বিটিআরসিকে নেটওয়ার্কসমূহের একটি Interactive GIS Map প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)-এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত উক্ত Interactive GIS Map-এ সকল অপারেটরের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তথ্য একটি মানচিত্রে বিভিন্ন লেয়ারে সংযুক্ত করা হয়েছে;

এ মানচিত্রের সহায়তায় বর্তমানে সারাদেশের অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটিসহ বিস্তারিত কারিগরি তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি কানেক্টিভিটি সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে Interactive GIS Map-টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;

- Interactive GIS Map টি আরও তথ্যবহুল এবং হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বিটিআরসি এবং Institute of Water Modelling (IWM)-এর মধ্যে একটি চুক্তি (তৃতীয় ধাপ) সম্পাদন হয়েছে, যার অধীনে কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশের সকল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং 2G, 3G ও 4G নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে, যা সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে;

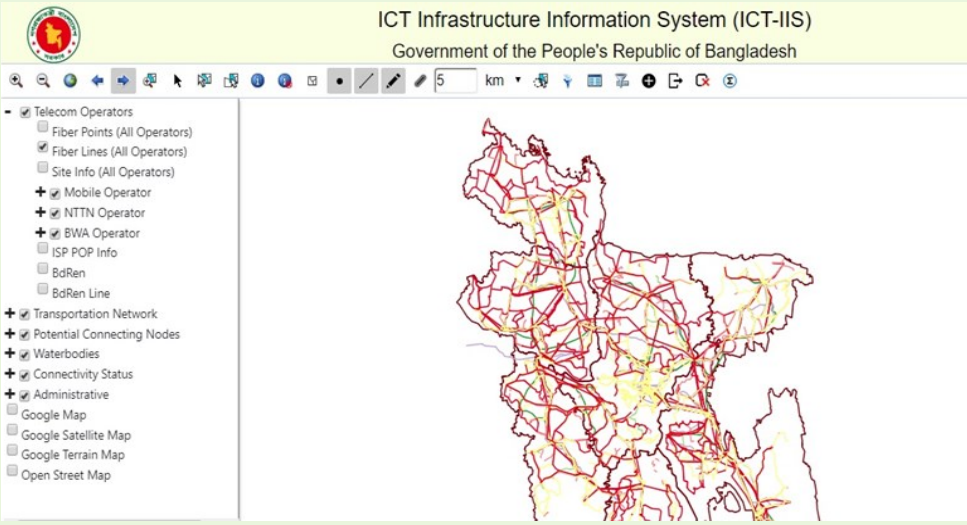

উন্নয়নকৃত GIS Map এর ওয়েবসাইট;

(চ) অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও আন্তঃসংযোগ:

- ১৯৮৯ সালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম CDMA Technology ভিত্তিক মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে আরও ৫টি অপারেটর GSM Band এ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। দেশব্যাপী নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত অপারেটরসমূহ নিজস্ব উদ্যোগেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন শুরু করে এবং উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Guideline প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত: এই লাইসেন্সটি এক্সেস লেয়ারকে ট্রান্সমিশন লেয়ার হতে পৃথক করত: দেশব্যাপী একটি কমন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। কমিশন হতে বিভিন্ন সময়ে মোট ০৬ (ছয়) টি NTTN লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে;

NTTN প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের নাম (লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ)	নেটওয়ার্ক কভারেজ (কি.মি.)	উপজেলা কভারেজ (কি.মি.)	ইউনিয়ন কভারেজ (কি.মি.)
ফাইবার@হোম লি: (০৭-০১-২০০৯)	৪৮,৫০০	৪৯১	৩,৭৫৮
সামিট কমিউনিকেশনস্ লি: (০৯-১২-২০০৯)	৪৭,১০৮	৪৯২	২,৮৯৪
বিটিসিএল (২৮-১০-২০১৪)	২৯,০০০	৪৭২	১২১৬
বাংলাদেশ রেলওয়ে (২০-১১-২০১৪)	২,৬২৪	-	-
পিজিসিবি (২৮-১০-২০১৪)	৭,০০০	২০০	-
বাহন লিমিটেড (০৫-১২-২০১৯)	-	-	-

- ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএনসিসি) এর ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এলক্ষ্যে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক হতে ১ কোর জোন ভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার@হোম লিমিটেড এবং সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেডকে NSP (Network Service Provider) পারমিটের আওতায় ১৫ বছরের জন্য লিজ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত PGCB জোনের মাধ্যমে NSP অপারেটরদের ৩ বছরের মধ্যে ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলার ৪,৫০০ টি ইউনিয়নে পিজিসিবি নেটওয়ার্কের কভারেজ অনুসারে নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

NSP নেটওয়ার্কের বর্তমান চিত্র নিম্নরূপ:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা কভারেজ	ফাইবার@হোম লি: উপজেলা কভারেড	সামিট কমিউনিকেশনস্ লি: উপজেলা কভারেজ
ঢাকা	১৭	১২২	৪	৩৭
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	২৩
চট্টগ্রাম	১১	১০১	১৬	২
খুলনা	১০	৫৯	৩	১৯
বরিশাল	৬	৪০	৩	০
সিলেট	৪	৩৮	০	১০
রংপুর	৮	৫৮	৯	০
সর্বমোট	৬৪	৪৮৫	৪২	৯১

- বর্তমানে মোবাইল অপারেটরগণ নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের পাশাপাশি NTTN অপারেটর হতে অপটিক্যাল ফাইবার লিজ নিয়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

মোবাইল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তালিকা এবং NTTN হতে লিজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠান	নিজস্ব ফাইবার (কিলোমিটার)	লিজকৃত ফাইবার (কিলোমিটার)
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি: (সিটিসেল)	১,১২৭	০
গ্রামীণফোন লিমিটেড	২,৭৪৬	৩,৩৬২
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লি:	৩,৩৩৭	৯৩৪
রবি আজিয়াটা লিমিটেড	১,৯৫৬	১২,৫৫৭
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০	২,৪২০

(ছ) কোয়ালিটি অব সার্ভিস:

- কোয়ালিটি অব সার্ভিস বলতে একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন কিংবা কোন একটি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতাকে বুঝায়। ITU-T Recommendation E.800 অনুসারে কোন একটি সেবার ক্ষেত্রে তার গুণগত মানের সম্মিলিত প্রভাব যা গ্রাহক সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকেই কোয়ালিটি অব সার্ভিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরদের জন্য Quality of Service (QoS) সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। বিটিআরসি কর্তৃক সর্বশেষ মোবাইল অপারেটর, ISP, PSTN সহ অন্যান্য ANS অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান বিষয়ক সমন্বিত রেগুলেশন (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018 জারি করা হয়েছে। জারিকৃত এই QoS Regulations এ কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজসহ মোবাইল নেটওয়ার্কের অন্যান্য KPI (Key Performance Indicator) এর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা আছে;

উক্ত নির্দেশনার আলোকে মোবাইল অপারেটররা Data Throughput, কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে বিটিআরসি'তে প্রদান করে থাকে। অপারেটর কর্তৃক QoS সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র কারিগরি দল অপারেটরদের স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

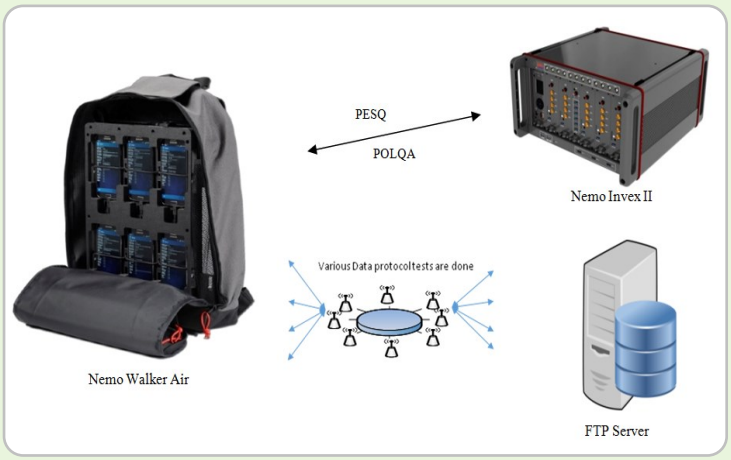

বিটিআরসি'র QoS পরিমাপের যন্ত্রপাতি

- কমিশনের নিজস্ব QoS পরিমাপের যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বক অপারেটরদের সাহায্য ছাড়াই পরিবীক্ষণ দলের সদস্যগণ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অপারেটরদের নেটওয়ার্কে কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ সহ বিভিন্ন KPI পরিমাপ করছে। জনপ্রিয় বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস যেমন: Facebook ও YouTube ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কোয়ালিটিও উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে। সেবার মানের ক্ষেত্রে ত্রুটি চিহ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের তা দূরীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিটিআরসি অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্ণিত যন্ত্রাংশ দিয়ে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলে যে সব ক্ষেত্রে সেবার মানের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে সেবার মানোন্নয়নের জন্য মোবাইল অপারেটরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক আধুনিক ও যুগোপযোগী QoS পরিমাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(জ) টেলিকম মনিটরিং সেন্টার:

- টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে অপারেটরদের টেকনিক্যাল অডিট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়, যেখানে অপারেটরদের পরিবীক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার পরিদর্শন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অপারেটর ঘোষিত ও দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রে অপারেটরদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সিডিআর সংরক্ষণে কারিগরি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত ডাটা সংরক্ষণ করা বেশ দুরূহ। ইন্টারনেটভিত্তিক এবং মূল্য সংযোজিত সেবার ব্যবহার ইত্যাদি যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অপারেটর প্রদত্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরতা তৈরি হয় অর্থাৎ মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে বিটিআরসির রাজস্ব আহরণের বিষয়টি অনেকাংশে অপারেটরদের প্রতিবেদন নির্ভর এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রকৃত রাজস্বের অবস্থা যাচাই-বাছাই করার সুযোগ খুবই সীমিত। বিটিআরসি কর্তৃক নিয়োজিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্পাদিত ইতঃপূর্বের অডিট কার্যক্রমে তা প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া, বহি:প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করায় তথ্য আহরণ ও তথ্য নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়;

- অপারেটরদের সেবার মান এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য বিটিআরসির সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অফলাইন রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অনেক সময় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্রুত এবং দক্ষ প্রতিবেদন পেশ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি বিলম্বিত হয়। বর্তমানে লাইসেন্সধারীদের গ্রাহক, নেটওয়ার্ক, স্পেকট্রাম এবং আইনি বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। ফলশ্রুতিতে কমিশনকেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে লাইসেন্সধারীদের তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্টিং, মনিটরিং এবং তথ্য ও আর্থিক অডিট ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তর প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় বিটিআরসি কর্তৃক একটি Telecom monitoring System (TMS) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করবে। একইভাবে লাইসেন্সধারীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাস্তব সময়ে (real time) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হতে ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিকের ব্যবহার ও মান সম্পর্কিত তথ্য এবং সর্বোপরি সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে বিটিআরসির নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও দ্রুত করা যাবে। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে প্রতি বছর সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে;

- **প্রস্তাবিত TMS ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে:**

  (ক) দেশের সকল এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিক যাচাই করা সম্ভব হবে এবং জনসাধারণের সেবা ব্যবহারের হার পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃত করা সহজতর হবে; সরকারের অর্জিতব্য রেভেনিউ শেয়ারিং সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে;

  (খ) অপারেটরদের নেটওয়ার্কের লাইভ মনিটরিং সম্ভব হবে। নেটওয়ার্কের সেবার মান আরও সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং গ্রাহক সেবার প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। শহর এলাকার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল, দ্বীপ, হাওর-বাওর, উপকূলীয় অঞ্চল ও দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান এবং উক্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির প্রকৃত অবস্থা আরও সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে;

  (গ) অপারেটররা বাস্তবে যে সব ট্যারিফ বাস্তবায়ন করছে সেই ট্যারিফ প্যাকেজ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা বা গ্রাহকেরা অন্যায্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হবে এবং এ বিষয়ক অভিযোগসমূহের কার্যকর নিষ্পত্তি সম্ভব হবে;

  (ঘ) টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সকল সূচক এবং প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত হবে, ফলে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর হবে; দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ থেকে প্রতিদিন কত সংখ্যক কল, এসএমএস আদান প্রদান হচ্ছে তা গণনা করার মাধ্যমে সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্ব এর পরিমাণ নিরূপণ করা যাবে;

  (ঙ) সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটরদের ব্যবহৃত তরঙ্গ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি'র প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের মাধ্যমে অপারেটরদের এক্সেস ও মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ চার্জের পরিমাণ হিসাব করা সহজতর হবে। সিস্টেমের সাহায্যে প্রাপ্ত তরঙ্গ চার্জ এবং অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত চার্জের তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণের সুযোগ থাকবে বিধায় অপারেটরদের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ বন্ধ হবে; প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(চ) সর্বোপরি টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহর, নগরের বাসিন্দাদের মত প্রত্যন্ত গ্রাম ও প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় টেলিযোগাযোগের সুফলসমূহ কতটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেয়া সম্ভব তা নিরূপণ সহজতর হবে। এই সিস্টেমের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সরকারের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নানাবিধ অবকাঠামোগত ব্যবস্থা ও সেবার সঠিক মান উন্নয়নে সিস্টেমটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, দুই পর্যায় বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সিস্টেম স্থাপন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(ঝ) সাবমেরিন ক্যাবল ও ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম:

- আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল অপারেটর বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি আরও ৬ (ছয়টি) টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল অপারেটর অপারেশনে আসায় বর্তমানে ব্যান্ডউইড্থ মূল্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রভাব পড়ছে। একইভাবে বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় আইটিসি অপারেটরসমূহ ও বিএসসিসিএল এর সেবার মান উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে বিএসসিসিএল ও আইটিসি অপারেটরসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকেশনে PoP স্থাপনের মাধ্যমে ডাটা ও ভয়েস ট্রাফিক পৌঁছে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যাকআপ এবং নতুন গন্তব্যে সরাসরি সংযোগের জন্য বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে যোগদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশে SEA-ME-WE-5 এর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে এবং তার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কমিশন তাদের এ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। জুন ২০২০ মাসে দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১,২৯৫ Gbps যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ২৩% বেশী;

- **ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহারের অপারেটর ও মাস ভিত্তিক চিত্র নিম্নরূপ:**

মাস	অপারেটরসমূহের ক্যাপাসিটির ব্যবহার (Mbps)						
	BSCCL	Fiber@ Home	Summit	Novocom	BD Link	Mango	1 Asia
জুলাই, ২০১৯	৬৮৪,৭৭০	১৩০,৬৪৬	৪৫,৬৪৯	৭,৭৩৬	১,৩৯২	২,৫৮৫	২,০১০
আগস্ট, ২০১৯	৭০৫,৬৪৪	১৩০,৬৪৬	৪৫,৬৪৯	৭,২৩১	১,৩৯২	২,৫৮৫	২,০১০
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৭২৮,৬৪৪	১৩০,৪৯১	৪৮,৭০১	৭,২৩১	১,৩৯২	২,৫৮৫	২,০১০
অক্টোবর, ২০১৯	৭৬০,১৫০	১৩৫,২৩৬	৪৫,৭০৬	৬,৭৬৬	১,৩৯২	২,৫৮৫	১,৮০৫
নভেম্বর, ২০১৯	৭২৮,৬৪৪	১৩৫,২৩৬	৪৫,৮০৬	৬,৮১৬	১,৪১২	২,৫৮৫	২,১০৫
ডিসেম্বর, ২০১৯	৮৮৯,৮৫৫	১৩৫,২৩৬	৪৩,৮০৬	৬,৮৬১	১,৪৩১	২,৫৮৫	২,৩০৫
জানুয়ারি, ২০২০	৯৫৯,৮৫৫	১৩৫,২৩৬	৪৪,৭৮৬	৪,৮৬১	১,৪৯১	২,৫৮৫	২,৩০৫
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৯৮৯,৭০০	১৪৪,৬২১	৩৪,৬১৮	৪,৮৬১	১,৩৫৮	২,৫৮৫	২,৪১০
মার্চ, ২০২০	১০৩২,৭৩২	১৫৮,৮৬১	৪০,৮৪৩	৫,০০১	১,৩৬৩	২,৫৮৫	২,৪১০
এপ্রিল, ২০২০	১০৫০,৭৩২	১৫৮,৯৬১	৪০,৮৬৩	৪,৯৯৯	১,৩৬৩	২,৫৮৫	২,৩৭৫
মে, ২০২০	১০৫৬,৩১৯	১৬৮,৮৮১	২০,৯৩২	৫,১৫৪	১,৩৬৩	২,৫৮৫	২,৩৭৫
জুন, ২০২০	১০৮৯,৩১৯	১৭৮,৮৫১	১৫,৭৯৪	৫,১৬৫	১,৪৩৩	২,৫৮৫	২,৫৩০

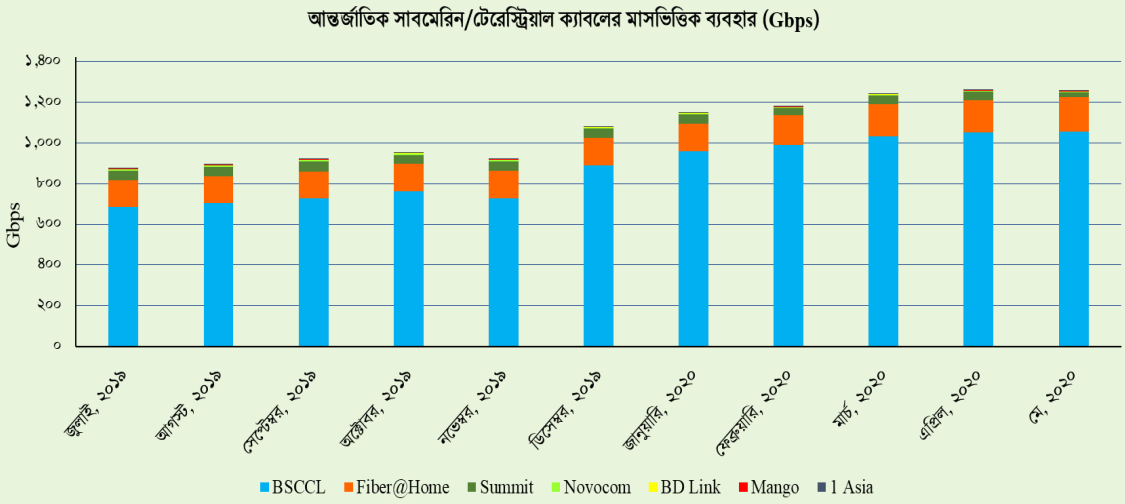

আন্তর্জাতিক সাবমেরিন/টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার

(ঞ) কল সেন্টার:

- কল সেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কল সেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে এই শিল্পটি ক্রমশ: বিকাশ লাভ করছে। দেশের বাজার অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বাজারেও এই সেক্টরের বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কল সেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। কল-সেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কল-সেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে বিটিআরসি এবং Bangladesh Association of Call Centre & Outsourcing (BACCO) একত্রে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৪ সালে World BPO ITO Forum এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কল-সেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরে। মাত্র ৭০০ জন কর্মী নিয়ে এই সেক্টরটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ খাতে কর্মী সংখ্যা ৫০ হাজারেও অধিক। ২০০৮ সালে এ খাত থেকে আয় ছিল ৪০ লাখ ডলার। ২০২১ সালে এ খাত থেকে ১০০ কোটি ডলার আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কল সেন্টার শিল্পের বিকাশে লাইসেন্সের পরিবর্তে রেজিস্ট্রেশন চালুকরণ এবং ৩ থেকে ৫ বছরের Revenue Sharing Holidays সুবিধা প্রদানসহ কল সেন্টার সমূহের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬০% মূল্য ছাড় দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে কল সেন্টার শিল্পের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

বিষয়	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
Existing Call Centre Licensee/ Registration Certificate	২০১	২৪০	২৭৮	৩১৩
Operational International Call Centres	৬৫	৭০	৯২	১০১
Operational Domestic Call Centres	৩২	৪০	১৮৬	১৮৮
Employment	৩০,০০০+	৪০,০০০+	৫০,০০০+	৫০,০০০+

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশে কল সেন্টার কার্যক্রম প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। Business Process Outsourcing (BPO) এবং কল-সেন্টার ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনা এবং সক্রিয় উদ্যোগের ফলে এ খাতে উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে দেশের অগণিত শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকরির সংস্থানসহ দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করবে;

(ট) National Internet Exchange (NIX):

- ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার সীমিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে ০৮টি প্রতিষ্ঠানকে NIX লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। NIX লাইসেন্স প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কনটেন্টের পরিসর বৃদ্ধি, লোকাল ওয়েব ব্রাউজিং এ গ্রাহকগণের উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি Latency কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। অন্যদিকে লোকাল ইন্টারনেট ট্রাফিক ব্যবহারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার কমবে। এতে করে ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইড্থ ক্রয় বাবদ রাজস্ব ব্যয় হ্রাস পাবে। অন্যদিকে নিত্য-নতুন দেশীয় কনটেন্টের প্রসার ঘটবে;

(ঠ) Data Information System (DIS):

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Service Provider লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের অপারেশনাল কার্যাবলির তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। অপারেটরদের অপারেশনাল বিষয়ে তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং তথ্য সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি কমাতে Data Information System (DIS) নামক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিটিআরসির ওয়েবসাইটে সংযুক্ত উক্ত সিস্টেমে ITC, IIG এবং ISP অপারেটরগণ সরাসরি লগ-ইন করে নিয়মিতভাবে মাসিক ব্যান্ডউইড্থ তথ্যাদি দাখিল করতে পারে। একইসাথে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, PoP, IP এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করছে। DIS-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন অপারেটর কিংবা সকল অপারেটরের তথ্যাদি দ্রুত পাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কমিটি বা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে;

(ড) National Equipment Identity Register (NEIR):

- বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটের অনুপ্রবেশ রোধ, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করত: জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় NEIR (National Equipment Identity Register) স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদেশ থেকে বৈধ পন্থায় আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের IMEI সমূহ একটি ডাটাবেজ সিস্টেমে (NAID: NOC Automation & IMEI Database) সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে মোবাইল অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্ব-স্ব নেটওয়ার্কে EIR (Equipment Identity Register) স্থাপন করা হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দেশিকা গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরসমূহ উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিজ নিজ EIR স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;

- NEIR সিস্টেমের স্থাপন এবং পরিচালনার নিমিত্ত বিটিআরসি ক্রয় কার্যক্রম শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সিস্টেম ক্রয়ের জন্য গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্রয় প্রস্তাব জমা ৩য় দফায় বর্ধিত করে গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরি মূল্যায়ন চলমান রয়েছে;

- সিস্টেমটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সকল মোবাইল হ্যান্ডসেটের রেজিস্ট্রেশন এবং আবশ্যিকভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের মালিকানা কিংবা প্রকৃত ব্যবহারকারী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম অনেকাংশে কমে যাবে। তাছাড়া, বৈধপথে আমদানি ছাড়া বিকল্প উপায়ে হ্যান্ডসেট দেশে প্রবেশ হ্রাস পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে;

(ঢ) Infrastructure Sharing:

- বিটিআরসি হতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Infrastructure Sharing গাইডলাইনের প্রণয়ন করা হয়। এই গাইডলাইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো তৈরি করা হলে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ কমার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। ফলে দ্রুততম সময়ে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পথ উন্মুক্ত হবে। অবকাঠামো অংশীদারিত্বের নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে Passive অবকাঠামো শেয়ারের সুযোগ থাকলেও, Active অবকাঠামো শেয়ারের কোন সুযোগ নেই;

- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা একে অপরের সাথে অবকাঠামো অংশীদারিত্বের চুক্তি করছে এবং তদনুযায়ী তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাওয়ার, স্থান, ফাইবার ক্যাবল, জেনারেটরসহ অন্যান্য Passive Equipment শেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করছে। বর্তমানে Active Sharing এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশক্রমে একটি খসড়া সংশোধিত গাইডলাইন কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া গাইডলাইনে মোবাইল অপারেটরদের স্পেকট্রাম ব্যতীত Multi Operator Radio Access Network (MORAN) শেয়ারিং এর প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ণ) টাওয়ার শেয়ারিং:

- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের নিমিত্ত টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, একই এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টাওয়ার স্থাপনের কারণে সৃষ্ট বিকিরণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতি রোধ এবং আবাদি জমির উপরে টাওয়ার স্থাপন রোধ এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে মোট ৪(চার)টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সের সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে কমিশনের ভেটিং প্রদান করে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার চুক্তি প্রস্তুত করা একটি জটিল বিষয় হওয়ায় নির্দেশনা অনুযায়ী চুক্তি দাখিলের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। কমিশন এই জটিলতা নিরসন এবং জনগণকে দ্রুত মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী একটি Service Level Agreement (SLA) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সকল অপারেটরের উপস্থিতিতে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় সকল অপারেটরের মতামত বিবেচনা করে একটি Service Level Agreement (SLA) চূড়ান্ত করে কমিশন হতে জারি করা হয়। পরবর্তীতে জারিকৃত চুক্তি অনুযায়ী সকল অপারেটরকে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয় । উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে। টাওয়ার লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোবাইল অপারেটর ও অন্যান্য অপারেটরদের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রস্তুত করে কমিশনের ভেটিং এর উদ্দেশ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করেছে। চুক্তিসমূহ অনুমোদনের জন্য বর্তমানে কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে;

(ত) তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা (Significant Market Power-SMP):

- গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের কোন সেবা প্রদানকারী প্রবিধানমালায় উল্লিখিত ০৩ (তিন)টি নির্ণায়কের (গ্রাহক সংখ্যা, অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব এবং কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গসহ অন্যান্য সম্পদ) মধ্যে যে কোন একটি নির্ণায়কের ভিত্তিতে মোট বাজারের কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করলে তা উক্ত বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হবে। এ প্রেক্ষিতে সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটির সুপারিশ ২২৩তম কমিশন সভায় উপস্থাপিত হলে উপরোল্লিখিত ০৩ (তিন)টি নির্ণায়ক বিবেচনায় গ্রামীণফোন লিমিটেডকে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়;

- গত ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার 'তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে করনীয় ও বর্জনীয় তালিকা প্রেরণ করা হয়। প্রবিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কমিশনের ২৩৯তম সভায় গ্রামীণফোন লিমিটেডকে এসএমপি অপারেটর হিসেবে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস ও প্যাকেজের অনুমোদন, Mobile Termination Rate (MTR)-এ বিষয়ে বিধি নিষেধ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২১ জুন ২০২০ তারিখে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস ও প্যাকেজের অনুমোদন এবং ২৮ জুন ২০২০ তারিখে MTR সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টিভস (নির্দেশনা) এসএমপি অপারেটরসহ সকল মোবাইল অপারেটরের জন্য জারি করা হয়;

(থ) মূল্য সংযোজিত সেবা:

- টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে উৎকর্ষ সাধন, নতুন প্রযুক্তিকে স্থান করে দেওয়া, জীবন যাত্রাকে প্রযুক্তির সহায়তায় সহজ করে তোলা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন মূল্য সংযোজিত সেবা প্রবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। গত কয়েক বছরে টেলিযোগাযোগ অপারেটরসমূহ তাদের মূল সেবার গণ্ডি ছাড়িয়ে মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা ও ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুরানো ও প্রথাগত মূল্য সংযোজিত সেবাসমূহ প্রদান করার জন্য অনেক তৃতীয় পক্ষীয় সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের প্রয়োগ যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে তেমনি গড়ে উঠছে দেশীয় উদ্যোক্তা। অন্যদিকে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে গ্রাহকদের আকৃষ্ট এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে বাজারে নিয়ে আসছে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ সেবা। মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে TVAS Registration Certificate গ্রহণ করতে হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মোবাইল অপারেটর মূল্য সংযোজন সেবার ট্যারিফ চার্ট অনুযায়ী সকল আবেদনের ট্যারিফের সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ট্যারিফের অনুমোদন দেয়া হয়। ইতঃপূর্বে এসএমএস ভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে এসএমএস ছাড়াও আইভিআর, ইউএসএসডি, এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন, ওয়াপ, অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং, ভিডিও-অন-ডিমান্ড, গেমিং ইত্যাদি ভিত্তিক সেবা দেশে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১১৪টি এসএমএস সার্ভিস, ৬০টি আইভিআর সার্ভিস, ১৫৯টি ওয়াপ ও অ্যাপ সার্ভিস ও ৩১টি অন্যান্য (গেমিং, স্ট্রিমিং ইত্যাদি) সার্ভিসের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;

- **মূল্য সংযোজিত সেবা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সাম্প্রতিক বিবরণ নিম্নরূপ:**

(ক) Mobile Financial Service (MFS):

- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সেবার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নাগরিককে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। মোবাইল অপারেটরগণ প্রদত্ত USSD (Unstructured Supplementary Service Data) সেবা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের মত USSD সার্ভিসের সাথে নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট (Core network equipment, Access network equipment), বার্ষিক স্পেকট্রাম ফি, লাইসেন্স ফি, রেভেনিউ শেয়ারিংসহ অন্যান্য Cost Component জড়িত। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ কর্তৃক MFS প্রোভাইডারগণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের লক্ষে বিটিআরসি ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য Session Based USSD এর চার্জ ধার্য করা হয়েছে।

  Successful Revenue Generating এবং Successful Non-Revenue Generating Transaction এর জন্য USSD চার্জ নিম্নরূপ:

SL	Description	Charge in BDT (per session
1	Successful Revenue Generating Transaction	BDT 0.85
2	Successful Non-Revenue Generating Transaction	BDT 0.40

নির্ধারিত চার্জ সঠিকভাবে আরোপ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে কমিশন হতে নিরীক্ষণ করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে প্রতি তিন মাস অন্তর সমন্বয় সভায় বিটিআরসি'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকে;

(খ) কল-সেন্টার ভিত্তিক ইনফরমেশন ও হেল্প লাইন:

- কল সেন্টার সার্ভিসের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারী অপারেটরসমূহ হেলথ লাইন, কৃষি জিজ্ঞাসা, এডুকেশন লাইন, লিগ্যাল লাইন ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শর্টকোডের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের সেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কল সেন্টার সেবা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিটিআরসি শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান এবং অপারেটরসমূহ হেল্পলাইনে সঠিকভাবে সংযোগ সেবা প্রদান করছে কিনা তা তদারকি করে থাকে;

(গ) Vehicle Tracking System (VTS):

- ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) এর মাধ্যমে গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাড়ির অবস্থান সনাক্ত করাসহ গাড়ির লাইভ ট্র্যাকিং, ইঞ্জিন কন্ট্রোল, এলার্ট (স্পিড ভায়োলেশন এলার্ট, ডোর ওপেন এলার্ট, ডিভাইস রিমুভাল এলার্ট, ডেসটিনেশন এলার্ট, ইঞ্জিন অন ও অফ এলার্ট ইত্যাদি), নোটিফিকেশন (ডোর লক, এসি অন ও অফ ইত্যাদি), ফুয়েল মনিটরিং, ট্রাভেল হিস্টরি মনিটরিং, জিও ফেন্স, ডেইলি সামারি এসএমএস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেট বা বিশেষায়িত সফটওয়্যারের মাধ্যমে গুগল ম্যাপে পর্যবেক্ষণ করা যায়। গ্রাহক মোবাইল সিম ভিত্তিক জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে এই তথ্য গ্রাহকের ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও মুঠোফোনের মাধ্যমে জানতে পারে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ভিত্তিক ট্র্যাকিং সার্ভিস প্রদানের পূর্বে সরকার হতে ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জিপিএস ছাড়াও লোকেশন বেজড সার্ভিস (এলবিএস) টেকনোলোজি ব্যবহার করে এরূপ ট্র্যাকিং সার্ভিস দিয়ে থাকে। বর্তমানে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৪২টি;

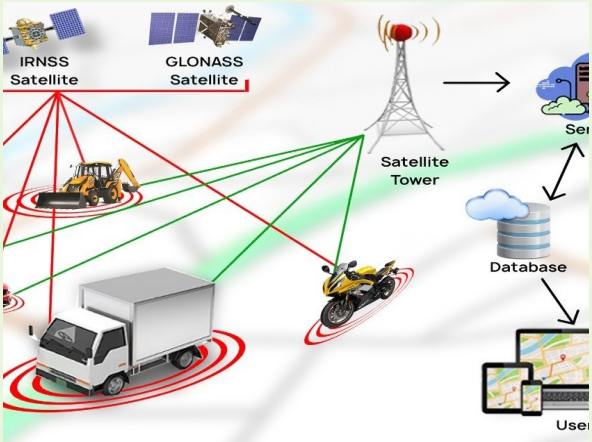

(ঘ) IPTV and Video-on-Demand Service:

- IPTV এর মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচারসমূহ ও অন্যান্য ভিডিও কন্টেন্টসমূহ TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার করে Browser বা Application-এর মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) লাইসেন্সধারী অপারেটররা কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে Streaming Service, IPTV, Video-on-Demand ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। আইএসপিসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে IPTV-এর সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত ট্যারিফ নির্ধারণ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে মোট ৫৭টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরীক্ষামূলকভাবে IPTV এবং ২৬টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে Video-on-Demand সার্ভিস প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;

(ঙ) ভিত্তিক অ্যাপস ভিত্তিক কলিং সার্ভিস

- IPTSP গাইডলাইন অনুযায়ী লাইসেন্সধারীগণ IP based Internet and/or managed IP based network (s) এর মাধ্যমে পিসি হতে ফোন, ফোন হতে পিসি, ফোন হতে ফোন অথবা অন্যান্য আইপি টেলিফোনি নির্ভর ভয়েস সার্ভিস সংশ্লিষ্ট ডিভাইস এ আইপি বেজড টেলিফোনি সেবা প্রদান করতে পারে । এ প্রেক্ষিতে কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে ১২ টি Nationwide IPTSP কে অ্যাপ বেজড কলিং সার্ভিস প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার তালিকা নিম্নরূপ:

SI	Name of IPTSP
1	Amber IT Limited
2	Metro Net Bangladesh Limited
3	Link 3 Technologies Limited
4	BDCom Online Limited
5	Inter Cloud
6	BTS Communications (BD) Limited
7	Race Online Limited
8	Systems Solutions and Development Technologies Limited (SSD-TECH)
9	ADN Telecom Limited
10	Agni Systems Limited
11	Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)
12	ICC Communications Limited

বর্তমানে ইন্টারক্লাউড নামক IPTSP অপারেটর ব্রিলিয়ান্ট কানেক্ট নামক অ্যাপস এর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে কলিং সার্ভিস প্রদান করছে।

(দ) গ্রাহক নিবন্ধন প্রক্রিয়া:

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে দেশব্যাপী পরিচালিত বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের গ্রাহক পুন:নিবন্ধন কার্যক্রম ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত ভেরিফিকেশন কার্যক্রম মনিটরিং এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত সিস্টেমে রেগুলেটরি বিভিন্ন টুলস প্রয়োগ করার জন্য কমিশনে একটি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বিটিআরসি কার্যালয়ে অবস্থিত একটি নির্ধারিত কক্ষে উক্ত সেন্ট্রাল সিস্টেমের ডাটা সেন্টার (ডিসি) এবং তেজগাঁও এ অবস্থিত বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেডের ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সার্ভার স্থাপন করা হয়। গত ১৬ জুন ২০১৭ তারিখে উক্ত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্লাটফর্ম সম্পূর্ণরূপে চালু করা হয়েছে। ফলে সকল মোবাইল অপারেটরের সিম/রিম রেজিস্ট্রেশন, রি-রেজিস্ট্রেশন, ডি-এক্টিভেশন, রিপ্লেসমেন্ট, মালিকানা পরিবর্তনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে এবং কমিশন কর্তৃক সিম/রিম সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি বিধান আরোপ করার ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। গত ৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৭৫টি সিম বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে;

(ধ) Mobile Number Portability (MNP):

- গ্রাহকের ব্যবহৃত যে কোন অপারেটরের মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে মোবাইল নাম্বার পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার টেলিযোগাযোগ সেবার অবকাঠামো উন্নয়ন, মোবাইল ফোন গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২০১৭ সালে মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বিটিআরসি কর্তৃক ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানকে এমএনপি সেবা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ১ অক্টোবর ২০১৮ হতে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

MNP সেবার মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সফলভাবে অপারেটর পরিবর্তনের তথ্য নিম্নরূপ:

অপারেটর	গ্রামীণফোন (দাতা)	রবি (দাতা)	বাংলালিংক (দাতা)	টেলিটক (দাতা)	মোট
গ্রামীণফোন (গ্রহীতা)	-	৩২,৯২৫	২২,৮২৭	৫৪৫	৫৬,২৯৭
রবি (গ্রহীতা)	১৭০,৬৯৯	-	২৩৯,১৬৮	৩,৫০৯	৪১৩,৩৭৬
বাংলালিংক (গ্রহীতা)	১০,০৬১	২২,৮৫৪	-	৩০৫	৩৩,২২০
টেলিটক (গ্রহীতা)	১,০৩৮	১,৫৪১	৮৩০	-	৩,৪০৯
মোট	**১৮১,৭৯৮**	**৫৭,৩২০**	**২৬২,৮২৫**	**৪,৩৫৯**	**৫০৬,৩০২**

- A2P SMS এর ক্ষেত্রে, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) এর কারণে পরিবর্তিত নম্বরে গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেন, ভেরিফিকেশন কোড, ওটিপি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার A2P এসএমএস প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এমএনপি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদানের জন্য গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিটিআরসি হতে সকল এসএমএস এগ্রিগেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট Deeping এর চিত্র নিম্নরূপ:

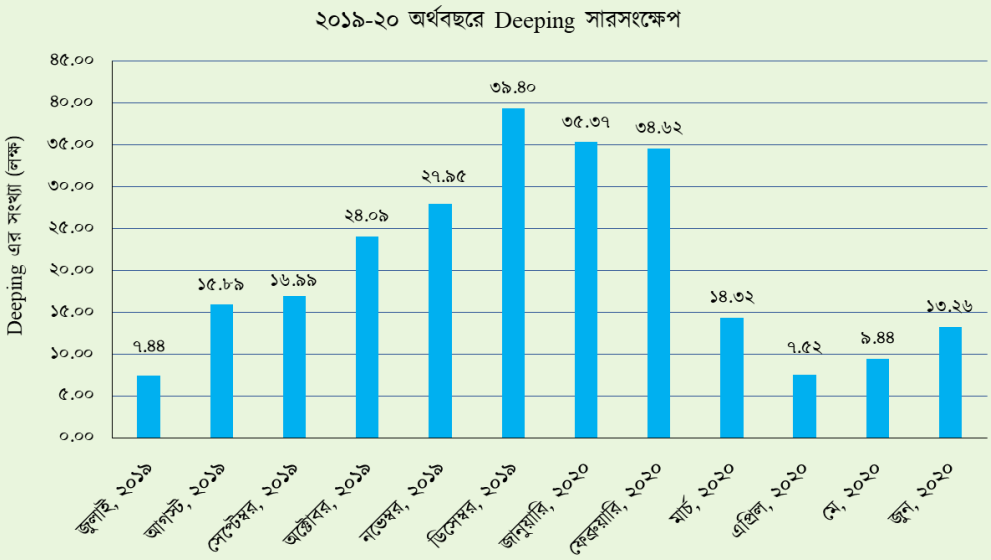

(ন) ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম:

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবায় ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিটিআরসি'র সহায়তায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে সাইবার নিরাপত্তা সেলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, গুগল, ইউটিউব ইত্যাদির সাথে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে অভিযোগকৃত কন্টেন্টের বিষয়ে বিটিআরসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন. ২০০১-এর ধারা ৬৬ থেকে ৭৪ পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধসমূহের বর্ণনা এবং শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। ডিজিটাল অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য উপাত্ত পাচার (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে উত্ত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধ (Cyber Crime) যার মাধ্যমে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তা রোধ করার নিমিত্ত বিটিআরসি'তে Bangladesh Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT) নামে একটি টিম গঠন করা হয় যার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজিটাল অপরাধ দমনে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে;

- পাশাপাশি বাংলাদেশের জননিরাপত্তা রক্ষায় কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর), সাবস্ক্রাইবার অ্যাকুইজেশন ফর্ম, লোকেশন বেজড ট্র্যাকিং, ভিওআইপি বা অবৈধ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, অনিবন্ধিত সংযোগ (রিম ও সিম) বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি কাজে বিটিআরসি এবং টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিচার বিভাগ ইত্যাদি দপ্তর ও সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করে আসছে;

(প) জনসচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রম:

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক ও সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিআরসি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি, আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, সেবামূলক, শিক্ষামূলক দপ্তর ও সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ বিবেচনাপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ (শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে) এসএমএস সারাদেশে সকল গ্রাহকের নিকট বিনামূল্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরগনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

(ফ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা:

- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় টেলিযোগাযোগ অপারেটরসমূহের নানাবিধ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপারেটরসমূহের সেবা বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে অভিযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য এক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস অপারেটরসমূহের নিজস্ব গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার রয়েছে। টেলিযোগাযোগ গ্রাহকগণ তাঁদের সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে অভিযোগ প্রদান করে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযোগ সমাধান করা না হলে বা সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীকে অভিযোগ করে গ্রাহক উপেক্ষিত হলে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক কাস্টমার কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়। শর্টকোড (১০০) এবং ওয়েব বক্স হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত গ্রাহকগণ টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট যে কোন অনিষ্পন্ন অভিযোগ অথবা পরামর্শ বিটিআরসির নিকট দাখিল করতে পারেন;

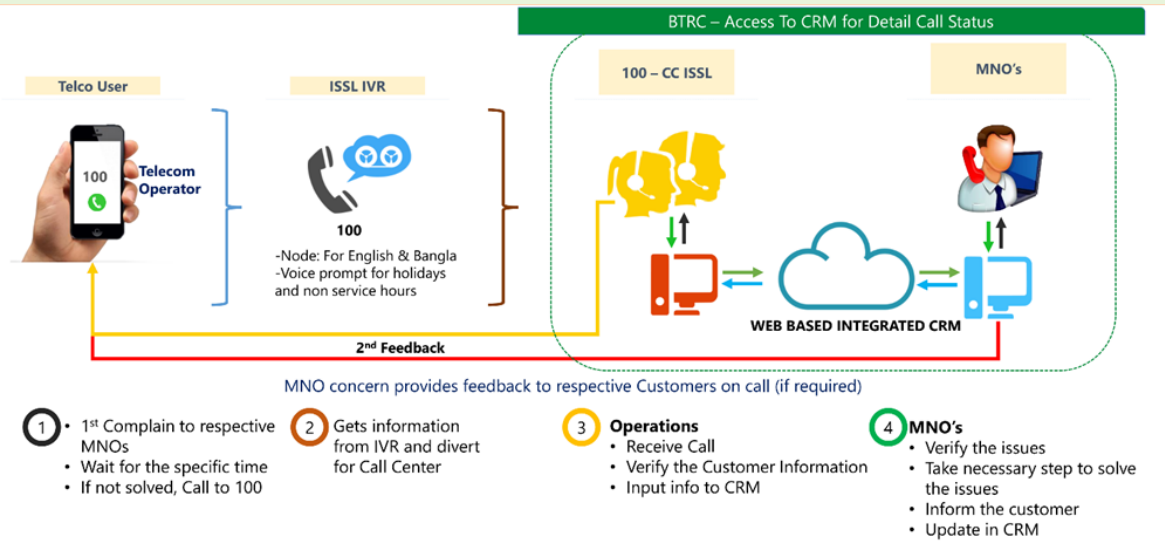

বিটিআরসি'র অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি

- **২০১৯-২০ অর্থবছরে বিটিআরসি'র নিকট বিভিন্ন বিষয়ে আগত অভিযোগের তথ্য নিম্নরূপ:**

অভিযোগের বিষয়	জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯	সেপ্টেম্বর-১৯	অক্টোবর-১৯	নভেম্বর-১৯	ডিসেম্বর-১৯	জানুয়ারি-২০	ফেব্রুয়ারি-২০	মার্চ-২০	এপ্রিল-২০	মে-২০	জুন-২০	মোট
ডাটা স্পিড	১০	৬৫	৬০	৫২	৪২	২৫	৪৩	৭১	৩১	৬	৩৭	৬০	৫০২
ডাটা ভলিউম	১২	১১০	৮১	৮৮	৫১	১০১	৯৯	১০০	৭০	৮	৪০	১১০	৮৭০
কল ড্রপ	০	১৭,৫১২	৬৩,১২৭	৬৩,৯৩৬	৪০,৬৭৯	৩৯,৪০১	৩৯,২০৬	৩৬,৪৩৭	২৯,৮৭৭	৩,০৫০	৭,১৭৪	৯,৮০৭	৩৫০,২০৬
প্রতারণা	০	১৫	২১	১০	২৮	২৫	১৫	৭	৪	০	১	৪	১৩০
অন্ত:গামী/ বহির্গামী কল/ SMS	০	৩৬	১৪৬	১৬৬	১৮৪	৪১৯	৫০৮	৩৮৪	৩০৭	৩২	৮৭	১২৯	২,৩৯৮
লাইসেন্স	১০	১৫	২৮	৫০	৪২	৩৩	৩৪	৩১	৩২	১	৩	১৭	২৯৬
ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সর্ভিস	৮	৫৬	১০৪	৯৩	৪৪	৩৯	৫১	২৯	২৩	৫	২৮	৯	৪৮৯
MNP	৪৩	২০৭	২৩১	৩০১	২৫৬	১৮১	২৫৯	১৮৬	১২০	৬	২৫	৭৭	১,৮৯২
প্যাকেজ মাইগ্রেশন	৭২	৯২	৬০	৪৯	৫৬	৪২	৪৬	৩০	২৮	১	৬	২৫	৫০৭
সেবার মান	৯৪	৪৬৬	৪১৩	৫৪৬	৪০১	৪২৩	৫১৯	৪৬২	২৫৪	১৯	১২৭	২৪৮	৩,৯৭২
Quiz/ Prize/ Award issue	৯	২৩	৫০	৩৩	১৩	২৮	২২	৩৮	২৪	০	১	১৩	২৫৪
রিচার্জ/বিলিং	১৯	১১৭	১৫২	১৮৫	১০৮	২২৮	২২৮	১৬৫	১৪০	৩৩	৩৬	৩৪	১,৪৪৫
SIM Bar	১৬৬	৮১৭	৬৬৮	৬৫০	৫৭৮	৬০৮	৫৫৭	৩৮৬	৩৩০	২৮	১৩৪	২১৪	৫,১৩৬
SIM এর মালিকানা	০	৫	১৯	১৬	১২	১২	১৫	৩৬	৬	০	০	৯	১৩০
SIM রেজিস্ট্রেশন	০	৬৫	২০৬	২২২	২৭৩	২৮৪	২৯২	২৭২	১৯৫	১০	২৪	৪৫	১,৮৮৮
Social Media and Cyber Complaint	৩৫	১৯১	১৩৭	২১৩	১৫৪	১০২	৯২	৫০	৭০	৬	২৮	৩৪	১,১১২
ট্যারিফ সংক্রান্ত	৭৫	৬০০	৫৪৯	৫৮৮	৪৩০	৪৬৩	৬০৯	৪২৭	৪৩৮	৩২	১৪০	২৫৮	৪,৬০৯
টেস্ট কল	০	৩৩	৮	৭	৯	২	৫	২	১	০	০	২	৬৯
অননুমোদিত হ্যান্ডসেট	০	১৮৭	১৪৮	৭৯	৭১	৬৪	৪০	৩৭	১৬৯	৩	৩	১০	৮১১
লাইসেন্সবিহীন ISP	৬	৩৪	১৩	২৩	৮	৬	১০	৭	২	০	৪	২	১১৫
অবাঞ্ছিত কল/ SMS	৮	৭৫	৮৪	৮২	৯৬	৫৫	৪৪	৪৯	৪২	৩	১৭	১১	৫৬৬
মূল্য সংযোজিত সেবা (VAS)	১০৮	৮২৫	৯৮৮	৯১৮	৯৪০	৭৭৯	৭৩৮	৮১৭	৬৮৯	৩৮	১১১	১৫২	৭১০৩
বিবিধ	৫৩,১৮৮	৪৪,৭৩০	৬,৯৩১	৭,৫৬৯	৭,৩৮৩	৮,৭৪৩	১০,০৯৪	৭,৬০৬	৮,৪১৫	৮২৫	৩,৭২১	৬,৩১২	১৬৫,৫১৭
মোট	৫৩৮৬৩	৬৬২৭৬	৭৪২২৪	৭৫৮৭৬	৫১৮৫৮	৫২০৬৩	৫৩৫২৬	৪৭৬২৯	৪১২৬৭	৪১০৬	১১৭৪৭	১৭৫৮২	৫৫০০১৭

- **অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি:**

অভিযোগের মাধ্যম	প্রাপ্যতা
দেশের যে কোন ফোন হতে শর্টকোড ১০০ এর মাধ্যমে	সপ্তাহের ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা
বিটিআরসি ওয়েবসাইটের কমপ্লেইন্ট বক্স এর মাধ্যমে	সপ্তাহের ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা

- **২০১৯-২০ অর্থবছরে বিটিআরসি'র শর্টকোড ১০০ এর মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগ ও প্রতিকার:**

অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্নকৃত অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ	প্রতিকারের হার
৫৫৫,৬৫৩	৫৪৫,৪৫৪	১০,১৯৯	৯৮.১৬%

(ব) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল:

- বিগত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ২১ (ক) এর বিধান অনুযায়ী দেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা বা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশেষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে:

(ক) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (Connected Bangladesh)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ২৭০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বরাবর এখন পর্যন্ত ৮৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ, মোবাইল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট নির্ভর ডিজিটাল ডাক সেবাসমূহ দুর্গম, প্রত্যন্ত, উপকূলীয়, হাওর ও পার্বত্য এলাকায় প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ" বিষয়ক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(ঙ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে;

(ভ) কস্ট মডেলিং:

- টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি টেলিকম সেবা প্রদান করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে ২০১০ সালে 2G সার্ভিসের ভয়েস কলের জন্য ITU কর্তৃক কস্ট মডেলিং করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে 4G সার্ভিস চালু হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেটের চাহিদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বৃদ্ধির জন্য গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট মূল্য হ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। গ্রাহক পর্যায়ে ট্যারিফ হ্রাসের লক্ষ্যে Submarine Cable (BSCCL)/ ITC এবং IIG'র ব্যান্ডউইড্থের মূল্য পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হয়েছে। তবে, ইন্টারনেটের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক এবং IIG'র ব্যান্ডউইড্থ মূল্যই একমাত্র পরিমাপক নয়। ব্যান্ডউইড্থ মূল্য ছাড়াও নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট (Core network equipment, Access network equipment), ট্রান্সমিশন কস্ট (NTTN cost, Transmission equipment), বার্ষিক স্পেকট্রাম ফি, লাইসেন্স ফি, রেভেনিউ শেয়ারিংসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইন্টারনেট কস্ট মডেলিং-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ITU'র সাথে এতদ্‌সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে ITU-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সহায়তায় ২০১৭ সালে ভয়েস সার্ভিসের মত ডাটা সার্ভিসের জন্য কস্ট মডেলিং করা হয় যা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও এনটিটিএন অপারেটরদের জন্য একটি সমন্বিত ট্যারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল মেলা ২০২০' উদ্বোধনের পর বিটিসিএল এর স্টল পরিদর্শন করেন

বিটিসিএল এর প্রধান কার্যালয়

২.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল):

- গত ১ জুলাই, ২০০৮ সালে তৎকালীন বিটিটিবি থেকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত বিটিসিএল বর্তমানে PSTN, IGW, ICX, ISP, IIG, BWA, ITC এবং NTTN লাইসেন্সের আওতায় ভয়েসসহ অন্যান্য মূল্য সংযোজন সেবা, আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদান, আন্ত:সংযোগ সেবা, লিজড লাইন, VPN, .bd ও .বাংলা নিবন্ধন, গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা, জাতীয় পর্যায়ে ট্রান্সমিশন সেবা এবং টেলিকম অবকাঠামো ইজারা বা ভাড়া প্রদান করে যাচ্ছে। বিটিসিএল কর্তৃক দেশের সকল বিভাগ, জেলা, ৪৭৮টি উপজেলাসহ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশব্যপী ৩০,১০০ কি.মি. এর অধিক নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা-কক্সবাজার SMW-4 রুট, ঢাকা-কুয়াকাটা SMW-5 রুট, ঢাকা-বেনাপোল ITC রুট এবং ঢাকা-আখাউড়া এক্সপোর্ট রুটে মোট ১,৭০০ Gbps ব্যান্ডউইড্থ ক্ষমতার মাধ্যমে বিটিসিএল বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত রয়েছে। বিটিসিএল ৫.০৯ লক্ষ পিএসটিএন ল্যান্ডফোন গ্রাহক, ১৮ হাজার ADSL/GPON ইন্টারনেট (১-২০ Mbps) গ্রাহক, সাধারণ/ISP/IIG পর্যায়ের গ্রাহককে ২৮১ Gbps লিজড লাইন ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থসহ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

২.২.১ বিটিসিএল এর সেবা:

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক সংখ্যা/পরিমাণ (৩০ জুন ২০২০)	মন্তব্য
ভয়েস	পিএসটিএন টেলিফোন	৫.০৯ লক্ষ	সারাদেশে উপজেলা ও বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত বিস্তৃত
	আন্তঃ অপারেটর ভয়েস কল		
	আন্তর্জাতিক ভয়েস কল		
	সম্পূরক সেবা (কল ফরওয়ার্ডিং, হট লাইন, কনফারেন্স কল, এলার্ম, হান্টিং নাম্বার, ভার্চুয়াল নাম্বার ইত্যাদি)		
	রেড টেলিফোন		ভিআইপিগণের জন্য
	আইসিএক্স		
	আন্তর্জাতিক গেটওয়ে		
ডাটা ও ইন্টারনেট	এডিএসএল (১ এমবিপিএস ২০ এমবিপিএস)	১৩,৯৯৩ টি	সকল জেলা সদর ও কিছু উপজেলা
	জিপন (২-২০ এমবিপিএস)	৩,৬৬৬	ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার
	লিজড ইন্টারনেট	২৮১ জিবিপিএস	
	আইপি ট্রানজিট (আইআইজি এর মাধ্যমে)		
	ডোমেইন (.bd)	২৮,০৩৩	
	ডোমেইন (.বাংলা)	৫৯৬	
	ডিএনএস পার্কিং		
	এমপিএলএস ভিপিএন	৭৪.৮ জিবিপিএস	
ট্রান্সমিশন	অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক	৩০,১০০ কিলোমিটার	৬৪ জেলা, ৪৭৮ উপজেলা, ১,২১৬ ইউনিয়ন পরিষদ
	মাইক্রোওয়েভ লিংক		
	আইপিএলসি		
	স্যাটেলাইট লিংক		

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক সংখ্যা/পরিমাণ (৩০ জুন ২০২০)	মন্তব্য
অবকাঠামো	যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান, কক্ষ, এসি, পাওয়ার ইত্যাদি ভাড়া		সারাদেশে
	এন্টেনা টাওয়ার, ডার্ক অপটিকাল ফাইবার, ফাইবার ডাক্ট ভাড়া		সারাদেশে
কল সেন্টার	অভিযোগ গ্রহণ (কল সেন্টারঃ ১৬৪০২)		২৪/৭ গ্রাহক সেবায়

২.২.২ টেলিফোন চার্জ:

কল রেট	কলচার্জ
বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে	আনলিমিটেড বিটিসিএল টু বিটিসিএল কল সুবিধা মাত্র ১৫০ টাকা/মাস
বিটিসিএল থেকে মোবাইল ফোন বা অন্য লোকাল অপারেটর	৫২ পয়সা/মিনিট

২.২.৩ ইন্টারনেট সেবা চার্জ:

সেবা	ডাটার গতি (সীমাহীন ভলিউম)	চার্জ
ইন্টারনেট (এডিএসএল) (শেয়ারড)	১ মেগাবিট/সেকেন্ড	২৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	১.৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩২৫ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
ইন্টারনেট (জিপন/এডিএসএল) (শেয়ারড)	২ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৫০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	১০ মেগাবিট/সেকেন্ড	৭৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	২০ মেগাবিট/সেকেন্ড	১২০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
এল এল আই ব্যান্ডউইড্থ (ডেডিকেটেড)	মেগা-গিগাঃ যেকোন গতি	১৮০ টাকা/এমবিপিএস থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.bd)		৫০০ টাকা/ বছর থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.বাংলা)		৪০০ টাকা/ বছর

২.২.৪ মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রসরমান টেলিকম ও তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিসিএল তার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক টেলিকম সেবা প্রদানে সচেষ্ট। সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি, সিদ্ধান্ত, নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত অত্যাধুনিক টেলিকম সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিটিসিএল কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিটিসিএল-এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

(ক) গ্রাহকের অভিযোগ, বিল দেখা এবং বিল পরিশোধের সুবিধা গ্রাহকের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ "টেলিসেবা" মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন করেন। বিটিসিএল এর প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই অ্যাপটিতে অভিযোগ সমাধানের হার ৯৯ শতাংশেরও বেশি । নিবিড় মনিটরিং ও নিশ্চিত সেবার মাধ্যমে অ্যাপটি ইতোমধ্যে গ্রাহকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে;

(খ) উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখ হতে অনলাইনে (www.telesheba.gov.bd) এবং 'টেলিসেবা' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টেলিফোন ও ইন্টারনেট নতুন সংযোগের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৯,০০০ টিরও বেশি নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে;

(গ) মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে বিটিসিএল-এর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে টেলিফোন সংযোগ ও পূন:সংযোগ, অত্যন্ত স্বল্প-ব্যয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার ও কথা বলার সুবিধা এবং লাইন-রেন্ট বিহীন টেলিফোন;

(ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যাবলিসহ মিটিং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিষয়সমূহ বিটিসিএল-এর বিদ্যমান ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়;

(ঙ) দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ১,২০০টির অধিক ইউনিয়নে সরকারি সংযোগ, দেশের ৫৯১টি সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যান্ডউইড্থ সরবারহসহ ২ থেকে ১০০ এমবিপিএস বা তার বেশী গতির ডেডিকেটেড লিজড লাইন গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ২,৩০০। বিটিসিএল হতে বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের ১১০ Gbps এবং টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের ৫০ Gbps-সহ মোট ২৮১ Gbps ব্যান্ডউইড্থ সহকারে ডাটা ও ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে;

(চ) ৬৪টি জেলা, ৪৭৮টি উপজেলা ও ১২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল-এর প্রায় ৩০,১০০ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে। বর্তমানে সচল বাংলা ডোমেইন (.বাংলা) ও .bd ডোমেইন রয়েছে ২৭,৪০৯ টি। জুন ২০১৮ মাসে বিটিসিএল-এর উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৯০ উপজেলা) ৬২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৯,০০০ কিলোমিটারের বেশী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃত হয়েছে;

(ছ) ইতঃপূর্বে বিটিসিএল-এর ১০০০ ইউনিয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৬৪ জেলার ১১৪ উপজেলা হতে ১১০৮টি ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় ৮,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে;

(জ) "দেশের সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৫৯১ টি সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে;

(ঝ) তাছাড়া বর্তমানে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চগতির সুইচিং এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য এসটিএন প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম মিরেরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রকল্পসমূহ (৬২ কোটি টাকা) বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে;

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান-এর উপস্থিতিতে বিটিসিএল কর্তৃক দেশের ১৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত Wi-fi Network উদ্বোধন করেন

২.২.৫ বিটিসিএল-এর চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম:

(ক) Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity- প্রকল্প:

ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য উচ্চমানের Tele-Access (Transmission and Access Network) এর প্রসারের উদ্দেশে চলমান "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multimedia Subsystem) Platform সহ বিটিসিএল এর বিদ্যমান IP/Transmission Network উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের NOC ও BOSS (Business Operation and Support System) স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের মেয়াদ তিন বছর। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৭৩,৩৯.৫৬ লক্ষ (দুই হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১৮১৭,২৭.৯৪ লক্ষ টাকা+ জিওবি ৭৫৬,১১.৬১ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের RDPP (১ম সংশোধন) গত ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৩৩১৪,৯৪.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৯৭,৬৬.১১ লক্ষ টাকা+প্রকল্প সাহায্য ১৮১৭,২৭.৯৪ লক্ষ টাকা);

(খ) Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity-প্রকল্প:

'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের আওতায় ANS (Access Network System) Gateway, IGW (International Gateway), IOS (Inter-operator Switch), DWDM যন্ত্রপাতি এবং বিলিং সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৫,৩৮.৫৯ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল ১ বছর ৬ মাস;

(গ) Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic zone in Chottogram" -প্রকল্প:

প্রকল্পটি গত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টেলিকম যন্ত্রপাতির জন্য ভবন, DWDM যন্ত্রপাতি, GPON Network স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৯০ লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারিত আছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বিভিন্ন কাজের দরপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে;

(ঘ) হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ প্রকল্প:

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে স্থাপিত BTS হতে প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রাংশের সহায়তা নিয়ে উক্ত হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাটবাজারে বিটিসিএল কর্তৃক Wi-fi নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে সেসকল স্থানের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হবে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৯,৮৫.০১ লক্ষ টাকা (প্রস্তাবিত অর্থায়ন-সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল) এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত।

গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব, জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস-এর উপস্থিতিতে বিটিসিএল-এর 'টেলিসেবা' অ্যাপ উদ্বোধন করেন

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনায় দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ওয়াইফাই স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন

২.২.৬ বিটিসিএল-এর দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক:

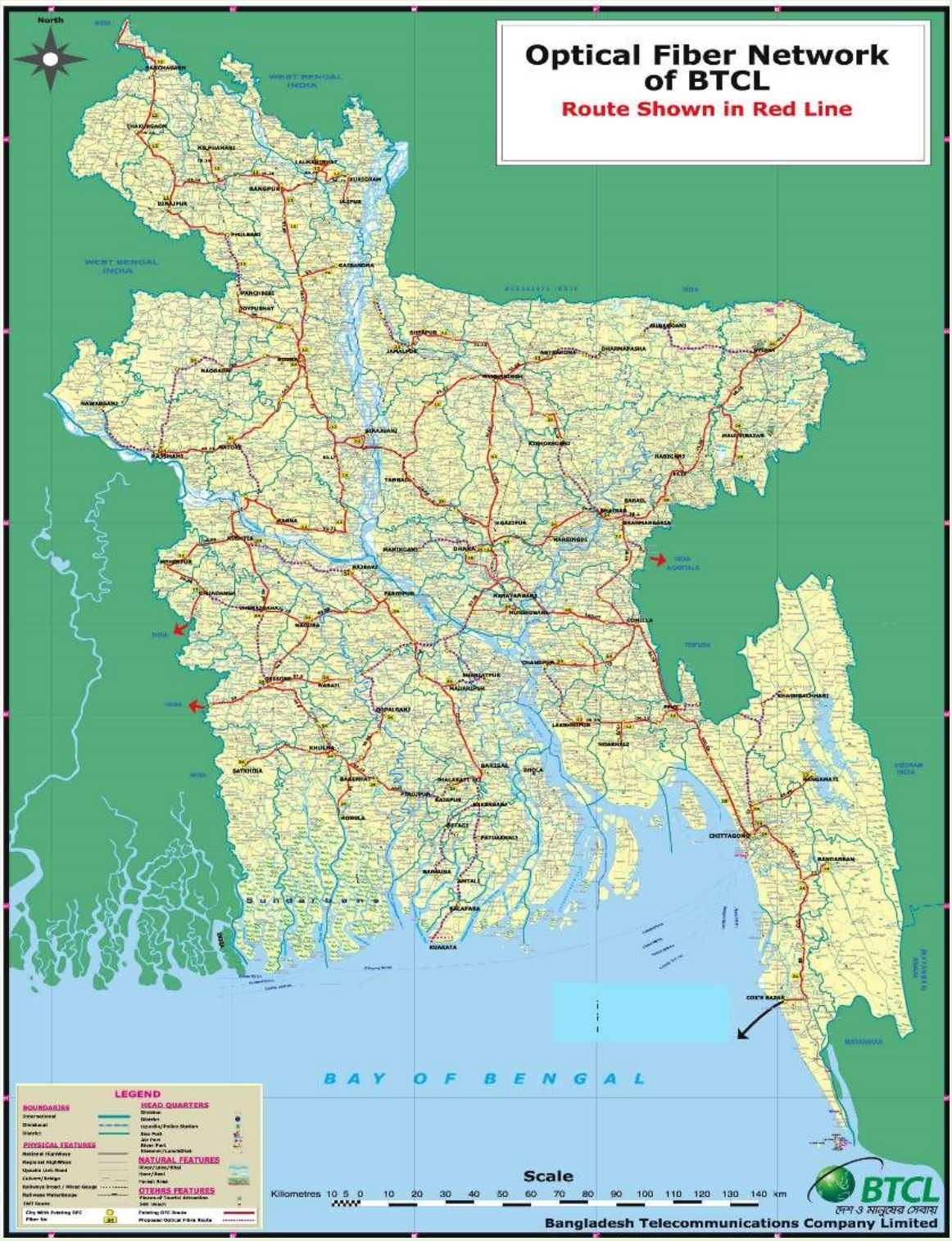

২.২.৭ বিটিসিএল কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা:

উদ্ভাবনী ধারণার নাম	উদ্ভাবনী ধারণার বিষয়বস্তু	সুবিধাসমূহ
১। কর্পোরেট গ্রাহকের বিল সহজীকরণ	কর্পোরেট গ্রাহকদের একাধিক নম্বর এবং অন্যান্য বিল সমন্বয় করে ই-মেইলে বিল প্রেরণ;	কর্পোরেট গ্রাহকের বিল প্রাপ্তি এবং বিল পরিশোধ প্রক্রিয়া দ্রুত এবং সহজীকরণ;
২। ওয়েব/ অ্যাপভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্স সেবা	দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রচারিত বিভিন্ন ভিডিও কনফারেন্স সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট টিমের সাথে যোগাযোগ এবং মনিটরিং এর জন্য ওয়েব ও অ্যাপভিত্তিক সেবা প্রদান করা;	ভিডিও কনফারেন্সের সকল তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট জনবল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩। ভার্চুয়াল টেলিকমিউনিকেশন্স মিউজিয়াম	১৮৫৩ থেকে শুরু করে টেলিযোগাযোগ সেবার বিভিন্ন ধাপে প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং যন্ত্রপাতির ঐতিহ্য ধারণের নিমিত্ত ডিজিটাল উপায়ে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা;	বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সেবার ঐতিহ্য এবং বিবর্তনের ধারা সংরক্ষণ;
৪। সার্ভার রুম মনিটরিং সিস্টেম	বিটিসিএল এর বিভিন্ন সার্ভার রুম এবং এক্সচেঞ্জের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা অনলাইন মনিটরিং এবং যে কোন এলার্ট এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা;	প্রতিনিয়ত অনলাইন মনিটরিং এবং ডিজিটাল এলার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা;

২.২.৮ বিটিসিএল এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

(ক) "বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজের আওতায় উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে IP Accessories যন্ত্রপাতি স্থাপন, IIG Gateway স্থাপন এবং Hosting Platform স্থাপন প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৯,৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি, ইকুইটি) এবং প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল ২(দুই) বছর;

(খ) "বিটিসিএল এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও রিং টাইপ নেটওয়ার্কে রূপান্তরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের কাজের আওতায় OTN (Optical Transport Network)/DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) যন্ত্রপাতিসমূহ, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং এর জন্য যন্ত্রপাতি সমূহ স্থাপনসহ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় জিওবি অর্থায়নে ১২৬৫,১৩.৯৮ লক্ষ টাকা (স্থানীয়: ৬০৭,৩৭.১৭ লক্ষ টাকা + বৈদেশিক: ৬৫৭,৭৬.৮১ লক্ষ টাকা) এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প মেয়াদকাল ৩(তিন) বছর;

(গ) "অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজারের শ্রীহট্ট, টেকনাফের সাবরাং ও নাফ ট্যুরিজম, মহেশখালীর সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম এবং জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে আধুনিক ও উচ্চগতির টেলিযোগাযোগ ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ৯৫,১২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩;

(ঘ) "পূর্বাচল গিগাবিট সিটি" প্রকল্প: প্রায় ৬,১৫০ একর জুড়ে বিস্তৃত ৬২,০০০ অ্যাপার্টমেন্ট এবং ২৬,০০০ প্লটসম্বলিত রাজউকের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "পূর্বাচল নতুন শহরে" উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের নিমিত্ত "পূর্বাচল গিগাবিট সিটি" প্রকল্পটির ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ২ লক্ষ ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহককে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি পিপিপি মডেল বা জিওবি অথবা বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য;

(ঙ) "বিটিসিএল এর সিটিএস ও ওয়ার্কশপ কম্পাউন্ড, তেজগাঁও এ বহুতল ভবন (টেলিকম অপারেটর'স সুইচিং পার্ক) নির্মাণ" প্রকল্প: তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিটিসিএল এর সিটিএস ও ওয়ার্কশপ কম্পাউন্ডে নিজস্ব অর্থায়নে বহুতল ভবন (টেলিকম অপারেটর'স সুইচিং পার্ক) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বিটিসিএল এর ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহারের পাশাপাশি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। প্রাথমিকভাবে টেলিকম অপারেটরদের পরিচালন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য Co-location সুবিধাসহ অফিস এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে লিজ বা ভাড়া দেবার বিষয়টি উক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনাধীন আছে;

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান-এর উপস্থিতিতে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, ২০২০' -এর সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এর নিকট থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন বিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২.২.৯ বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়ের চিত্র:

বিবরণ		টাকার অংকে	
		২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯
আয়:		**৭,১৬৪,১৮৫,১৮৭**	**৮,৮৬৮,১৩১,৪৬৯**
বাদ/বিয়োগ:	সেবা প্রদানের ব্যয় (কস্ট অব সার্ভিস)	৩,৪৮৮,১১৫,১২৬	৩,৯৯৮,১৮৬,৩১১
	প্রশাসনিক ব্যয়	৪,১৯৭,৮৯২,৫২৭	৩,৯১৬,৯৬৫,২১৭
	মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ব্যয়	৩০৩,৭৬৫,৩৭৪	৩৩৯,৬৭৯,১৩০
	অবচয়	৪,৪১৬,১২৪,৭০২	৫,৬০৭,৩১২,৩৯৮
		১২,৪০৫,৮৯৭,৭৩০	১৩,৮৬২,১৪৩,০৫৬
পরিচালন ক্ষতি:		**(৫,২৪১,৭১২,৫৪৩)**	**(৪,৯৯৪,০১১,৫৮৭)**
যোগ:	অ-পরিচালনা আয়	২,০৫৫,৯৫৭,৩৮৪	১,৭৩১,০৭৮,৯২০
বাদ/বিয়োগ:	ব্যাংক চার্জ	(৬,২৬৪,৯৪৭)	(১০,১৫৬,৪২১)
	বৈদেশিক বিনিময়ে লাভ/(ক্ষতি)	-	(৩৪৫,০৭৯,৩৫৩)
কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি):		**(৩,১৯২,০২০,১০৬)**	**(৩,৬১৮,১৬৮,৪৪১)**
বাদ/বিয়োগ:	আয়কর	(৫৫,৩২০,৮৫৫)	(৬৩,৫৯৫,২৬২)
কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি):		**(৩,২৪৭,৩৪০,৯৬২)**	**(৩,৬৮১,৭৬৩,৭০৩)**
অন্যান্য কম্প্রেহেনসিভ আয়/(ক্ষতি):		**৩,০৯৯,৪৯৬**	**(২,৩৬৯,৫৫৫)**
শেয়ারে বিনিয়োগ হতে অনাদায়ি অর্জিত লাভ/(ক্ষতি)		৩,০৯৯,৪৯৬	(২,৩৬৯,৫৫৫)
মোট কম্প্রেহেনসিভ আয়/(ক্ষতি):		**(৩,২৪৪,২৪১,৪৬৬)**	**(৩,৬৮৪,১৩৩,২৫৮)**

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে টেলিটক প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্নারের শুভ উদ্বোধন করেন

২.৩ টেলিটক এর রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশের সকল প্রান্তে বসবাসরত প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মোবাইল ভয়েস, মোবাইল ব্রডব্যান্ড (উচ্চ গতির ইন্টারনেট) এবং ডিজিটাল সেবা সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করা;

২.৩.১ অভিলক্ষ্য (Mission):

দেশের সর্বত্র নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রদান ও উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার অর্জনের মাধ্যমে টেলিটক বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে অন্যতম হবে;

২.৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন; 3G ও 4G ইন্টারনেট সেবা, প্রোডাক্ট ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবায় টেলিটকের মার্কেট লিডার হওয়া; দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন; আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

২.৩.৩ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- **(ক)** টেলিটক সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শতভাগ দেশীয় জনবলের মাধ্যমে ভয়েস, মেসেজিং, ডাটা ও ইন্টারনেট, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং এবং Supplementary ও Value Added Service সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। এছাড়া পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও টেলিটক সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে টেলিটকের গ্রাহকসংখ্যা ৪৬ লক্ষ ৩১ হাজার;
- **(খ)** সর্বত্র টেলিটক সিম ও রিচার্জ সুবিধা প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে রিটেইল পয়েন্ট সংখ্যা প্রায় ৫৭ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। টেলিটকের গ্রাহকদের জন্য রিচার্জ সুবিধা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে রিচার্জ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশব্যাপী টেলিটকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৯২। এছাড়া টেলিটকের ১২১ সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা কল-সেন্টার সার্ভিস প্রদান করা হয়;
- **(গ)** টেলিটক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বের সাথে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে টেলিটক ৩টি পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলায় সবকটিতেই নেটওয়ার্ক চালু করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় অধিকাংশ গ্রাহক টেলিটক মোবাইল ব্যবহার করছে; প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টেলিটক নেটওয়ার্কে Call Spoofing রোধ করা হয়েছে;
- **(ঘ)** টেলিটকের বিনামূল্যে বিতরণকৃত ২৭(সাতাশ) লক্ষাধিক 'মায়ের হাসি' সিমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সরকারি বৃত্তির টাকা সঠিক অংকে ও সঠিক সময়ে মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে;
- **(ঙ)** নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেলিটক সারা দেশে নারীদের মাঝে বিনামূল্যে ১৩ (তেরো) লক্ষ 'অপরাজিতা' সিম সারা দেশে বিতরণ করেছে। 'অপরাজিতা' সিমে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে কল ও ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যায়। ফলে ইন্টারনেট প্রবেশাধিকারে (এক্সেস টু ইন্টারনেট) জেন্ডার বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- **(চ)** টেলিটকের অনলাইন সেবার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ আবেদন ইত্যাদি করা যায়। এছাড়া টেলিটকের সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই গ্রাহকরা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার বিল প্রদান করতে পারছেন;

(ছ) এসএমএসের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীগণ টেলিটকের এসএমএস পদ্ধতিতে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোবাইলের মাধ্যমে ৫০ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। অনলাইনে ৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভর্তির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। মোবাইলের মাধ্যমে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম পূর্বতন বছরসমূহের ন্যায় চলমান আছে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে ইন-বিল্ডিং কভারেজের জন্য টেলিটক "স্মল সেল" প্লাটফর্ম স্থাপন করেছে;

(জ) করোনা-ভাইরাস অতিমারির সময়কালে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের শিক্ষাদান ও পাঠ্য কার্যক্রম 'বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক' (BdREN) এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে উক্ত অনলাইন ক্লাস ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য একমাত্র মোবাইল অপারেটর হিসেবে টেলিটক ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে;

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ২২শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস-এর উপস্থিতিতে টেলিটকের Telepay নামক সেবার উদ্বোধন করেন।

২.৩.৪ একনজরে টেলিটকের উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সেবাসমূহ:

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম তথা দেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে (রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি) ও সুন্দরবনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের জন্য ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ও এসএমএস এ ভর্তি কার্যক্রম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির দরখাস্তকরণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, দুর্যোগ সেবা (১০৯০), জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে দেশের নাগরিকগণ সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। উল্লিখিত সেবাসমূহ দক্ষতা অর্জন, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা প্রদানসহ গ্রামীণ অঞ্চলের জনজীবনকে সহজ করে তুলতে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি সরকার ও প্রান্তিক জনগণের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণে অবদান রাখছে;

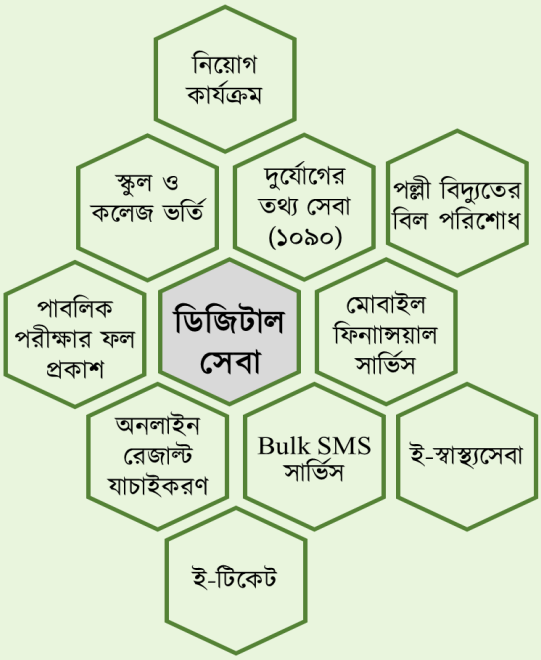

২.৩.৫ টেলিটকের চলমান প্রকল্পসমূহ:

(ক) 3G প্রযুক্তি চালুকরণ ও 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ফেজ-২) প্রকল্প:

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭,৭৮.৮৫১৩ কোটি টাকা। (জিওবি- ৬,৪৪.৯৭৬৭ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থ- ১,৩৩.৮৭৪৬ কোটি টাকা)

উদ্দেশ্য:

- দেশের সকল উপজেলা শহর, গ্রোথ সেন্টার, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 3G ও 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান 2.5G নেটওয়ার্ক সেবার উন্নয়ন; টেলিটকের বিদ্যমান 3G ও 4G এলাকা গুলোতে 3G ও 4G নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা;
- দেশে টেলিটকের 3G ও 4G গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে আরও ২৬.০০ লক্ষ সংযোগ প্রদান; দেশে টেলিডেনসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-শিক্ষা কার্যক্রম, ই-হেলথ সুবিধাদি সম্প্রসারণের নিমিত্ত উচ্চগতির ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম তৈরি;

প্রধান কার্যক্রম:

- ৫৪০টি 2G বিটিএস স্থাপন, ৮৯৫টি 2G বিটিএস আধুনিকায়ন, ১৬৭১টি 3G NodeB ও ২০৩৫টি 4G E-NodeB স্থাপন;
- ২৪০টি বিটিএস রুম ও টাওয়ার নির্মাণ, ২৪০টি সাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ ও গ্রাউন্ডিং সিস্টেম স্থাপন, ২৪০টি সাইটে ব্যাটারি ও রেক্টিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন;

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:

- (ক) আর্থিক: ৯৬.০৫% ও
- (খ) বাস্তব অগ্রগতি: ৯৭.৪৩%;

(খ) হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প:

বাস্তবায়নকাল : ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৯.৮৭৯৫ কোটি টাকা (সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল)

উদ্দেশ্য:

- হাওর ও দ্বীপাঞ্চলের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনসাধারণকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সুলভ মূল্যে প্রদানের জন্য মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন; হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে সরকারি ই-সেবা সহজভাবে পৌছে দেওয়া;
- উচ্চগতির ভ্যালু অ্যাডেড সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণ; ট্রান্সমিশন ও কোর নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ;

প্রধান কার্যক্রম:

- দেশের সকল হাওর, দ্বীপাঞ্চল, জলাভূমি, বিল ও ছিটমহল এলাকায় ৪০০ (চারশত) টি 2G/3G/4G মোবাইল বিটিএস স্থাপন, ২০০টি Short Haul মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক, ৩৫টি Long Haul মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক, ২৪০টি বিটিএস রুম ও টাওয়ার নির্মাণ, ২৪০টি সাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ ও গ্রাউন্ডিং সিস্টেম স্থাপন এবং ২৪০টি সাইটে ব্যাটারি ও রেক্টিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন।

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি

- ক) আর্থিক : ২৭.০৫% (১০২.৭২ কোটি টাকা) ও
- খ) বাস্তব অগ্রগতি : ৫৬.৩১%;

(গ) সৌর বেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:

বাস্তবায়নকাল : ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩১ অক্টোবর, ২০২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ৪০,৬১৭.৬৮ (জিওবি: ১২,৫২৪.৭৭, 3rd Indian LOC ২৫,৫০০.০০, টেলিটকের নিজস্ব অর্থ: ২৫৯২.৯১)

উদ্দেশ্য:

দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

প্রধান কার্যক্রম:

- সফট্‌সুইচ (NGN), মিডিয়া গেটওয়ে, HRLS, SGSN এবং GGSN সম্প্রসারণের মাধ্যমে 2.5G এর ২০ লক্ষ এবং 4G এর ৫ লক্ষ গ্রাহকের সুবিধা প্রদান; রেডিও এক্সেস নেটওয়ার্ক স্থাপন (৪০০টি বিটিএস, ৪০০টি ই-নোড-বি ইত্যাদি;
- Short Haul ট্রান্সমিশন এবং Long Haul ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং SDH মাল্টিপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা;

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:

- আর্থিক অগ্রগতি: ২.৪০% ও
- বাস্তব অগ্রগতি: ২.৪১%;

২.৩.৬ প্রস্তাবিত প্রকল্প:

- (ক) "গ্রাম পর্যায়ে টেলিটক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং 5G সেবা প্রদান নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রকল্পটি অধিকতর আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে পরামর্শকের মাধ্যমে যাচাই করে পুনরায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে;
- (খ) "Expansion of Teletalk's 4G Mobile Broadband Network up-to Union Level" প্রকল্প। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত টেলিটকের 4G মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা সম্প্রসারণ ও গ্রাম পর্যায়ে আধুনিক মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণে ১৮৯৭.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে;

২.৩.৭ চলমান অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

- ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে প্রায় ১৫০ টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাকরির নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; অ্যাপসের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ এর বিল আদায় কার্যক্রম চলমান। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে অ্যাপসের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ; ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আপদকালীন সময়ে টেলিটকের টোল ফ্রি ভিত্তিক নম্বর ডায়ালিং সেবা নিয়েছেন প্রায় ৫০,০০০ জনেরও অধিক সংখ্যক গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ;
- টেলিটকের মোবাইল ফোনে কল প্রেরণকারী সকল ফোন গ্রাহকগণকে রিংব্যাক টোনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক OBD প্রেরণ, সচেতনতামূলক পোস্ট তৈরি এবং তা বিভিন্ন প্রিন্ট, ডিজিটাল মিডিয়াসহ টেলিটকের "My Teletalk" অ্যাপের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস-সচেতনতা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ সম্পাদন হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Governance Innovation Unit (GIU) এর আওতাধীন "Prime Minister's Fellowship Program" এর অটোমেশন ও অনলাইনকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ডাটাবেজ প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর নিমিত্ত ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান;

- ISBN - এর মাধ্যমে পাবলিশারের ফি কালেকশন ও প্রোফাইল ডোমেইন তৈরির কাজ চলমান;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়োগের সকল কারিগরি কার্যক্রম আরও পরিশীলিত করার লক্ষ্যে "Integrated Service Delivery Platform" এর উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; BdRen Platform-এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ফ্রি অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ ডাটা অফার তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেবাটি ব্যবহার করছে;
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আওতায় "Multi-vendor E-Commerce Site" চালুকরণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে; টেলিটকের সকল প্যাকেজ সেবা, ব্যালেন্স ট্রান্সফারসহ অন্যান্য সুবিধাদি আরও সহজে প্রদানের লক্ষ্যে "My Teletalk App" নামের মোবাইল এপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;

২.৩.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ডিজিটাল সেবার বিস্তার ও 4G নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ; 5G নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ; গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও বিস্তৃতিকরণ;
- আরও সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান; দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ। হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান;

তথ্যসূত্র: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের Light Up-2 (Upgradation)-এর জন্য কুয়াকাটা ল্যান্ডিং স্টেশনে স্থাপিত যন্ত্রপাতি

২.৪ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল):

- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠার পর হতে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সাবমেরিন ক্যাবল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি মহাসড়কে সংযুক্ত রেখেছে। সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ডাটা ও ভয়েস আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সমুদ্র গর্ভে স্থাপিত অপটিক্যাল ক্যাবল দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, সারা দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য হ্রাসের জন্য বিএসসিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে;

২.৪.১ লক্ষ্য:

- ইন্টারনেট এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণসমূহ সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া;

২.৪.২ উদ্দেশ্য:

আন্তর্জাতিক ভয়েস ও ডাটা সংযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যে সর্বোচ্চ মানের দ্রুত গতিসম্পন্ন ব্যান্ডউইড্থ সরবরাহ করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য মহাসড়কে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করা এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবার সকল সুবিধা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া;

২.৪.৩ সেবাসমূহ:

- IIG ও IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে IPLC (International Private Lease Circuit) সার্ভিস এবং IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে IP Transit Service প্রদান;
- বিএসসিসিএল-এর IIG লাইসেন্সের অধীনে Internet Service Provider সমূহকে IP Bandwidth প্রদান, বিভিন্ন কর্পোরেট গ্রাহকদের বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে IPLC লিজ লাইন এবং বিএসসিসিএল-এর স্থাপনাসমূহে কো-লোকেশন সার্ভিস প্রদান;

২.৪.৪ জনবল:

অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা
১৮৭ টি	১২২ জন	৬৫ টি

২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর অধীনে পরিচালিত অবকাঠামো:

(ক) SEA-ME-WE-4 (SMW-4) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য:

- বাংলাদেশ SEA-ME-WE-4 (SMW-4) নামক কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়েছিল ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের ১৪টি দেশের (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদিআরব, মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আলজেরিয়া, ইতালি ও ফ্রান্স) ১৬টি কোম্পানি SMW-4 কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে। সিঙ্গাপুর হতে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (ব্রাঞ্চ কেবলসহ) প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) কিলোমিটার। এই ক্যাবল হতে বাংলাদেশ প্রায় ৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ লাভ করছে;

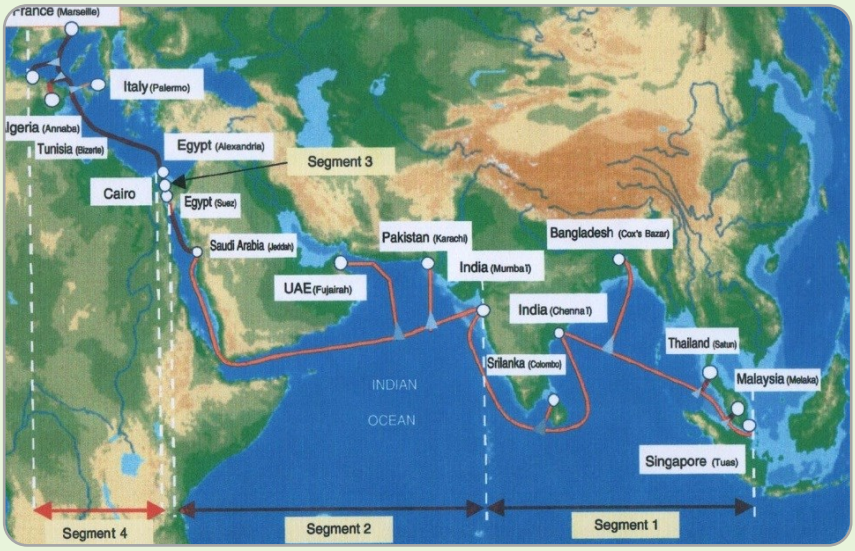

SEA-ME-WE-4 আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের ক্যাবল রুট।

(খ) SEA-ME-WE-5 (SMW-5) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য:

- ২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম SEA-ME-WE-5 এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করে। SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমে ১৭টি দেশের মোট ১৯টি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত রয়েছে। ২০,০০০ কি:মি: দীর্ঘ এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ২৩০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ লাভ করবে যা প্রযুক্তির উন্নতি হলে আরো বৃদ্ধি পাবে। এই ক্যাবলের প্রত্যাশিত স্থায়িত্বকাল ২৫ বছর;

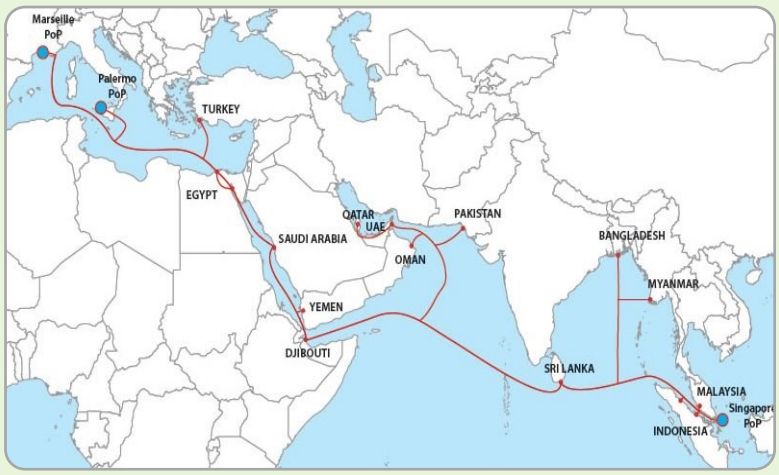

SEA-ME-WE-5 আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের ক্যাবল রুট

(গ) ইন্টারনেট গেটওয়ে কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

- স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৩ মাস থেকে বিএসসিসিএল-এর ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস শুরু হয়। বর্তমানে বিএসসিসিএল ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুয়াকাটা-এ PoP (Point of Presence) ও ডাটা সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবল সার্ভিসের আওতায় স্বল্প মূল্যে আইপি ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করছে;

২.৪.৬ বিএসসিসিএল এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন:

(ক) দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন:

- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিএসসিসিএল দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত South East Asia-Middle East-Western Europe-6 (SEA-ME-WE-6 বা SMW6) কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার জন্য গত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ দেশকে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত করা সম্ভব হবে;

(খ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা:

- ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস এবং আইটি ভিত্তিক সেবাসমূহের বিকাশ ও আইটি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের একনিষ্ঠতায় প্রতি Mbps ব্যান্ডউইড্থের মূল্য ২০০৯ সালে ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা ছিল বর্তমানে তা কমে ৩০০ (তিনশত) টাকারও নিচে নেমে এসেছে;

(গ) ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার বৃদ্ধি:

- বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ২০০৮ সালের জুলাই মাসের তথ্যানুসারে ৭.৫ Gbps থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের ৩০শে জুন ১১০২ Gbps অতিক্রম করেছে। প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে ৭.৫ Gbps ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও ২০১৭ সালে SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার ফলে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর মোট প্রাপ্য ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২,৮০০ Gbps। বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে গত বারো বছরে ব্যান্ডউইড্থের মূল্য হ্রাস ও গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চাহিদার ৬০ শতাংশের অধিক ব্যান্ডউইড্থ বিএসসিসিএল এককভাবে সরবরাহ করছে;

(ঘ) SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলের ইকুইপ্ড ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি:

- SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের Light Up # 2 (Upgradation)-এ বিএসসিসিএল অংশগ্রহণের মাধ্যমে SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলের ইকুইপ্ড ক্যাপাসিটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬০০ Gbps বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের মোট ইকুইপ্ড ক্যাপাসিটি ১৬০০ Gbps-এ উন্নীত হয়। এছাড়া বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের Light Up # 2.1 (Upgradation)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইকুইপ্ড ক্যাপাসিটি আরও ২০০ Gbps বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে;

(ঙ) বিএসসিসিএল এর পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (PoP) স্থাপন:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম একটি নিয়ামক হিসেবে বর্তমানে চালুকৃত ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইড্থ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় বিএসসিসিএল এর দুইটি পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (PoP) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকায় ৩(তিন)টি ও ঢাকার বাইরে ৩ (তিন)টি পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (PoP) হতে বিএসসিসিএল সেবা প্রদান করছে;

২.৪.৭ বিএসসিসিএল এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

(ক) দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন:

- দেশের ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, জুলাই ২০১৫ থেকে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বার্ষিক ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার বৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় ৭০%। ২০১৬ সালের শুরু থেকে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ বিক্রয়ের মার্কেট শেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে এবং বর্তমানে বিএসসিসিএল এর মার্কেট শেয়ার ৬০ শতাংশের অধিক। ২০২১ সালে দেশে 5G সেবা চালু করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। 5G সেবা চালু হলে দেশে ব্যান্ডউইড্থের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। দেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-4 ২০০৫ সালে চালু হয় এবং আগামী ২০২৫ সালে এই ক্যাবলের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যেতে পারে। SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলটি প্রায় ১৫ বছরের পুরানো হওয়ায় এটির রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সেবা বিঘ্নিত হওয়াসহ রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশী এবং তুলনামূলক পুরানো প্রযুক্তির কারণে এই ক্যাবলের মাধ্যমে স্থাপিত সংযোগের Latency অধিক হয়;

- নতুন একটি সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিএসসিসিএল দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত SMW6 কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাস নাগাদ কনসোর্টিয়ামের সদস্যগণের মধ্যে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে। এছাড়া তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার জন্য ইতোমধ্যে একনেক সভায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ দেশকে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এই সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ হতে পূর্ব দিকে (কক্সবাজার হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত) ৬ Tbps ও পশ্চিম দিকে (কক্সবাজার হতে ভারত, পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত) ৬ Tbps ক্যাপাসিটি আলাদাভাবে পাওয়া যাবে;

(খ) সিঙ্গাপুরের ইকুইনিক্সে বিএসসিসিএল এর পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (PoP) স্থাপন:

- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত স্বনামধন্য Point of Presence (PoP) এ বিএসসিসিএল এর ইকুইপমেন্ট স্থাপন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিঙ্গাপুরের ইকুইনিক্স PoP এ রাউটার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী মার্চ ২০২১ সাল নাগাদ সিঙ্গাপুরের ইকুইনিক্স PoP এ রাউটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে;

(গ) বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবন ও ডাটা সেন্টার নির্মাণ:

- বিএসিসিএল গত দশ বছরে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিএসিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে। অপরদিকে, Content Delivery Network (CDN) সেবা বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবন নির্মাণপূর্বক ডাটা সেন্টার স্থাপন করত: ভবিষ্যতে CDN সেবা প্রদান শুরু করার পরিকল্পনা বিএসসিসিএল-এর রয়েছে;

(ঘ) ২(দুই)টি সাবমেরিন ক্যাবলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন:

- বিএসসিসিএল এর কুয়াকাটাস্থ ও কক্সবাজারস্থ ২(দুই)টি সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশনের মধ্যে ভূগর্ভস্থ বা ওভারহেড ওপিজি ক্যাবলের মাধ্যমে অথবা সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা বিএসসিসিএল-এর রয়েছে;

২.৪.৮ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয়

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৬	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৪৩,৬৯	১৯২.৭

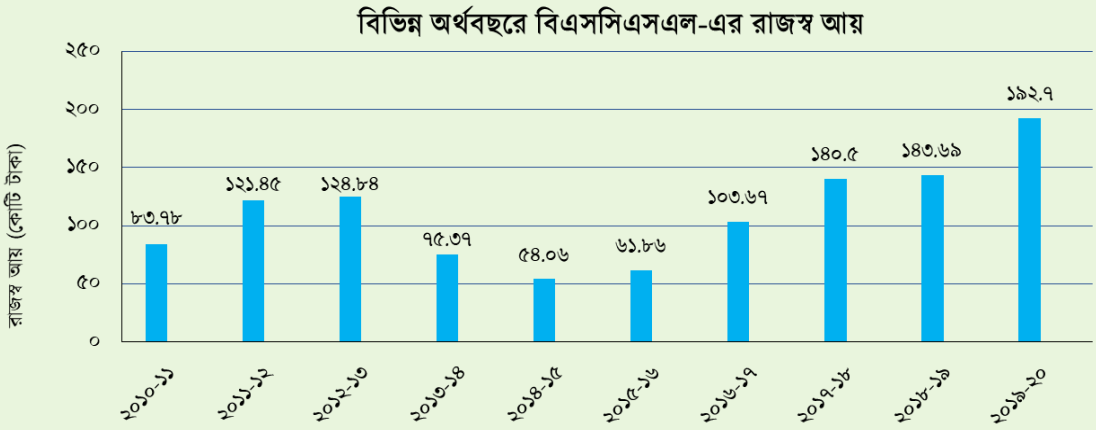

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল ডিভাইস, ২০২০ মেলায় টেশিসের স্টল পরিদর্শন করেন

টেলিফোন শিল্প সংস্থার ল্যাপটপ প্ল্যান্ট

২.৫ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস):

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনায় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) নামে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে ঢেলে সাজান। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এজি এবং তৎকালীন সরকারের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এনালগ পিএবিএক্স, ফ্যাক্স মেশিন, ডিপি ও সিটি বক্স, কেবিনেট, টেলিফোন সেট উৎপাদনের মাধ্যমে টেশিসের যাত্রা শুরু হলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিকল্পনায় টেশিস আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো ও টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স উৎপাদন করে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। তবে কালের পরিক্রমায় সে অগ্রযাত্রা শুধু ব্যাহতই হয়নি, ধীরে ধীরে টেশিস একটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে থাকে;

- ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শেখ হাসিনার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণ কর্মসূচীর অংশীদার করে টেশিসকে রুগ্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ২০০৮ সালে সিমেন্স থেকে টেশিসের সকল শেয়ার সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর হস্তান্তর হয়। ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত হয়ে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল ব্রান্ড টেশিস ল্যাপটপের উদ্বোধনের মাধ্যমে টেশিস ডিজিটাল সেক্টরে পদার্পণ করে। পরবর্তীতে টেশিস দোয়েল ব্রান্ডের ডেস্কটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, সাউন্ড বক্স, স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার, SDH MUX, Satellite Modulator, IP based PABX প্রভৃতি ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন করে। টেশিস ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে;

২.৫.১ উদ্দেশ্য:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও জনগণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ডবক্স, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, ক্যাশ রেজিস্টার, ট্যাব, নোটবুক প্রদান; টেলিযোগাযোগ খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো ও টেলিফোন সেটসহ বিবিধ ডিজিটাল ডিভাইস এবং উপকরণের প্রয়োজন মিটানো;
- কারিগরি দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি উৎপাদনের লক্ষ্যে কারিগরি জ্ঞান হস্তান্তর, উন্নতমান ও মূল্যমানের শিল্প, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং বিপণন; নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি; ডিজিটাল খাতে দেশের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ;

২.৫.২ গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে টেশিসের কার্যক্রম:

(ক) ডিজিটাল টেলিফোন সেট

- টেশিস বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে ০৩(তিন) টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ০৩(তিন) টি মডেলের স্টেনো সেট ও ০২ (দুই) টি মডেলের কলার আইডি টেলিফোন সেট সংযোজন, উৎপাদন ও বিপণন করছে।

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেল ও প্রকৃতির ডিজিটাল টেলিফোন সেটের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

উৎপাদন/সংযোজন	বিক্রয়
৫৯০০ টি	৫৮৯০ টি

(খ) পিএবিএক্স:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে নায়েম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

(গ) দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন ও বিয়োজন:

- বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ সংযোজন/উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃক সংযোজিত দোয়েল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বিতরণ ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। টেশিস এ যাবত মোট ১১টি মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন/সংযোজন করেছে। সেগুলো মানের দিক থেকে বাজারে সুনাম অর্জন করেছে এবং আরও উন্নত স্পেসিফিকেশনের কোর আই-৭ প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপের পরবর্তী মডেল বাজারজাত করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের ৭৫০টি ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত ৭৪১ টি ল্যাপটপ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ও জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে;

(ঘ) স্মার্ট প্রিপেইড মিটার

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,৪০,০০০টি মিটার সংযোজন করে ডেসকো, ডিপিডিসি এবং নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে সরবরাহ করা হয়েছে;

(ঙ) SDH MUX and Other Telecom Equipment:

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড-এ ডিডব্লিউডিএম এবং অন্যান্য টেলিকম ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে;

২.৫.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- উন্নত মানের Multimedia Projector, Mobile Set, Sound System, POS Machine, Finger Vein Machine, Biometric Device, Cash Register প্রভৃতি উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহ করা; বৃহত্তর পরিসরে পিএবিএক্স উৎপাদন বা সংযোজন ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্যানাসনিক টেলিফোন সেটের কেসিং, ব্যাটারির কেসিং, ডেস্কটপের কেসিং, পেনড্রাইভ, মাউস এবং ইউপিএস উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- টেশিসের ল্যাপটপ উৎপাদনের গুনগতমান বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের মাদারবোর্ডসহ সর্বশেষ প্রযুক্তির ইন্টেল প্রসেসর (১০ম প্রজন্ম) ব্যবহারসহ স্টোরেজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মার্কেটিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মার্কেটিং পার্টনার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে টেলিভিশন ও বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহের লক্ষ্যে টেশিসে প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; বৃহৎ পরিসরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকো, ডিপিডিসি ইত্যাদি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার সরবরাহ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে;

- ২০২১ সাল নাগাদ টেশিস Software, Apps তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। টেশিসের নতুন অর্গানোগ্রাম ২০১৯ এ R&D বিভাগ যোগ করা হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প বিবেচনাধীন; মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টেশিসের মোবাইল সেট উৎপাদন ও সংযোজন প্ল্যান্ট হতে নতুন মডেলের মোবাইল সেট উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

২.৫.৪ জনবল:

কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্থায়ী)	কর্মকর্তা/কর্মচারী (অস্থায়ী)	চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারী	নৈমিত্তিক কর্মচারী	মোট জনবল
৭৫ জন	০১ জন	৭৭ জন	১৫ জন	১৬৮ জন

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ২২শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস-এর উপস্থিতিতে টেলিফোন শিল্প সংস্থার দোয়েল ল্যাপটপের নতুন মডেলের উদ্বোধন করেন

২.৫.৫ টেশিস এর রাজস্ব আয় ও ব্যয়:

- টেশিস ১৯৭০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ”না লাভ না ক্ষতি“ নীতির উপর পরিচালিত হতো। তখন টেশিসের একমাত্র ক্রেতা ছিল বিটিটিবি (বর্তমানে বিটিসিএল)। ১৯৯৩ সাল হতে টেশিস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। ২০১০-২০১১ সাল হতে আয় ও ব্যয়ের হিসাব (ট্যাক্স বাদ দেয়ার পর) নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যায় (লক্ষ টাকা)	লাভ/(ক্ষতি) (লক্ষ টাকা)
২০১০-২০১১	৩,৪৬২.৮০	৩,৪৩৯.৯০	২২.৯০
২০১১-২০১২	৫,৮৬৯.২৭	৫,৮০৭.৭০	৬১.৫৭
২০১২-২০১৩	১০,৫০৮.৩১	১০,৪৫২.৩৬	৫৫.৯৫
২০১৩-২০১৪	৬,৩১৩.৮৮	৬,২৫৯.২৩	৫৪.৬৫
২০১৪-২০১৫	৬,৫২৪.১৫	৬,৪৬৩.৪৫	৬০.৭০
২০১৫-২০১৬	১১,৪৬৮.৫৮	১১,৩৮৯.২০	৭৯.৩৮
২০১৫-২০১৬*	১১,৫৫৯.৩৯	১১,৩৮৯.২০	১৭০.১৯
২০১৬-২০১৯	২৮,১৩৭.৬০	২৭,৮২৫.০৬	২৯০.০৭
২০১৭-২০১৮	৯,৫৯৭.০৪	৯,৫৯৭.৬০	(০০.৫৬)
২০১৮-২০১৯	১৪,২৬৪.০৯	১৩,০৬৭.৬৮	১১৯৬.৪১
২০১৯-২০২০	১১,৩৮১.৬১	১১,৫১৫.৩৮	(১৩৩.৭৭)

* ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব Restate করা হয়েছে।

টেলিফোন শিল্প সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ফ্যাক্টরি

তথ্যসূত্র: টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

বাকেশি'তে HDPE Silicon Duct প্ল্যান্টের উৎপাদিত Duct

গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস বাকেশি'র বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল উৎপাদন প্ল্যান্ট উদ্বোধনপূর্বক পরিদর্শন করেন

২.৬ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি):

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এ.জি-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে এই প্রতিষ্ঠানে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মেশিন সংযোজনের মাধ্যমে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত HDPE Silicon Duct-এর চাহিদা বিবেচনায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে HDPE Silicon Duct তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মেশিন সংযোজন করে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- উৎপাদন বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার বাণিজ্যিক উৎপাদন চলছে। বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH-এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

২.৬.১ ভিশন:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৬.২ মিশন:

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণসহ ক্যাবল লেইং-এর কাজে অপরিহার্য ডাক্ট পাইপ তৈরি করে ক্রেতাকে যথাসময়ে সরবরাহ করা এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে বাকেশিতে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর এবং ক্যাবল উৎপাদনসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক পরিসর সম্প্রসারণ করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

২.৬.৩ শেয়ার ব্যবস্থা:

অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	মোট শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য (টাকা)	ইস্যুকৃত মূলধন (টাকা)
২০০,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০	১০	৪,৮১,৫৮,৫৯৮

২.৬.৪ উৎপাদিত পণ্যসমূহ ও বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি	স্থাপিত ক্ষমতা	অর্জনযোগ্য ক্ষমতা
টেলিফোন কপার ক্যাবল	২ হতে ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত (আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, এরিয়াল ক্যাবল, ইনস্টলেশন ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, জাম্পার ওয়্যার, টি.আই.পি ক্যাবল, ড্রপ ওয়্যার ইত্যাদি);	১.২৫ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার	১.০ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল	২ হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, ১২ হতে ২১৬ ফাইবার লুজটিউব স্ট্র্যান্ডেড আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল;	১০,০০০ কিলোমিটার	৯,০০০ কিলোমিটার
এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট	৩২/২৬ মিমি, ৩৪/২৮ মিমি, ৪০/৩৩ মিমি, ৫০/৪২ মিমি ও ৬৩/৫২ মিমি ব্যাসের ডাক্ট;	৪,০০০ কিলোমিটার	৩,৫০০ কিলোমিটার
বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল	AAC-INS, AAC, ACSR, MHD Copper & Service drop Cable, XLPE Insulated Cable, PVC Insulated Copper & Aluminum Cable etc.	৬৫০ মেট্রিক টন	৬০০ মেট্রিক টন

২.৬.৫ গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্টের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ৫০,১৮৬ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৫,৫০০ কিলোমিটার ও ১,৪০০ কিলোমিটার যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;

- বিটিসিএল-এর জিএম (ট্রান্সমিশন) হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭.৩৫ কোটি টাকার ৬২০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৪৪০ কি.মি. ডাক্ট পাইপের ক্রয়ের আদেশ পাওয়া গেছে। বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রকল্প থেকে ২.৪২ কোটি টাকার ৬৭০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্রয়ের আদেশ পাওয়া গেছে;

- বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ৪৯,৬০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে; বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ১৮.৫০ কোটি টাকার ৬১০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৬০৫ কিলোমিটার এইচডিপিই ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে;

- আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক প্রকল্প হতে ১৫৮ কোটি টাকার ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার ডাক্ট পাইপ সরবরাহের ক্রয় আদেশ পাওয়া গেছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট-এর বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশীয় ব্যবহারকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিটিসিএল, পিজিসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সামিট কমিউনিকেশন্স, ফাইবার এট হোম লি:, ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন, হামিদা ট্রেডার্স, গ্রামীণফোন, সিটিসেল, কমনওয়েলথ এসোসিয়েটস, বিএসআরএম, ওয়েব লিংক কমিউনিকেশন্স, আমরা নেটওয়ার্ক, সিলেট কেবল সিস্টেম, আইএসএন লি:, মেসার্স এআরএ টেকনোলজিস্, ফোন্স বিডি লিমিটেড, মেসার্স রাসা ট্রেডার্স, আই-অটোমেশন, মেসার্স খুলনা ভিশন, ও অন্যান্য আই.এস.পি-র চাহিদা অনুযায়ী ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;

- বাকেশির APA, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল এবং ইনোভেশনসহ বিভিন্ন টার্গেট সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে; প্রতিষ্ঠানের জনবলের চাহিদা পূরণে ০৬ জন আউটসোর্সিং কর্মীর অস্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে; ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি খাতে সর্বমোট প্রায় ২৫.৬০ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে;

২.৬.৬ উৎপাদন বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন প্ল্যান্ট

- ২০১১ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপনের পর উৎপাদিত ক্যাবলের মাধ্যমে দেশীয় সরকারি-বেসরকারি টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একইসাথে বাকেশির আর্থিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। চাহিদার সাথে সমন্বয় করে এই প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ১টি সিথিং লাইন মেশিন, ১টি সেকেন্ডারি কোটিং লাইন মেশিন ও ১টি এস-জেড স্ট্র্যান্ডিং লাইন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। আরও ১টি উচ্চগতির সিথিং লাইন মেশিন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্যাবল কারখানার বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১০,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হবে;

- বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা মার্চ-২০২১ এর মধ্যে চালু হবে;

(খ) HDPE Silicon Core Duct উৎপাদন প্ল্যান্ট:

- দেশীয় সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের সমপরিমাণ HDPE Silicon Duct এর চাহিদা রয়েছে। বাকেশিতে স্থাপিত অত্যাধুনিক HDPE Silicon Duct গত সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করেছে। HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদা বিবেচনায় HDPE Silicon Duct তৈরির প্লান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ২টি নতুন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। উৎপাদিত Duct দিয়ে বিটিসিএলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে;

(গ) বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট:

- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষামূলক উৎপাদনও সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে প্ল্যান্টটি চলমান রয়েছে। এই প্ল্যান্ট হতে বাৎসরিক ৬০০ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। দেশের বৈদ্যুতিক সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রেখে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবদান রাখতে পারবে;

২.৬.৭ উৎপাদন বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ:

- বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সহায়ক হিসেবে কাজ করা ও প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব দৃঢ় রাখতে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে:
  (ক) ভূ-গর্ভস্থ পাওয়ার ক্যাবল উৎপাদনের মেশিনারিজ স্থাপন; HDD Pipe ও Micro Duct Pipe উৎপাদনের প্ল্যান্ট স্থাপন;
  (খ) Pigtail ও Patch Cord তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন; বিদ্যুৎ সেক্টর ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বহুল ব্যবহৃত সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন;

২.৬.৮ সাম্প্রতিক বছরসমূহে বাকেশি'র আর্থিক অবস্থান:

ক্রমিক	অর্থবছর	কর বাদে নিট লাভ (কোটি টাকা)
১	২০১৪-২০১৫	১২.৫৯
২	২০১৫-২০১৬	২৫.৩৮
৩	২০১৬-২০১৭	৩১.০১
৪	২০১৭-২০১৮	১৭.২৪
৫	২০১৮-২০১৯	১২.৭৬
৬	২০১৯-২০২০	১৯.৫৮

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডে স্থাপিত বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল, বেয়ার ও ইনস্যুলেটেড ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, ২০২০-এ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এর কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

টেলিযোগাযোগ অদিধপ্তরের কার্যালয়

২.৭ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর:

- টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং এ সেক্টরে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি গঠন করা হয়। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠিত হয়;

২.৭.১ রূপকল্প:

- সাশ্রয়ী, সার্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ সেবা;

২.৭.২ অভিলক্ষ্য:

- টেলিযোগাযোগ খাত পরিচালনায় সরকারকে সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে দেশে সাশ্রয়ী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি;

২.৭.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন ও বৈশ্বিক মানের সাথে সমন্বয়; টেলিযোগাযোগ খাতের সুশৃঙ্খল পরিচালনা; অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিস্তার;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োগ; মানবসম্পদ উন্নয়ন; গবেষণা ও উন্নয়ন; স্থানীয় উৎপাদনে সক্ষমতা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

২.৭.৪ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য:

- টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়নে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান; সরকারের অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়;
- আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সাথে যোগাযোগ; টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা প্রদান; বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা;

২.৭.৫ অধিদপ্তরের জনবল:

অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর পদ সংখ্যা	অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ সংখ্যা	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদ	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত পূরণকৃত মোট পদ
২৩৮	৭,৫৩৬	৭,৭৭৪	৪,০৪০

২.৭.৬ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি:

- টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন; টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবাসমূহের উন্নয়ন এবং গ্রাহকবান্ধব ও সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা নিশ্চিতে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহের অর্জন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমন্বয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান; টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রটোকলসমূহের প্রমিত মান (standards) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন ও পরিচালনা; দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তাসহ সাইবার হুমকি হতে জনগণকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে নীতি প্রণয়নে সহায়তাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা; টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন;

২.৭.৭ অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন; আধুনিক, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিযোগাযোগ আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়নে এবং ট্যারিফ নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরে Landing Rights for Broadcasting Satellite in Bangladesh গাইডলাইন, BTRC কর্তৃক প্রস্তাবিত 2G, 3G, 4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন লাইসেন্সিং গাইডলাইনসমূহ ও রেডিও কমিউনিকেশন্স এপারেটাস লাইসেন্স একীভূত করে প্রণীত গাইডলাইন, VSAT Hub Operator and VSAT User গাইডলাইন, আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং ITU-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি মতামত ও প্রতিবেদন প্রদান;
- বর্তমান সরকারের টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক প্রকল্প ১৫৬.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশব্যাপী নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কন্টেন্ট ফিল্টারিং এর জন্য উক্ত প্রকল্পের ২৫টি International Internet Gateway (IIG)-এর ৩৬টি সাইটে, ৩টি National Internet Exchange (NIX) এবং ৬ টি এগ্রিগেশন পয়েন্টে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক চালু; স্থাপিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কন্টেন্ট ফিল্টারিং এর জন্য IIG কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইড্থ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে গড়ে ডাউনলোড ৯৫০ জিবিপিএস ও আপলোড ২৫০ জিবিপিএস হারে ব্যান্ডউইড্থ মনিটরিং; ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে তেইশ হাজারের অধিক পর্ন-সাইট ও দুই হাজারের অধিক গ্যাম্বলিং সাইট বন্ধকরণ;

- Cyber Threat এবং প্রতিরোধের বিষয়ে বিটিআরসি, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থা ৩২ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক এবং ৩২ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান; ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম হিসাবে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে "ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল সুরক্ষা" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন;

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অফিস ভবন রেট্রোফিটিং ও ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্নকরণ ; ১২৫ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন ও চালু করা হয়েছে এবং ২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং ১০ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল চালুকরণ; ডিওটি কনফারেন্স রুমের রিনোভেশন এবং সিসি ক্যামেরাসহ পাবলিক এড্রেস সিস্টেম স্থাপন; ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ৪৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পিআরএল এবং ৪২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরী প্রদান;

২.৭.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিজস্ব দাপ্তরিক ভবন নির্মাণ; মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য R&D Centre স্থাপন; টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির মান নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ল্যাব স্থাপন;
- বেতার তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য Advanced Radio Study Centre প্রতিষ্ঠা; অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলের পেশাগত উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ;

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১২-১৩ ফেব্রুয়ারি-২০২০)

তথ্যসূত্র: টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল মেলা ২০২০' উদ্বোধনের পর বিসিএসএল-এর স্টল পরিদর্শন করেন

বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত Data Center, Telemetry ও MCPC Uplink প্রযুক্তি সম্বলিত "সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র"

২.৮ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল):

- স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ, কারিগরি ও বাণিজ্যিক পরিচালনা, স্যাটেলাইট সেবার প্রসার এবং স্যাটেলাইট সেবা খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গত ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য Bangladesh Satellite Company Limited (BCSCL) গঠনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস এর নিকট থেকে গত ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে BCSCL নিবন্ধন গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) নামে পরিচালিত হলেও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় Bangladesh Satellite Company Limited (BCSCL) হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়;

২.৮.১ রূপকল্প (Vision):

- স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন;

২.৮.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

- গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক স্থাপন, পরিচালনা, সেবা প্রদান এবং স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২.৮.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

(ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ব্যবহার বৃদ্ধি; দেশের সকল অনুমোদিত টিভি চ্যানেলসমূহকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ এর আওতায় আনয়ন;
- দেশের পরবর্তী স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ কার্যক্রম; দেশের অনুমোদিত সকল ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ আওতায় আনয়ন;

(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি; আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

২.৮.৪ কার্যাবলি (Functions):

- দেশব্যাপী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বিস্তৃতিকরণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্প্রসারণ। যেমন: ডাইরেক্ট টু হোম (DTH), ভি-স্যাট (VSAT), ব্রডকাস্টিং (Broadcasting), কমিউনিকেশন ট্রাংক (Communication Trunk), টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং প্রভৃতি; নেটওয়ার্কভুক্ত অঞ্চলে টিভি চ্যানেল সম্প্রচার সেবা প্রদান; দুর্যোগকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও দুর্গম অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ; স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরবর্তী স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কার্যক্রম সম্পাদন;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে VSAT প্রযুক্তিতে রাজধানী ঢাকা ও ভোলার দুর্গম চর চরলিউলিনের স্থানীয় একটি স্কুলের মধ্যে স্থাপিত ই-এডুকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন

২.৮.৫ প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের ০৭ (সাত)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানির জনবল ও সরঞ্জাম কাঠামো, বেতন কাঠামো, চাকরি প্রবিধানমালা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ ও নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; কোম্পানির ১৬৬টি পদ সম্বলিত জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদে ৭৪ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" (অনুচ্ছেদ ৩.২১) অধ্যায়ে দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২) উৎক্ষেপণের ঘোষণা রয়েছে। ইশতেহারের উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কোন প্রকারের স্যাটেলাইট হবে এবং সেই স্যাটেলাইট নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- বিএসসিএল "স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০২০ এ সম্পন্ন হবে;
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত ৩১টি চরের ১১২টি স্থাপনায় ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসকল চরসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্য কোন টেলিযোগাযোগ সংযোগ নেই। ভি-স্যাট সংযোগের ফলে প্রত্যন্ত এ দ্বীপগুলো টেলিযোগাযোগ সেবার আওতায় এসেছে এবং ডিজিটাল বৈষম্য দূরীভূত হচ্ছে;

২.৮.৬ বাৎসরিক আয় ও ব্যয়:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৬,৭১,৪২,৫৭৭ (ছাব্বিশ কোটি একাত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতাত্তর) টাকা মাত্র এবং আয়ের পরিমাণ ৩৭,৫৪,৯৬,১৯০ (সাইত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত নব্বই) টাকা মাত্র;

২.৮.৭ স্যাটেলাইট সেবা প্রদান ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাথে বিএসসিএল এর বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য Beximco Communication Limited সাথে বিএসসিএল এর বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- ০২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য Inmarlsat Global Limited এর সাথে বিএসসিএল এর অ-প্রকাশ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- ০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য Intelsat Global Sales & Marketing Limited ASIX Asian এবং Satellite Internet exchange Limited এর সাথে বিএসসিএল এর অ-প্রকাশ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মাসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সেবা বিপণনের জন্য ২৫টি প্রতিষ্ঠান যথা-

  ATN Bangla, ATN News, Channel 24, Bijoy TV Limited, News 24 TV RTV, Ananda Tv, Titas TV, Mohona Television, Ekushe Television Limited, NTV, Boishakhi Television, My TV, Asian Telecast Limited, Bangla Vision, SATV, Duranta Television, Deepto Television Impress Teleflim Limited, Gazi Television, Nagorik Television, Somoy Television, Channel 9, Maasranga Television, Independent Television এর সাথে বিএসসিএল বাণ্যিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;

- ০২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেল সমূহকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার আওতায় আনার কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন;
- ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সেবা বিপণনের জন্য Rangdhanu TV সাথে বিএসসিএল বাণ্যিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;
- ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য The Intersputnik International Orgaization of Space Communications এর সাথে বিএসসিএল এর নন-ডিসক্লোজিং চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য Advantech Wireless Technology, Inc. এর সাথে বিএসসিএল এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে;
- ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সেবা বিপণনের জন্য বাংলা টিভি'র সাথে বিএসসিএল এর সংশোধিত বাণ্যিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ফিলিপাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে "Arsys Telecommunication Services"–এর সাথে বিএসসিএল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর CMS ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করে;
- ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেবা বিপণনের জন্য বাংলাদেশ বেতার এর সাথে বিএসসিএল এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;
- মে ২০২০ মাসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সেবা বিপণনের জন্য বাংলাদেশ বেতার এর সাথে বিএসসিএল বাণ্যিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;

২.৮.৮ অর্জনসমূহ:

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে স্থাপিত ই-এডুকেশন সেবার মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীরাও শহরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে;
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত ৩১ টি চরের ১১২ টি স্থাপনায় ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হচ্ছে; MCPC প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজতর উপায়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে যে কোনও অডিও ও ভিডিও কনটেন্ট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এ আপলিংক এবং সম্প্রচার সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেশের টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলসমূহের নিজস্বভাবে ব্যয়বহুল আপলিংক স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজন হবে না;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার মাধ্যমে সহজতর ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। এ সুরক্ষিত প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থানে ব্যাংকের শাখা ও এটিএম বুথ দ্রুত বিস্তার করে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা যাবে;

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

ডাক অধিদপ্তর

কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালীন ডাক অধিদপ্তর 'কৃষক বন্ধু ডাক সেবা' উদ্যোগের অধীনে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিনা মাশুলে বাজারে পৌঁছে দিয়েছে

আগারগাঁও-এ ডাক অধিদপ্তরের নবনির্মিত সদর দপ্তর

২.৯ ডাক অধিদপ্তর:

- ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোস্ট অফিস এ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে ডাক বিভাগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে এই আইনটিকেই আত্তীকরণ করে ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ডাক ব্যবস্থা সৃষ্টির কালে ডাক অধিদপ্তরের মূল কাজ ছিল ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি। পরবর্তীতে এসকল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কার্যক্রম। বর্তমানে ডাক অধিদপ্তর তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে ডাক সেবাসমূহকে যুগোপযোগী করে রূপান্তর করে চলেছে। দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সেবা প্রদান করে থাকে;

২.৯.১ রূপকল্প (Vision):

- সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা;

২.৯.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ;

২.৯.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্পসুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা; সমগ্র দেশে ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;

- প্রথাগত ডাক সেবার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবার প্রবর্তন; ডাক সেবার বাণিজ্যিকীকরণ; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবাসমূহের প্রবর্তন; ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় আনয়ন; উন্নত মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং জিরো টলারেন্স পলিসি প্রবর্তন; উন্নততর ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্ব প্রদান; প্রতিটি গ্রামীণ ডাকঘরে কমপক্ষে একজন করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ; কোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর সমন্বয়;

২.৯.৪ ডাক অধিদপ্তরের সেবা

(ক) ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা:

- পোস্ট কার্ড ও এনভেলপ, রেজিস্ট্রেশন, পার্সেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক),ভিপিপি ও ভিপিএল;
- জিইপি সার্ভিস, ইএমএস সার্ভিস, স্পিড পোস্ট, ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস), রেজিস্টার্ড নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, ই-পোস্ট, সার্ভিস স্ট্যাম্পস বিক্রয়, ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস, মানি অর্ডার সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশকার্ড, ডিজিটাল-কমার্স ডেলিভারি;

(খ) ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবা:

- ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদী হিসাব), সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), ডাক জীবনবীমা, প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), রাজস্ব স্ট্যাম্পস, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস, বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য স্ট্যাম্পস ডাকঘরে বিক্রয়, বিড়ি ব্যান্ডরোল মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয়, বিতরণ ব্যবস্থাপনা, সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্পস মুদ্রণ ও বিতরণ;
- সেবাগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক অধিদপ্তরের ডাকঘর, ডাক পরিবহন সার্ভিস এবং ডাক জীবনবীমা সমন্বিত উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। এজেন্সি সেবাসমূহ শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ। এছাড়া সারাদেশের ৮,৫০০টি ডিজিটাল ডাকঘরসমূহে ই-সেবাও দেওয়া হয়ে থাকে।

২.৯.৫ দেশব্যাপী ডাকঘরের সংখ্যা:

ডাকঘরের ধরন	সংখ্যা
জিপিও	৪
এ গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	২৩
বি গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	৪৫
উপজেলা পোস্ট অফিস	৪২০
সাব পোস্ট অফিস	৯২৩
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১১
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২২
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,১৩৯
মোট	**৯,৮৮৭**

২.৯.৬ ডাক অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ:

(ক) ডাক অধিদপ্তরের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও পুনর্বাসন (২য় পর্যায়):

- প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২৬৭টি ডাকঘর পুনর্নির্মাণ, মেরামত, সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডাকঘরসমূহ আধুনিক সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

(খ) ঢাকা শহরে ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ:

- ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসনের সংকট নিরসনের জন্য ২০তলা বিশিষ্ট ৮টি ভবনে মোট ৬০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে।

(গ) মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন আধুনিক ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করে সনাতন রেলওয়ে নির্ভর প্রায় ৫০ বছর পুরাতন মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহকে প্রতিস্থাপনপূর্বক বাংলাদেশ পোস্ট অফিসকে আরও গতিশীল করবে। আর্টিক্যাল, সর্টিং ও বিলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে পোস্টাল গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে পারবে। এটি পোস্ট অফিসের নতুন দ্বার উন্মোচন করতে সহযোগিতা করবে। ডাক অধিদপ্তরের ভিশন এবং মিশন অর্জনে মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহ প্রচলিত ডাক সেবার বিপরীতে নির্ভরযোগ্যতা, দ্রুততা, মানসম্পন্নতা ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা অর্জনে অবদান রাখবে;

(ঘ) ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

- প্রকল্পটি গত ৩০-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৬টি জিপিও ভবন, ২৪টি জেলা ডাকঘর ভবন, ৮টি উপ ডাকঘর (স্থানীয় ডাকঘর) ভবন এবং বাংলাদেশ ডাক জীবন বীমা সদর দপ্তর নির্মাণ করা হবে;

(ঙ) ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস:

- ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' গত ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে;

২.৯.৭ অননুমোদিত নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা:

(ক) ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায়:

- ই-কমার্স দ্বারা সৃষ্ট অনলাইন বাজার ব্যবস্থার পণ্য ও দ্রব্য ডেলিভারি প্রদানসহ মানসম্পন্ন দ্রুততর ডাক পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ডাক সেবা প্রদানে সক্ষম Chill Chamber সম্বলিত ১৩টি ফ্রোজেন ভ্যানসহ মোট ৩৪টি মেইল কভার্ড ভ্যান ক্রয়পূর্বক বর্তমান ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দ্রুততর ডাক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে;

(খ) পার্সেল সর্টিং সেন্টার নির্মাণ:

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বৈশ্বিক ডাক ব্যবস্থার ন্যায় যুগোপযোগী ডাক সার্ভিস প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সনাতন ডাক ব্যবস্থার রেল পরিবহনের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীলতা, রেলওয়ে নির্ভর পুরাতন মেইল রুটের দীর্ঘসূত্রিতা ও দ্রুত ডাক পরিবহনের অক্ষমতা কাটানোর জন্য ইতোমধ্যে "ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ১১৮টি মেইল গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন আকৃতির এ সকল মেইল গাড়ি বিভিন্ন ওজন ও আকৃতির পার্সেল পরিবহন সার্ভিস ও নূতন লজিস্টিক সার্ভিস প্রদানের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নূতন সংগ্রহকৃত মেইল গাড়িসমূহকে ব্যবহার করে রেলওয়ে নির্ভর ডাক নেটওয়ার্কের পরিবর্তে দ্রুত পরিবহনযোগ্য সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যম সম্বলিত নূতন সড়ক নির্ভর ডাক নেটওয়ার্ক প্রবর্তনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উক্ত নেটওয়ার্কে সারা দেশের প্রান্তিক পর্যায় হতে গৃহীত যে কোন আকৃতির পার্সেল ও লজিস্টিক দ্রব্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে সরবরাহের জন্য পরিকল্পিত সড়ক মেইল রুটের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থানসমূহে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পার্সেল আনলোড প্রসেসিং ও রিলোডকরণের সুবিধা সম্বলিত পার্সেল সর্টিং সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনায় এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে;

সারাদেশে ডাক পরিবহনের জন্য নতুন ক্রয়কৃত পোস্টাল ভ্যান।

২.৯.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ডাক অধিদপ্তরের অধীন সারা দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিস চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; এছাড়াও লজিস্টিক মেইল, বিজনেস মেইল, এম-কমার্স সার্ভিস চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের সাথে মাস্টার কার্ড ও ভিসা কার্ডের ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এম কমার্স ও ই কমার্স এর পরিসর বৃদ্ধিকরণ; প্রতিটি কর্মচারীকে উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণ প্রদান; মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের সকল কর্মকর্তাদের আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পোস্ট অফিসের কার্যাবলি অটোমেশনের আওতায় আনয়ন; ডাকঘর প্রান্তে ট্র্যাক এবং ট্রেস সিস্টেম বাস্তবায়ন; সারা দেশে ইলেকট্রনিক লেনদেনের জন্য এটিএম বুথ স্থাপন; জিএমএস ব্যবস্থা প্রবর্তন; মেইল সংগ্রহ ও সকল পোস্ট অফিসের ডেলিভারি স্বয়ংক্রিয়করণ; সকল ডাকঘরে পোস্ট ই-পে-সার্ভিস প্রবর্তন; আন্ত:সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক মেইল প্রাপ্তি, পরিবহন ও বিতরণ নিশ্চিতকরণে মেইল বিনিময় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা; বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ; জিপিআরএস এবং জিএমএস ভিত্তিক জিপ কোড প্রণয়ন করে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি ইলেকট্রনিক ঠিকানা ভিত্তিক ZIP কোড প্রদান;

২.৯.৯ ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়:

- ডাক সেবা আধুনিকায়নে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন নতুন সেবা চালু করার ফলে সাম্প্রতিক বছরসমূহে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের চিত্র নিম্নরূপ-

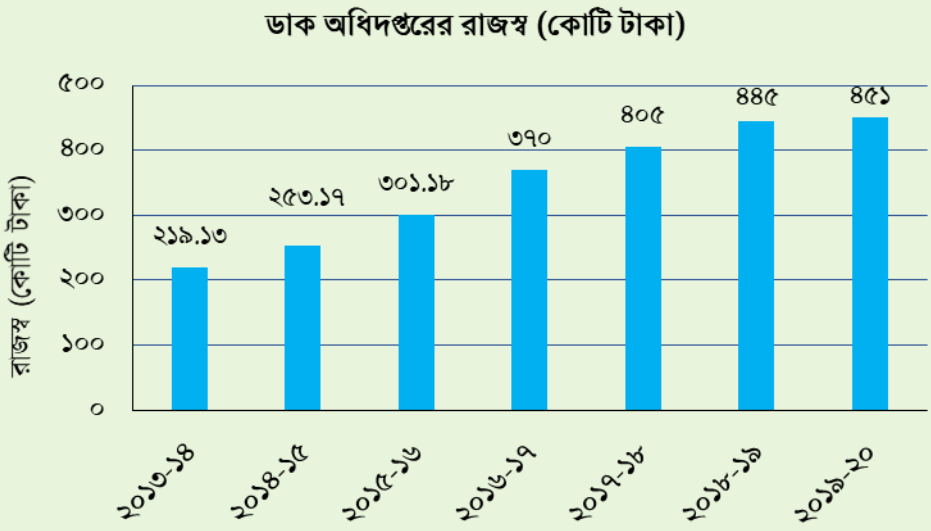

সাম্প্রতিক বছরসমূহে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়

তথ্যসূত্র: ডাক অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড অবমুক্তকরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে গণভবনে স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৯তম বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গণভবনে স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম এবং ডাটাকার্ড অবমুক্ত করেন

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

২.১০ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ:

- ২০১০ সালে দি পোষ্ট অফিস এ্যাক্ট ১৮১৯-এর ধারা ৪ এবং ধারা ৫৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা নিয়ন্ত্রন ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবার লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের পর হতে মেইলিং ও কুরিয়ার লাইসেন্স ফি আদায় ও লাইসেন্স ইস্যুর কাজ করে যাচ্ছে;

২.১০.১ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিষয়সমূহ:

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান; সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস, ক্ষতিপূরণ ফিস ও অন্যান্য ফিস আদায় ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান নির্ধারণ; নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ; বিভিন্ন ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকার হিসাবে দায়িত্ব পালন; গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি;

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ; আন্তর্জাতিকভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনির্ভাসাল পোষ্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

- ইউনির্ভাসাল পোস্টাল ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস সম্পর্কিত আধুনিক ধারণা, সেবার মানোন্নয়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

২.১০.২ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;
- আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;
- অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;

২.১০.৩ প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা:

ক্রমিক	সেবা/ব্যবসার প্রকৃতি	প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৭৫
২	আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৮৫
৩	অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৩০
	মোট	১৯০ টি

২.১০.৪ জনবল:

ক্রমিক	পদের নাম	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান (যুগ্মসচিব বা অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	০১	প্রেষণ
২	সদস্য (উপসচিব বা যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	০২	প্রেষণ
৩	সহকারী পরিচালক (বেতন গ্রেড-৯)	০২	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বেতন গ্রেড-১১)	০১	সরাসরি নিয়োগ
৫	পরিদর্শক (বেতন গ্রেড-১২)	০৪	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৬	হিসাবরক্ষক (বেতন গ্রেড-১৪)	০১	সরাসরি নিয়োগ
৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (বেতন গ্রেড-১৬)	০৫	সরাসরি নিয়োগ
৮	গাড়িচালক (বেতন গ্রেড-১৬)	০২	সরাসরি নিয়োগ
৯	অফিস সহায়ক (বেতন গ্রেড-২০)	০৫	সরাসরি নিয়োগ
	মোট	**২৩**	

- চেয়ারম্যান এবং ২(দুই) জন সদস্য অতিরিক্ত দায়িত্বে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অন্যান্য পদে এখনও জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি।

২.১০.৫ রাজস্ব আয়:

ক্রমিক	সেবা/ব্যবসার প্রকৃতি	আদায়কৃত লাইসেন্স ও নবায়ন ফি (টাকা)	ক্ষতিপূরণ ফি (টাকা)	মোট আদায়কৃত রাজস্ব (টাকা)
১	অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	১৬.৭০,০০০.০০	৬,৮৪,৭৮৬.০০	২৩,৫৪,৭৮৬.০০
২	আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৯,৩৫,০০০.০০	৯২,৮০,৮০৪.০০	১,০২,১৫,৮০৪.০০
৩	অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৭০,০০০.০০	১,২২,৯৬০.০০	১,৯২,৯৬০.০০
	মোট	**২৬,৭৫,০০০.০০**	**১,০০,৮৮,৫৫০.০০**	**১,২৭,৬৩,৫৫০.০০**

তথ্যসূত্র: মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

তৃতীয় অধ্যায়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয়

৩.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিচালন বাজেট ২০১৯-২০:

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে এ বিভাগসহ দপ্তর ও সংস্থার অনুকূলে ১০৪৯,১২,৮৭,০০০.০০ (এক হাজার ঊনপঞ্চাশ কোটি বার লক্ষ সাতাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও দপ্তর ও সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দের বিন্যাস ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরূপ:-

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)		
প্রতিষ্ঠান	বরাদ্দ	ব্যয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১১,৯২,৫০	৯,২০,৩৯
ডাক অধিদপ্তর	৯৫০,৪৩,৩৭	৮৯৩,৪০,৫৩
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৮৬,৪২,০০	৬১,৩২,১৩
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	৩৫,০০	৯,১৮
মোট=	**১০৪৯,১২,৮৭**	**৯৬৪,০২,২৩**

৩.২ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় (২০১৯-২০):

২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)		
প্রতিষ্ঠান	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৪৬,০০	৩১,১৮
ডাক অধিদপ্তর	৪৫০,০০,০০	৪৫১,৮০,৪৮
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৩১১০,০০,০০	৪৭০৪,৮৯,৫১
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	১,২০,০০	১,১৬,৬১
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ	১,৫০,০০	১,২৭,৬৪
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড	১৮,০০,০০	০
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	৪,০০,০০	২,৪০,৭৯
সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড	৩১,৯৫,০০	০
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,০০,০০	০
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১,০০,০০	০
	৩৬২৩,১১,০০	**৫১৬১,৮৬,২১**

৩.৩ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গত কয়েক বছরের রাজস্ব আয়

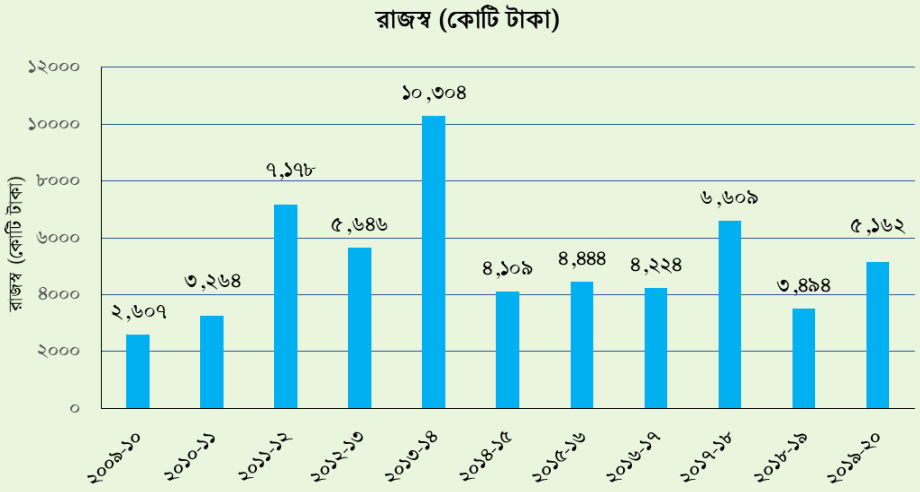

চতুর্থ অধ্যায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১২ বছরে (২০০৯-২০২০) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার

৪.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১২ বছরের কার্যক্রম ও অর্জন:

(ক) আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার:

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০), বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯; পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০); সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৩;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮; জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮; আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮);

(খ) টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গাইডলাইন:

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; 3G সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৩; 4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৭; ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম ও সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারকানেশন এক্সচেঞ্জ সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৬; টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন ও রেগুলেটরি গাইডলাইন, ২০১৮; টাওয়ার শেয়ারিং রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৮;

(গ) টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:

- কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা বিপণনসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়েছে;
- দেশে বেসরকারি খাতের মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন:

- গত ১২ মে ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপসহ সারাদেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) প্রযুক্তিতে সেবা প্রদান শুরু হয়েছে। দেশের ৩৩ টি বেসরকারি চ্যানেল ও বিটিভির ০৪ টি চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে তার প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলছে;

- স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থাপনা দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;
- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং অধুনালুপ্ত সিটিসেলের 2G লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লাইসেন্সসমূহ নতুন গাইডলাইন ও শর্তের আলোকে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি মেগাহার্জ তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল;
- গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিলামে প্রতি মেগাহার্জ 3G স্পেকট্রাম (২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ড) ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে; গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানকে 4G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 4G সেবা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সকল উপজেলা পর্যায়সহ গ্রামাঞ্চলেও 4G সেবা বিস্তৃত হয়েছে;
- ২০১৮ সালে নিলামে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের প্রতি মেগাহার্জ স্পেকট্রাম ৩১ মিলিয়ন ডলার এবং ২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের প্রতি মেগাহার্জ স্পেকট্রাম ২৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে;
- ২০০৬ সালে চালুকৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যান্ডউইড্থের পরিমাণ বর্তমানে ৪০০ জিবিপিএস এর অধিক দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ব্যান্ডউইড্থ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের অপটিক্যাল ফাইবার (প্রটেকশন) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটির অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ জিবিপিএস এ রূপান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্সধারী বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসমূহও কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাকহল লিংক স্থাপন করে সেবা প্রদান করছে;
- "১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প" ডিসেম্বর ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০০ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- বিটিসিএল কর্তৃক "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON), ভিত্তিক FTTx (Office/home/building) System চালু করা হয়েছে;
- দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন ও সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিদ্যমান দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের বর্তমান মোট ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি ২৭০০ জিবিপিএস। দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইড্থ চাহিদার প্রায় ৭০% বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে;
- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে এটি চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে;
- "উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৯০০০ কি.মি. এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী NTTN অপারেটরগণও প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। ফলে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;

- বিটিসিএল কর্তৃক "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi-media Subsystem) Platform, FTTx Technology এর AGW (Access Gate Way), GPON (Gigabit Passive Optical Network) ও MDU (Multi Dwelling Unit) -এর মাধ্যমে Fixed Access Network এবং বিটিসিএল এর IP Network স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবাসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে;
- "দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫৮৭টি সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে বিটিসিএল এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে ৪৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হবে;
- মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যেকোনো মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Mobile Number Portability Services (MNPS) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে Porting কার্যক্রম শুরু করে। গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mobile Number Portability (MNP) সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন; বিটিসিএলসহ ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুইটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য IGW, ICX, IIG, NIX, VSP, ISP, IPTSP, NTTN, NSP, Vehicle Tracking Service, MNP, Tower Sharing, TVAS ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে প্রায় ৩৪৬৮টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে; Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ ডট বাংলা ('.বাংলা' .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে '.বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। '.বাংলা' ডোমেইন চালুর ফলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবে। ফলে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিসহ বাংলা কনটেন্ট তৈরি উৎসাহিত হবে। এছাড়া '.বাংলা' ডোমেইন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় 3G সেবা উদ্বোধন করেন;
- টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারীদের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যয় এবং ভূমি ও বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ জনস্বাস্থ্যের উপর মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব রোধে গত ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে Regulatory and Licensing Guideline for Tower Sharing License জারি করা হয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে চারটি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing License প্রদান করা হয়; সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তার ও অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন প্রকল্পকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে;

- সাধারণ জনগণের কাছে নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ, সার্বজনীন এবং সাশ্রয়ী TVAS সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গত ৩১ মে ২০১৮ তারিখে Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) জারি করা হয়েছে;
- সরকারি রাজস্ব সুরক্ষা এবং বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি সহজীকরণ এবং IMEI ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং সংরক্ষণের স্বার্থে বিটিআরসি'র কারিগরি সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ইম্পোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিএমপিআইএ) এর আর্থিক সহায়তায় বিটিআরসিতে NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেমটি স্থাপন করা হয়েছে। গত ২২-০১-২০১৯ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন;
- বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটের অনুপ্রবেশ রোধ, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করত: জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় NEIR (National Equipment Identity Register) স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদেশ থেকে বৈধ পন্থায় আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের IMEI সমূহ একটি ডাটাবেজ সিস্টেমে (NAID: NOC Automation & IMEI Database) সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- টেলিটক সারাদেশে প্রায় ৪৯৩৬টি 2G বিটিএস এবং ৩,৯০৯টি ৩জি বিটিএস (নোড বি) এবং ২,৩৪৬টি 4G নোড-বি'র মাধ্যমে সকল জেলা শহরে ও ৪৮৭টি উপজেলায় 3G মোবাইল সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া এ সময়ে সারাদেশে ৯১টি গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ও পয়েন্ট চালু করেছে। টেলিটকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪৮.৭৩ লক্ষ। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিটক জনগণকে ই-সেবা প্রদান করছে;

(ঙ) ডিজিটাল মাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা:

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে পর্ন-সাইটসহ দেশের মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ওয়েবসাইট বা কনটেন্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ধরণের ২২ হাজার পর্নসাইট ও ২ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে;
- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে গ্রাহকগণের তথ্য যাচাইপূর্বক SIM/RUIM পুন:নিবন্ধন কার্যক্রম ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চালু করা হয়েছে এবং নতুন সংযোগ গ্রহণে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৩১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটর মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরের মোট ২০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩ শত ৭৬টি SIM/RUIM বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন, অবৈধ কল টার্মিনেশন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশবিরোধী প্রচারণা, গুজব, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকর কনটেন্ট রোধ, মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(চ) সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ:

- বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৫ টাকার নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাঞ্ছিত প্যাকেজ বন্ধকরণ, কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং ডিজিটাল সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মাসিক চার্জ ২০০৯ সালের ২৭,০০০ টাকা হতে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বর্তমানে সর্বনিম্ন ২৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ TVAS সেবায় ব্যবহৃত Unstructured Supplementary Service Data (USSD) এর জন্য Session Based USSD Pricing নির্ধারণ করা হয়েছে;
- BWA, ISP, PSTN, IPTSP সহ অন্যান্য সকল ANS অপারেটরগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন ANS Operator's Quality of Service Regulations, 2018 জারি করা হয়েছে;
- 'Limiting Exposure to Radiation of Electromagnetic Fields (9kHz to 300GHz)' শীর্ষক একটি খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। EMF-Radiation এর মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিটিআরসি ২ ইউনিট Radiation Measurement Equipment with Monitoring Vehicles ক্রয় করেছে;

(ছ) টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি:

- মোবাইল ফোনের সংযোগ সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪.৬ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে প্রায় ১৬.১৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ৯৮.২৪% এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে ৩৪.৫% ছিল;
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের মাত্র ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে প্রায় ১০.৩৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি দাঁড়িয়েছে ৬২.৭১% এ যা ২০০৮ সালে মাত্র ২.৫% ছিল;
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস যা জুন ২০২০ শেষে ১,২৯৫ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে;

(জ) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চগতির আরও ১টি নতুন সিথিং লাইন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় বাকেশি-তে HDPE Silicon Duct তৈরির জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক্ট প্ল্যান্টের উৎপাদন ৩,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে নতুন ডাক্ট মেশিন সংযোজন করা হয়েছে;

- বাকেশি'র উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ২,৪০০ মেট্রিক টন (মাসে গড়ে ৬০০ কিলোমিটার) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যান্টটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। এ পর্যন্ত ৮০,০০০ (আশি হাজার) ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর বাংলাদেশ শিক্ষা বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থায় ২০০৯ সালে ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্ল্যান্ট ৮ (আট) প্রকারের মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন করা হয়। এ পর্যন্ত ডেসকোর নিকট বিভিন্ন প্রকারের মোট ৪,৬৭,৬৬১টি, ডিপিডিসি'র নিকট ১,০০,০০০টি এবং আরইবি'র নিকট ৩০,৫০০টি মিটার বিক্রয় করা হয়েছে। ডেসকো এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন সমিতিতে মিটার সরবরাহ করা হচ্ছে। ডেসকো'তে ১ (এক) লক্ষ স্মার্ট মিটার সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; টেশিসে ২০০৯ সালে মোবাইলের ব্যাটারি ও ব্যাটারি চার্জার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে;

(ঝ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ:

- অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত SIM/RUIM ও যন্ত্রপাতি জব্দ করাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে;
- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM Box detection System স্থাপন করা হয়েছে। SIM Box ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্তকৃত SIM/RUIM দ্রুততম সময়ে বন্ধ করা হয়ে থাকে;
- বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক অপারেটররা Self-Regulation পদ্ধতি প্রয়োগ করায় অবৈধ কল টার্মিনেশনে SIM/RUIM এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে;
- অবৈধ কল টার্মিনেশন কার্যক্রম রোধকল্পে Bi-Lateral connectivity সমূহ বিচ্ছিন্নকরণ, ISP ও IIG Bandwidth নিয়মিত পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল টার্মিনেশনের চার্জ সমন্বয় এবং VSAT এর ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে ও বিটিআরসি'র কঠোর নজরদারির কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কলরেটের নিম্নে যাতে কোন Operator/IGW বৈদেশিক কল আদান-প্রদান করতে না পারে, সেলক্ষ্যে সকল IGW অপারেটরদেরকে মাসিক ভিত্তিতে তাদের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Local and Foreign Currency account) তথ্যাদি বিটিআরসিতে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- অবৈধ টার্মিনেশনে ব্যবহৃত SIM/RUIM এর সংখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে জরিমানা করার প্রথা চালু করা হয়েছে; নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‍্যাব এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- Caller ID Spoofing রোধে সকল অপারেটরে প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে; দেশের সকল বৈধ সেটের International Mobile Equipment Identity (IMEI) ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের সুবিধাসহ একটি NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ২২-০১-২০১৯ তারিখে সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন;

(ঞ) ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তৃতিকরণ:

- "পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৮০০০টি গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা ডাকঘরকে Digital Center হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা ও সুবিধা প্রদান, বিদেশ হতে আগত রেমিটেন্স সুবিধা প্রদান, ওয়েব ক্যাম এর মাধ্যমে বিদেশের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথোপকথনের সুবিধা প্রদান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সুবিধা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র পূরণের সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;
- ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে; তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং ১২৭৩টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে "ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে; মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন আধুনিক ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করে প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন সনাতন মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহকে প্রতিস্থাপনপূর্বক আর্টিক্যাল, সর্টিং ও বিলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে পোস্টাল গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে পারবে;
- ব্যাংক হিসাব ছাড়াই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেনাকাটার একটি সরকারি সেবা হিসাবে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের জন্য ব্যালেন্স ট্রানজেকশন নিশ্চিতকরণে ডাকঘরের মাধ্যমে 'ডাক টাকা' চালু করা হয়েছে। ডাকঘরে গিয়ে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে মাত্র ২ টাকা দিয়ে হিসাব খুলে এ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। ডাক টাকা ব্যবহার করে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, অ্যাপ ও এমপিওএসসহ কেনাকাটা বা লেনদেনে বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ডাকঘরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কিনে এই হিসাবে ক্যাশ ইন (টাকা জমা দেওয়া, পাঠানো) এবং ক্যাশ আউট (টাকা ওঠানো) করা যায়। ফলে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে লেনদেনও সম্ভব;
- নগদ সার্ভিসটি বাংলাদেশ ডাক বিভাগের একটি ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয়; গত মে ২০১০ হতে ডাক বিভাগ বাণিজ্যিকভাবে ইলেক্ট্রনিক/ মোবাইল মানি অর্ডার সেবা প্রবর্তন করে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০ টি বিভিন্ন শ্রেণির ডাকঘরে এ সার্ভিসটি চালু রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে এ সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন;
- গত ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোস্টাল ক্যাশ কার্ড উদ্বোধন করেন এবং ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। সকল জেলা উপজেলা ডাকঘরসহ দেশে ৮৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। এ সেবার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমা প্রদান ও স্থানান্তর করা যায়। ডাক বিভাগ সোনালী ব্যাংকের সাথে এ সার্ভিসকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কো-ব্র্যান্ডিং করছে;

(ট) আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও স্বীকৃতি:

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বাংলাদেশের পক্ষে টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও জোট যেমন: ITU, UPU, ITSO, GSMA, CTO, APT, WEF, ICANN, IANA, APNIC ইত্যাদির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় করে থাকে;
- ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে;
- ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়; বাংলাদেশ ২০১৬ এর অক্টোবরে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭ তম সভার আয়োজন করেছে;
- বাংলাদেশ ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৬তম কংগ্রেসে পোস্টাল অপারেশনস কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করছে; Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) ও বিটিআরসি যৌথভাবে ঢাকায় ৭-৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে;
- ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছে; Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়েছে;
- থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প Excellence Award লাভ করেছে; গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ডাক অধিদপ্তর এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award লাভ করেছে;
- ডাক বিভাগ eAsia Award প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি)-এর নিকট হতে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট Postal Cash Card: Banking for Unbanked People-এর জন্য রৌপ্য পদক লাভ করেছে;
- ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টার-এ রূপান্তরের জন্য ডাক বিভাগকে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)-এর Digital Opportunity Category-তে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে; ডারবানে অনুষ্ঠিত 'ITU Telecom World Award 2018' এ বিসিএসসিএল উদ্ভাবনী তথ্যপ্রযুক্তি সমাধানের ব্যবহার, প্রসার এবং সামাজিক প্রভাবের জন্য 'Recognition of Excellence' পেয়েছে। এছাড়া, বিসিএসসিএল '2018 ASOCIO ICT Award'-এ 'Outstanding ICT Company Award' এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে;
- দেশে 5G প্রযুক্তির প্রচলন; "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" এর ব্যাকআপ এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ; স্যাটেলাইট সেবার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরাঞ্চল, উপকূলীয়, পাহাড়ি এবং দুর্গম অঞ্চলসমূহে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; বাংলাদেশকে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলের সাথে (SEA-ME-WE-6) সংযুক্তকরণ; গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত 4G ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নিশ্চিতকরণ এবং টেলিটক কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ; দেশের সকল ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিস্তার;

৪.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আগামীর পরিকল্পনা:

- দেশে 5G প্রযুক্তির প্রচলন; "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" এর ব্যাকআপ এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ; স্যাটেলাইট সেবার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরাঞ্চল, উপকূলীয়, পাহাড়ি এবং দুর্গম অঞ্চলসমূহে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; বাংলাদেশকে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলের সাথে (SEA-ME-WE-6) সংযুক্তকরণ; গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত 4G ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নিশ্চিতকরণ এবং টেলিটক কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ; দেশের সকল ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিস্তার;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে Cloud Platforms, Internet of Things (IoT), Machine to Machine (M2M), Big Data, Artificial Intelligence, Block Chain ইত্যাদির জন্য অবকাঠামো ও পরিকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ জনবল সৃজন; দেশে ডিজিটাল কমার্সের বিকাশের জন্য সুষ্ঠু আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কাঠামো গড়ে তোলা; ডিজিটাল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি এবং কারিগরি কাঠামো গড়ে তোলা; ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ খাতে সেবার মান নিশ্চিতকরণ; ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর সেবা সারাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতিকরণ; দেশের সকল গ্রামকে ডিজিটাল পোস্ট অফিসের সেবার আওতায় আনয়ন (২০২২ সালের মধ্যে ১০,০০০ গ্রামে ডিজিটাল পোস্ট অফিস স্থাপন); ২০২১ সালের মধ্যে দেশব্যাপী অ্যাড মেইল সার্ভিস প্রবর্তন; দেশব্যাপী ৫০০টি অভ্যন্তরীণ ই-কমার্স এর হাব প্রতিষ্ঠা;
- ২০ লক্ষ বিদ্যালয়গামী ছাত্রীর জন্য শিক্ষা বিমা "সুকন্যা" প্রবর্তন; ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক বাংলাদেশে ন্যূনতম নির্ধারিত মূল্য সংযোজন নিশ্চিতকরণ; বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড কর্তৃক Electrical Overhead Conductor, Service Drop Cable ও Bare & Insulated Wire উৎপাদন;
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড FTTH এর জন্য ড্রপ ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও Patch Cord তৈরি; জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসরণে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ সংশোধন এবং ILDTS Policy, 2010 -কে যুগোপযোগী করে সংশোধন; টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, নেটওয়ার্ক ও ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট এবং গ্রাহক যন্ত্রসমূহে বাংলাদেশ প্রমিত মান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন; দেশের চাহিদা অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ খাতের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

৫.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ:

বরাদ্দের ধরন	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়) (বরাদ্দের %)
জিওবি	১,২৭০.৭২	১,০৫৩.০৫ (৮৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৩২০.০১	৩২০.০০ (১০০%)
১২টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট	১,৫৯০.৭৩	১,৩৭৩.১৫ (৮৬.৩২%)

৫.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প:

(ক) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১)	২৫৭৩,৩৯.৫৬ ৭৫৬,১১.৬১ (১৮১৭,২৭.৯৪) (চীনা Conces-sional ঋণ)	৫৪৮,০০.০০ ২২৮,০০.০০ (৩২০,০০.০০)	৫৪৭,২৭.০০ ২২৭,২৭.০০ (৩২০,০০.০০) (৯৯%)	৯০%
২	ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২১)	১৫৫,৩৮.০০ ১৫৫,৩৮.০০ (-)	৪০,০০.০০ ৪০,০০.০০ (-)	১০,৬২.০০ ১০,৬২.০০ (-) (২৬.৫৫%)	২৮%
৩	চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১)	৬১,৯০.০০ ৬১,৯০.০০ (-)	১৬.০০ ১৬.০০ (-)	১৬.০০ ১৬.০০ (-) (১০০%)	---
৪	দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০)	৪৪,৯৮.০০ ৪৪,৯৮.০০ (-)	২৬,১২.০০ ২৬,১২.০০ (-)	২৫,৭২.০০ ২৫,৭২.০০ (-) (৯৮.৪৭%)	১০০%

(ক) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	3G নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (এপ্রিল ২০১৭ - জুন ২০২১)	৭৭৮৮৫.১৩ ৬৪৪৯৭.০৬ (-) (অবশিষ্ট অর্থ (১৩৩,৮৭.৪৬) সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব অর্থ)	৪২৬,০০.০০ ৪২৬,০০.০০ (-)	৪০৮,০০.০০ ৪০৮,০০.০০ (-) (৯৫%)	৯৫%
২	সৌর বেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮ - অক্টোবর ২০২০)	৪০৬,১৮.০০ ১৫১,১৮.০০ (২৫৫,০০.০০)	২৮,০৯.০০ ২৮,০৯.০০ (-)	৯,৩৪.০০ ৯,৩৪.০০ (-) (৩২%)	৩০%

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি):

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ (এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০)	২০২,৬৫.২৮ ২০২,৬৫.২৮ (-)	৬০,০০.০০ ৬০,০০.০০ (-)	৪৭,০০.০০ ৪৭,০০.০০ (-) (৭৮%)	---

(ঘ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	সাইবার থ্রেট ডিটেকশন (ডিসেম্বর ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯)	১৫৯১৭.০০ ১৫৯১৭.০০ (-)	১৭৮৮.০০ ১৭৮৮.০০ (-)	১৪,৪৩.০০ ১৪,৪৩.০০ (-) (৮০.৭০%)	১০০%

(ঙ) ডাক অধিদপ্তর:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ ও পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২১)	২২৫,০০.০০ ২২৫,০০.০০ (-)	২৪,৪৮.০০ ২৪,৪৮.০০ (-)	২০,০০.০০ ২০,০০.০০ (-) (৮১.৭০%)	১১%
২	ঢাকা শহরে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২১)	৩৭৬,৭৩.৬৫ ৩৭৬,৭৩.৬৫ (-)	৩৪৪,৭৫.০০ ৩৪৪,৭৫.০০ (-)	১১৬,৬৬.০০ ১১৬,৬৬.০০ (-) (৩৩.৮৪)	৯৫%
৩	মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৩৬৫,৪৯.০০ ৩৬৫,৪৯.০০ (-)	৩৩৮,৪৮.০০ ৩৩৮,৪৮.০০ (-)	২০৭,৪০.০০ ২০৭,৪০.০০ (-) (৬১.২৭)	৯৫%
৪	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৭৯,৮৬.০০ ৪৭৯,৮৬.০০ (-)	১০০,০০.০০ ১০০,০০.০০ (-)	১৩,২০.০০ ১৩,২০.০০ (-) (১৩.২০%)	১৫%

ষষ্ঠ অধ্যায়

সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, ২০২০'-এর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমদ ওয়াজেদ গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, ২০২০' পরিদর্শন করেন

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকার জিপিওতে ডাক অধিদপ্তরে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এবং ডাক অধিদপ্তরের দুই ফটকে দুটি আধুনিক ডিসপ্লের পর্দা উন্মোচনের মাধ্যমে মুজিববর্ষের ক্ষণ-গণনার উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার

গত ৩০ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত Commonwealth Telecommunications Organization এর ICT and Telecommunications Forum, 2019 উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিটিআরসি মিলনায়তনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সঙ্গে ফেসবুকের আট সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব, বিটিআরসি'র কমিশনারগণসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফেসবুকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে ফেসবুকের স্থানীয় প্রতিনিধি, রিসেলার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কর দিতে মূসক এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে সম্মত হয়। বৈঠকে ফেসবুক বাংলা ভাষার সঠিক অনুবাদ ও প্রয়োগের বিষয়ে সকল ধরনের সহযোগিতারও আশ্বাস প্রদান করে;

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার